নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন) প্রকল্প"

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ I
শব্দকোষ (GLOSSARY) III
শব্দ সংক্ষেপ V
প্রথম অধ্যায় ১
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ১
১.১ পটভূমি: ১
১.২ এক নজরে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ২
১.৩ উদ্দেশ্য ২
১.৪ অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি)মূল/সংশোধন হ্রাস/বৃদ্ধির হার(..... ৩
১.৫ অর্থায়নের উৎস এবং পরিমাণ ৩
১.৬ অনুমোদিত ডিপিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন ৩
১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ও লক্ষ্যমাত্রা ৪
১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ৪
১.৯ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ৬
১.১০ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ১০
১.১১ লগ ফ্রেম ১১
১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ও Exit Plan: ১২
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ১৩
২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য/কার্যপরিধি (ToR) ১৩
২.২ নমুনা এলাকা নির্বাচন (Sample Area Selection) ১৪
২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ ১৪
২.৪ নির্দেশক তালিকা এবং এর যথার্থতা ১৬
২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১৭
২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২১
তৃতীয় অধ্যায় ২৫
ফলাফল পর্যালোচনা ২৫
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৫
৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক): ২৬
৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ৩০
৩.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা ৩৩
৩.৫ উদ্দেশ্য অর্জন ৩৪
৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ৩৬
৩.৭ পিএসসি ও পিআইসি সভা সংক্রান্ত ৩৭
৩.৮ পিআইসি এবং পিএসসি সভার অবস্থা পর্যালোচনা: ৩৯
৩.৯ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ৩৯
৩.১০ আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ৩৯
৩.১১ Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা: ৩৯
৩.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ৪০
চতুর্থ অধ্যায় ৪২
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা ৪২
৪.১ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ৪২
৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) পর্যালোচনা: ৪২
৪.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) পর্যালোচনা ৪৩
৪.৪ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ (Opportunities) পর্যালোচনা ৪৫

৪.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ পর্যালোচনা ৪৫
পঞ্চম অধ্যায় ৪৬
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৪৬
৫.১ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: ৪৬
৫.২ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ: ৪৬
৫.৩ প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ: ৪৬
৫.৪ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ: ৪৬
৫.৫ ক্রয় কার্য সম্পাদন: ৪৭
৫.৬ পিআইসি ও পিএসসি সভা পর্যবেক্ষণ: ৪৭
৫.৭ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ও অডিট সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ: ৪৭
৫.৮ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা : ৪৭
৫.৯ প্রকল্পের Exit Plan: ৪৮
৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৯
সুপারিশ ও উপসংহার: ৪৯
৬.১ চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমীক্ষা দলের সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ ৪৯
৬.২ প্রকল্পের সুফল যথাযথ ভাবে প্রাপ্তিতে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো ৪৯
উপসংহার ৫০
তথ্যসূত্র (REFERENCES): ৫১
সংযোজনা/পরিশিষ্ট ৫২
গুণগত (Qualitative) তথ্য ৫২
স্থানীয় পর্যায়ের ওয়ার্কশপ ৫২
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) ৫৫
কেস স্ট্যাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ৫৬
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ৫৮
আর্থ-সামাজিক বিষয়ের তথ্যাবলী ৫৮
স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পর্কিত প্রশ্ন ৬০
প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক মতামত ৬১
স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে দর্শনার্থী আকর্ষণ বিষয়ক তথ্যাদি ৬৩
প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ৬৪
খানা জরিপ প্রশ্নমালা ৬৫
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট ৬৭
কেস স্টাডিস ৭৬
দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট ৭৭
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৭৮
সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট চেকলিস্ট ৭৯
২য় টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ৮০
২য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ৮১
জাতীয় কর্মশালা সিদ্ধান্তসমূহ ৮২

সারণী সমূহ

সারণী ১: এক নজরে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২
সারণী ২: অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি (মুল/সংশোধন হ্রাস/বৃদ্ধির হার) ৩
সারণী ৩: অর্থায়নের উৎস এবং পরিমাণ ৩
সারণী ৪: অনুমোদিত ডিপিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন ৩
সারণী ৫: প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ও লক্ষ্যমাত্রা ৪
সারণী ৬: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ৪
সারণী ৭: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (ক) ১০

সারণী ৮: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (খ)..... ১০
সারণী ৯: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (গ).....১১
সারণী ১০: লগ ফ্রেম.....১১
সারণী ১১: নমুনা এলাকা নির্বাচন (Sample Area Selection) ১৪
সারণী ১২: নমুনা কৌশল (Sampling Technique)..... ১৫
সারণী ১৩: নমুনা নকশা (Sample Design) ১৬
সারণী ১৪: নমুনা বিভাজন.....১৬
সারণী ১৫: নির্দেশক তালিকা এবং এর যথার্থতা ১৭
সারণী ১৬: পরিমাণ গত তথ্য পরিবীক্ষণঃ.....১৮
সারণী ১৭: গুনগত তথ্য পরিবীক্ষণঃ.....১৮
সারণী ১৮: সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২১
সারণী ১৯: কর্ম পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক রেখা চিত্র ২২
সারণী ২০: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক):.....২৬
সারণী ২১: প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও ব্যয়:.....৩০
সারণী ২২: ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ৩১
সারণী ২৩: পূর্ত কার্য প্যাকেজ W০১ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ৩১
সারণী ২৪: পণ্য ক্রয় প্যাকেজ G০১, G০২ ও G০৩ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ.....৩২
সারণী ২৫: সেবা প্যাকেজ GD১ও GD২ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ৩৩
সারণী ২৬: প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা ৩৩
সারণী ২৭: উদ্দেশ্য অর্জন ৩৪
সারণী ২৮: প্রকল্পের সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত..... ৩৬
সারণী ২৯: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ..... ৩৬
সারণী ৩০: জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত.....৩৭
সারণী ৩১: পিএসসি ও পিআইসি সভা.....৩৭
সারণী ৩২: পিআইসি সভার বিবরণ.....৩৭
সারণী ৩৩: পিএসসি সভার বিবরণ ৩৮
সারণী ৩৪: পরিমাণগত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ: ৪০
সারণী ৩৫: প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ৪২

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

মহান মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগকে চির জাগরুক ও চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত হয়েছিল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। ডিপিপি প্রণয়নকালে ২০১৪ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করে ১৬৩০.২৫ লক্ষ টাকা । পরবর্তীতে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করা হয় জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা এবং ২০১৮ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ও ব্যয় বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫২০.২৩ লক্ষ টাকায় অনুমোদন করা হয়। এতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১৭৭.৩০% এবং বাস্তবায়নকাল ১০০%। পরবর্তীতে জমি অধিগ্রহণরের সময় জমির মালিকগণ ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করায় আরবিট্রেশন কোর্ট জমির মূল্য ৪০০.০০ লক্ষ টাকার সাথে অতিরিক্তি ১৬০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে আদেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৮০.২৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয় । যা মূল ডিপিপির তুলনায় ১৮৭.১০%।

এই প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ, ভৌত কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান যাচাই করণ এবং আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসহ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য সুফল নিশ্চিত করা যাবে কিনা, তা অনুসন্ধান করে, সে আলোকে সুপারিশ প্রদান। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, সরেজমিনে পরিদর্শন, পণ্য ও কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর জরিপ, কেআইআই ও এফজিডি এবং কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বীরমুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, সমাজকর্মী,গণমাধ্যমকর্মী, স্থানীয় জন-প্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৬৭.০২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.১১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.৯৭%। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় যথাসময় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য জমি নির্বাচন করতে না পারা এবং জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা যায়নি। নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্ত প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা করে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৮টি প্যাকেজ রয়েছে তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয় বাবদ ৪০৮.৮৮ লক্ষ টাকার প্রাক্কলনের বিপরীতে ৬ জুন ২০১৮ সালে ৯.৭১ লক্ষ টাকায় ৩টি প্যাকেজে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ৪টি পূর্ত কার্য প্যাকেজে ৩৪৬৫.৪৩ লক্ষ টাকার প্রাক্কলনের বিপরীতে ১টি প্যাকেজে ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকার দরপত্র ২২ মে, ২০২২ তারিখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ২টি সেবা প্যাকেজ বাবদ মোট ৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে ১৯ আগস্ট ২০১৮ সালে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২ জন কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ১টি প্যাকেজে যানবাহন (চুক্তিভিত্তিক) ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ খাতে ৫৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ভৌত অবকাঠামোর দৃশ্যমান কোন কাজ শুরু হয়নি। এমনকি জমি হস্তান্তরের ৮ মাস অতিবাহিত হলেও সীমানা প্রাচীর ও মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থানটি পানিতে নিমজ্জিত আছে এবং বর্ষার মৌসুমে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না।

পরিপত্র অনুসারে প্রতি তিন (৩) মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে সে হিসেবে ন্যূনতম ২০টি পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও উভয় ক্ষেত্রে মাত্র ২টি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি ৪ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা সবাই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র ২ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পে নিয়মিত কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব অতিরিক্ত হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যথা সময়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করা যেত। কিন্তু প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রকল্পটির সবল দিকসমূহ হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, বরাদ্দ ও ছাড়; যথেষ্ট পরিমাণ জনবলের সংস্থান রাখা ও স্মৃতিস্তম্ভটি সাথে যাদুঘর রাখা। আর দুর্বল দিকসমূহ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়া; নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়া; ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পনা মাফিক না হওয়া; ও প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শুরু করতে না পারা। এই প্রকল্পের অন্যতম ঝুকি হচ্ছে বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি।

প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাসিক সভায় নিয়মিত প্রকল্পটির অগ্রগতি মনিটরিং করতে হবে। পরিপত্র অনুযায়ী পিআইসি ও পিএসসি সভা করতে হবে এবং তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত / সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। অতিরিক্ত দায়িত্বের বদলে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে ক্রয় কার্যক্রম শিডিউল/পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। এ জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেই প্রকল্প অনুমোদন বাঞ্চনীয়।

শব্দকোষ (Glossary)

স্টেকহোল্ডার

স্টেকহোল্ডার হল এমন একটি পক্ষ যে বা যিনি একটি কমিউনিটির অংশ এবং ঐ কমিউনিটিতে সৃষ্ট কোন বিষয়ের উপর তার আগ্রহ রয়েছে এবং কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মগুলো তাকে প্রভাবিত করে বা তিনি প্রভাবিত হতে পারে। একটি সাধারণ প্রকল্পে স্টেকহোল্ডার- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক, স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী এবং উপকারভোগী ইত্যাদি।

মিশ্র পদ্ধতি

মিশ্র পদ্ধতি সাধারণত একই গবেষণা প্রকল্পে পরিমাণগত এবং গুণগত গবেষণা পদ্ধতির সংমিশ্রণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে এটাকে আরও সহজভাবে বোঝার জন্য মাল্টিমেথড রিসার্চ শব্দটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে একই গবেষণা প্রকল্পে গবেষণার বিভিন্ন মডেল একত্রিত হতে পারে।

Cross-sectional Method

Cross-sectional Method হল এক ধরণের পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা যা একটি নমুনা জনসংখ্যা বা একটি পূর্ব-সংজ্ঞায়িত কর্মকে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে নিয়ে এসে সংগৃহীত বিভিন্ন ভেরিয়েবলের তথ্য বিশ্লেষণ করে।

Observation Checklist

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট হল- এমন জিনিসগুলির একটি তালিকা যা একজন পর্যবেক্ষক একটি প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করার সময় দেখতে পাচ্ছেন। এই তালিকাটি পর্যবেক্ষক বা গবেষক বা উভয়ের দ্বারা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

Selected Sampled Area

নির্বাচিত নমুনা এলাকা হল-এমন একটি পদ্ধতি যেখানে প্রকল্পের সম্পূর্ণ এলাকাটি গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হয়না। সময় এবং অর্থের দিক বিবেচনায় তখন মোট এলাকাকে ছোট ছোট উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে তার থেকে এলোমেলোভাবে বা একটি সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এলাকা নির্বাচন করা হয়।

Non-probability sampling

অসম্ভাব্যতা স্যাম্পলিংকে একটি নমুনা কৌশল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে গবেষক এলোমেলো নির্বাচনের পরিবর্তে গবেষকের বিষয়গত ধারণার উপর ভিত্তি করে নমুনা নির্বাচন করেন। এটি একটি সরল পদ্ধতি কিন্তু গবেষকদের দক্ষতার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

Probability sampling

সম্ভাব্যতা স্যাম্পলিং বলতে একটি বৃহৎ জনসংখ্যা থেকে নমুনা নির্বাচনকে বুঝায়, যেখানে গবেষক নমুনা নির্বাচনের জন্য র‍্যান্ডমাইজেশনের উপর ভিত্তি করে নমুনা নির্বাচন করে। সম্ভাবনার নমুনা জটিল, বেশি সময়সাপেক্ষ এবং সাধারণত অসম্ভাব্যতার নমুনার চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল।

Land acquisition (ভূমি অধিগ্রহণ)

ভূমি অধিগ্রহণ দেশের আইনের বিধান অনুযায়ী জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার নাম ভূমি অধিগ্রহণ। সরকার জমির হুকুম দখল এবং সড়ক, খাল ও রেলপথ নির্মাণে প্রয়োজনীয় ভূমি সংগ্রহের জন্য ভূমি ব্যবহারের ক্ষমতা গ্রহণ করে।

Rough Estimate

ব্যয় অনুমান হল- একটি প্রাথমিক অনুমান, যা একটি প্রকল্পের ব্যয় অনুমান করার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে পরিমাণ নির্ণয় করে।

যাদুঘর

জাদুঘর বা সংগ্রহালয় বলতে বোঝায় এমন একটি ভবন বা প্রতিষ্ঠান যেখানে পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ সংরক্ষিত থাকে। জাদুঘরে বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহ সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করা হয় এবং সেগুলি প্রদর্শন আধার বা ডিসপ্লে কেসের মধ্যে রেখে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে জনসাধারণের সম্মুক্ষে প্রদর্শন করা হয়।

নকশা

কোন বস্তু বা ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য কোন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন, নমুনা বস্তু, পণ্য বা প্রক্রিয়ার পূর্ণতা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা বা স্তর নির্দিষ্টকরণ হল নকশা।

Architectural Drawing:

একটি স্থাপত্য অঙ্কন বা স্থপতির অঙ্কন হল- একটি বিল্ডিং (বা নির্মাণ প্রকল্প) এর একটি প্রযুক্তিগত অঙ্কন যা স্থাপত্যের বাস্তবচিত্রের প্রতিকৃতি মাত্র।

স্মৃতিস্তম্ভ

স্মৃতিস্তম্ভ এক প্রকারের কাঠামো যা স্পষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা ঘটনা স্মরণে তৈরি করা হয়। যা শিল্প, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত বা স্থাপত্যিক গুরুত্বের কারণে ঐতিহাসিক সময় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মরণার্থে প্রতিকৃতি বহি:প্রকাশ।

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	Annual Development Plan
DPP	Development Project Proposal
RDPP	Revised Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
HQ	Head Quarter
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
MS	Microsoft
ODK	Open Data Kit
OECD	Organization for Economic Co-Operation
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rule
PSU	Primary Sampling Unit
SC	Steering Committee
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
PIC	Project Implemention Committee
PSC	Project Streering Committee
STATA	Statistical Software for data Sciences
SSU	Secondary Sampling Unit
TC	Technical Committee
ToR	Terms of Reference
USU	Ultimate Sampling Unit

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ পটভূমি:

বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা হল মুক্তিযুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা এবং শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনাকারী। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং তিন লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নিকট থেকে শাশ্বত কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রাপ্য। যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতাকামী, নির্যাতিত ও নিপীড়িত শরণার্থীদের ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ কর্তৃক আশ্রয়দান এবং ভারতীয় সশস্ত্র-বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমরা ভুলতে পারি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ভারত সরকার ও ভারতীয় নাগরিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অবদান উল্লেখ ছাড়া স্বাধীনতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ। যুদ্ধের সময় ভারত যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে থাকবে। সে কারনে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগকে চির জাগরুক ও চির অম্লান করে রাখতে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার বিশেষ করে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন লাভের জন্য ইন্দ্রিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নিলে ইন্দ্রিরা গান্ধী “ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী” গঠন করেন। কমপক্ষে ১ কোটি অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুরা নিজ দেশ ত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেমন পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার ও উত্তর প্রদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত সরকার ও তাদের জনগণ এ সকল শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবা প্রদান করার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে। শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যই নয়! জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত করতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় ৩,৬৩০ সেনাকর্মকর্তা ও জওয়ানরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রায় ৯,৮৫৬ জন কর্মকর্তা জওয়ান আহত হয়েছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ২১০ জন কর্মকর্তা ও জওয়ান নিখোঁজ রয়েছেন। মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১,৬৬১ জন কর্মকর্তা ও সৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায় শহীদ হন, যাদের বেশিরভাগ আশুগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন সম্মুখ সমরে শহীদ হন। মহান মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনী আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে বাসুতারা ও বাহাদুর পুর মৌজায় আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হলে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবগত হবে এবং শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে।

১.২ এক নজরে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সারণী ১: এক নজরে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

<table>
<tr><td>প্রকল্পের নাম</td><td>:</td><td colspan="3">“মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)”</td></tr>
<tr><td>উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ</td><td>:</td><td colspan="3">মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td rowspan="2">:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ</td><td>:</td><td colspan="3">জুলাই ২০১৭</td></tr>
<tr><td rowspan="3">মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>:</td><td colspan="3">৪৬৮০.২৩ (জিওবি)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">:</td><td>মূল অনুমোদিত ব্যয়</td><td>সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)</td><td>সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (বিশেষ সংশোধন)</td></tr>
<tr><td>১৬৩০.২৫</td><td>৪৫২০.২৩</td><td>৪৬৮০.২৩</td></tr>
<tr><td rowspan="5">প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল</td><td rowspan="5">:</td><td>অনুমোদনের পর্যায়</td><td>প্রকল্প শুরুর তারিখ</td><td>প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</td></tr>
<tr><td>মূল ডিপিপি অনুমোদন</td><td>জুলাই ২০১৭</td><td>জুন ২০১৯</td></tr>
<tr><td>মেয়াদ বৃদ্ধি</td><td>জুলাই ২০১৭</td><td>জুন ২০২০</td></tr>
<tr><td>১ম সংশোধন</td><td>জুলাই ২০১৭</td><td>জুন ২০২৩</td></tr>
<tr><td>বিশেষ সংশোধন</td><td>জুলাই ২০১৭</td><td>জুন ২০২৩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রকল্পের এলাকা</td><td rowspan="2">:</td><td>বিভাগ</td><td>জেলা</td><td>উপজেলা</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>ব্রাহ্মণবাড়িয়া</td><td>আশুগঞ্জ</td></tr>
</table>

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,“মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)”

১.৩ উদ্দেশ্য

১.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ও ভারতের নাগরিকের অবদান প্রতিষ্ঠা ও স্মরণীয় করে রাখাই এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় সৈন্যদের রক্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আত্মার সাথে মিশে আছে।
- যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধকালীন আশ্রয় প্রদানকারী ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের বহিঃপ্রকাশই হল এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প। দীর্ঘ নয় মাস ভারত স্বেচ্ছায় এই সকল অসহায় পুরুষ, নারী এবং শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নিয়েছিল।
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের মাধ্যমে মিত্রবাহিনী যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার স্মৃতিচারণের মানসে সৃষ্টি হল এই প্রকল্প। ভারতের অবদান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ অংশ।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং লাল সবুজ পতাকা প্রাপ্তির জন্য মিত্র বাহিনীর যে সব ভারতীয় সৈন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও চিরস্মরণীয় করে রাখাই এ প্রকল্পে মুখ্য উদ্দেশ্য।

১.৩.২ প্রকল্পের অবস্থান:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর ও বাসুতারা মৌজা।

প্রকল্পে উপাংশ:

নির্বাচিত জমির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি যাদুঘর নির্মাণসহ দূর-দুরন্ত হতে আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, নামাজের রুম, শপিং কিয়োস্কি ইত্যাদি ও শিশুদের খেলার রাইড ও কারপার্ক নির্মাণ করা হবে । এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বনায়নসহ সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

১.৪ অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি (মূল/সংশোধন হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

সারণী ২: অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি (মূল/সংশোধন হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

অনুমোদনের পর্যায়ে	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ সংস্থার অর্থ	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (হ্রাস / বৃদ্ধি (%)	
				ব্যয়	মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)		
মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	১৬৩০.২৫	৩০/০৯/২০১৭	-	-
১ম- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১৬৩০.২৫	২২/০১/১৯	-	১ বছর (৫০.০০%)
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৪৫২০.২৩	২৪/০২/২০২১	২৮৮৯.৯৮ (১৭৭.৩০%)	৩ বছর (১০০.০০%)
বিশেষ সংশোধন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৪৬৮০.২৩	০২/০৭/২০২১	১৬০.০০ (৩.৫৪%)	-

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.৫ অর্থায়নের উৎস এবং পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

সারণী ৩: অর্থায়নের উৎস এবং পরিমাণ

উৎস/ ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে।)
১	২	৩	৪
জিওবি	৪৬৮০.২৩ (০০)		
মোট	**৪৬৮০.২৩ (০০)**		

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.৬ অনুমোদিত ডিপিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন

(লক্ষ টাকায়)

সারণী ৪: অনুমোদিত ডিপিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়			
		জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট
২০১৭-১৮	বিশেষ সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	২২.৩৭	০.০০	০.০০	২২.৩৭
	মূল অনুমোদিত	৮২১.২২	০.০০	০.০০	৮২১.২২
২০১৮-১৯	বিশেষ সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	৩০.৫৭	০.০০	০.০০	৩০.৫৭
	মূল অনুমোদিত	৮০৯.০৩	০.০০	০.০০	৮০৯.০৩
২০১৯-২০	বিশেষ সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	৩.৫৮	০.০০	০.০০	৩.৫৮
	মূল অনুমোদিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২০-২১	বিশেষ সংশোধিত	১১৪৯.৫১	০.০০	০.০০	১১৪৯.৫১

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়			
		জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট
	১ম সংশোধিত	৯৮৯.৫১	০.০০	০.০০	৯৮৯.৫১
	মূল অনুমোদিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২১-২২	বিশেষ সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	২১৮৭.৪৭	০.০০	০.০০	২১৮৭.৪৭
	মূল অনুমোদিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২২-২৩	বিশেষ সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	১ম সংশোধিত	১২৮৬.৭৩	০.০০	০.০০	১২৮৬.৭৩
	মূল অনুমোদিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	বিশেষ সংশোধিত	৪৬৮০.২৩	০.০০	০.০০	৪৬৮০.২৩
	১ম সংশোধিত	৪৫২০.২৩	০.০০	০.০০	৪৫২০.২৩
	মূল অনুমোদিত	১৬৩০.২৫	০.০০	০.০০	১৬৩০.২৫

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ও লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

সারণী ৫: প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ও লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম: নং	প্রধান প্রধান পূর্ত কাজ	লক্ষ্যমাত্রা							
		ডিপিপি				আরডিপিপি			
		২০১৭-১৮ অর্থবছর	২০১৮-১৯ অর্থবছর	২০১৯-২০ অর্থবছর	সর্বমোট	২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছর	২০২২-২৩ অর্থবছর	সর্বমোট
১.	স্মৃতিসৌধ নির্মাণ	৭৫১.১৬	৭৫১.১৬	-	১৫০২.৩২	৫০৮.৭৯	১৯৯৬.৫০	৯১৯,৭৪	২৬২৫.০৩
২.	রাইডার (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম)	১৪.৪৬	-	-	১৪.৪৬	-	৭৫.০০	২৫.০০	১০০.০০
৩.	আসবাবপত্র (স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য)	৪.২৫	-	-	৪.২৫	-	-	৫০.০০	৫০.০০
৪.	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	-	-	-	-	৫৬০.০০	-	-	৫৬০.০০
ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান অঙ্গের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়					১৫২১.০৩	**আরডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান অঙ্গের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়**			**৩৩১৫.০৩**

তথ্যসূত্র: ডিপিপি ও আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

সারণী ৬: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	একক	পরিমাণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়)					
৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন				
৩১১১১	৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	জন	১	১২.৩১
৩১১১২	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	জন	১	৭.০৮
৩১১১৩	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	জন	১	০.২২
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জন	২	০.৯৬
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	জন	২	১০.৬৩
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন	২	১.৪৪
	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	জন	১	০.৯০
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	জন	১	০.১৪
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন	২	৪.০০
	৩১১১৩২৭	ওভার টাইম	জন	১	৪.০০
	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	জন	২	০.৯০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	একক	পরিমাণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
	৩১১১৩৩৫	নববর্ষ ভাতা	জন	২	০.৩৯
উপ-মোট-নগদ মজুরী ও বেতন					৪২৯৭.
প্রশাসনিক					
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক		৩.০০
	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	থোক		৪৮.০০
	৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতনভুক্ত কর্মচারী (শ্রমিক মজুরী)	থোক		২.০০
	৩২১১১১৫	পানি	থোক		০.২৫
	৩২১১১১৭	ফ্যাক্স/টেলেক্স/ইন্টারনেট	থোক		০.৫০
	৩২১১১১৯	ডাকমাশুল	থোক		০.৫০
	৩২১১১২০	টেলিফোন/মোবাইল	থোক		১.০০
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন	থোক		২.৫০
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক		৮.০০
	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	জন	২	৩৩.০০
৩২২১১	৩২২১১০৫	টেস্টিং ফি	থোক		০.৫০
	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	থোক		৩.০০
উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয় =					১০২২৫.
প্রশিক্ষণ					
৩২৩১১	৩২৩১১০১	মিত্রবাহিনীর সদস্য/শহীদ পরিবারের সদস্যদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	জন		১৫.০০
উপমোট- প্রশিক্ষণ ব্যয়					১৫০০.
৩২৪৪১	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক		২.০০
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলি ব্যয়					২০০.
মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার মালামাল	থোক		৩.০০
	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	থোক		৩.০০
	৩২৫৫১০২	স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন	থোক	০	৭.০০
	৩২৫৫১০২	কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন	থোক	০	৩.০০
	৩২৫৫১০৪	ষ্টেশনারী ও স্ট্যাম্প	থোক		৫.৫০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক		৩.০০
উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়					২৪.৫০
সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী					
৩২৫৬১	৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	থোক		৮.০০
উপমোট-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী ব্যয়					৮.০০
৩২৫৭২	৩২৫৭১০৪	ডিজিটাল সার্ভে	থোক		১০.০০
	৩২৫৭২০৬	সম্মানী / ভাতা	থোক		৬.০০
উপ-মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়					১৬০০.
মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ)	থোক		১.৫০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মালামাল (মেরামত/	থোক		২.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	একক	পরিমাণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
		রক্ষণাবেক্ষণ)			
	৩২৫৮১০৪	অফিস যন্ত্রপাতি (মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ)	থোক		১.৫০
উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ =					৫০০.
মোট রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়) =					২১৫.৭২
(খ) মূলধন ব্যয়					
৪১১১	ভবন ও স্থাপনা				
৪১১১৩	৪১১১৩০১	নির্মাণ (স্মৃতিসৌধ)	সংখ্যা	১	৩৪২৪.৯৩
৪১১২২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১০	১৪.৪৬
৪১১২৩	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক		২৩৪.১৪
৪১১২৩	৪১১২৩০৪	রাইডস (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	থোক		১০০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জন্য)	সংখ্যা	৭০	৬.২৩
৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য)	থোক		৫০.০০
উপ-মোট ভবন ও স্থাপনা					৩৮৫৯.৭৬
৪১৪১	ভূমি				
৪১৪১১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর	৩.৬৯	৫৬০.০০
উপ-মোট ভূমি					৫৬০.০০
৪১১৩১	৪১১৩১০২	আরবরী কালচার	থোক		৩০.০০
মোট মূলধন ব্যয়					৪৪১৯.৭৬
মোট (রাজস্ব ব্যয়+মূলধন ব্যয়)					৪৬৩৫.৪৮
(গ) ফিজিক্যাল কনটিজেন্সি					০.০০
(ঘ) প্রাইস কনটিজেন্সি					৪৪.৭৫
সর্বমোট **(ক+খ+গ+ঘ)**					৪৬৮০.২৩

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.৯ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আরডিপিপি'তে ৩টি অর্থবছরের জন্য বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হলো।

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব কোড	ইকনমিক সাব কোড বিস্তারিত	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)						সম্ভাব্য ব্যয়																	
									অর্থ বছর (২০২০-২১)						অর্থ বছর (২০২১-২২)						অর্থ বছর (২০২২-২৩)					
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়			
					মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
(ক) রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়)																										
৩১১১ নগদ মজুরী ও বেতন																										
৩১১১১	৩১১১১০১	মুল বেকন (অফিসার)	জন	১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১	৪.১০	৪.১০	০.০০	০.০০	জন	১	৪.০১	৪.০১	০.০০	০.০০	জন	১	৪.১১	৪.১১	০.০০	
৩১১১২	৩১১১২০১	মুল বেকন (কর্মচারী)	জন	৩	২.২৫	২.২৫	০.০০	০.০০	জন	১	১.৬১	১.৬১	০.০০	০.০০	জন	১	১.৬১	১.৬১	০.০০	০.০০	জন	১	১.৬১	১.৬১	০.০০	
৩১১১৩	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	জন	৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৭	০.০৭	০.০০	
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জন	৪	০.৩৫	০.৩৫	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	জন		৩.১৫	৩.১৫	০.০০	০.০০	জন	২	২.৪৯	২.৪৯	০.০০	০.০০	জন	২	২.৪৯	২.৪৯	০.০০	০.০০	জন	২	২.৪৯	২.৪৯	০.০০	
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন		০.৬০	০.৬০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২৮	০.২৮	০.০০	০.০০	জন	২	০.২৮	০.২৮	০.০০	০.০০	জন	২	০.২৮	০.২৮	০.০০	
	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১	০.৩০	০.৩০	০.০০	০.০০	জন	১	০.৩০	০.৩০	০.০০	০.০০	জন	১	০.৩০	০.৩০	০.০০	
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	জন	৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	জন	১	০.০৫	০.০৫	০.০০	
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন	৪	১.৩০	১.৩০	০.০০	০.০০	জন	২	০.৯০	০.৯০	০.০০	০.০০	জন	২	০.৯০	০.৯০	০.০০	০.০০	জন	২	০.৯০	০.৯০	০.০০	
	৩১১১৩২৭	ওভার টাইম	জন	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১	১.৩৩	১.৩৩	০.০০	০.০০	জন	১	১.৩৩	১.৩৩	০.০০	০.০০	জন	১	১.৩৩	১.৩৩	০.০০	
	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	জন	৪	০.৩০	০.৩০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	জন	২	০.২০	০.২০	০.০০	
	৩১১১৩৩৫	নববর্ষ ভাতা	জন	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	২	০.১৩	০.১৩	০.০০	০.০০	জন	২	০.১৩	০.১৩	০.০০	০.০০	জন	২	০.১৩	০.১৩	০.০০	
বেতন=		উপ-মোট নগদ মজুরি ও			৭.৯৫	৭.৯৫	০.০০	০.০০			১১.৬৫	১১.৬৫	০.০০	০.০০			১১.৬৬	১১.৬৬	০.০০	০.০০			১১.৭১	১১.৭১	০.০০	
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																									
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	থোক		১.১৫	১.১৫	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	থোক		০.৩৫	০.৩৫	০.০০	
	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যববহা (চুক্তিভিত্তিক)	থোক		১৪.৫০	১৪.৫০	০.০০	০.০০	থোক		৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	থোক		১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	থোক		১৩.৫০	১৩.৫০	০.০০	
	৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতনভুক্ত কর্মচারী (শ্রমিক মজুরী)	থোক		১.৯৯	১.৯৯	০.০০	০.০০	থোক		০.০১	০.০১	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	
	৩২১১১১৫	পানি	থোক		০.১০	০.১	০.০০	০.০০	থোক		০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	থোক		০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	থোক		০.০৫	০.০৫	০.০০	

						০																				
	৩২১১১১৭	ফ্যাক্স/টেলেক্স /ইন্টারনেট	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	থোক		০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	থোক		০.১০	০.১০	০.০০	
	৩২১১১১৯	ডাকমাশুল	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	থোক		০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	থোক		০.১০	০.১০	০.০০	
	৩২১১১২০	টেলিফোন/ মোবাইল	থোক		০.১৫	০.১৫	০.০০	০.০০	থোক		০.২৫	০.২৫	০.০০	০.০০	থোক		০.২৬	০.২৬	০.০০	০.০০	থোক		০.৩৪	০.৩৪	০.০০	
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৮৩	০.৮৩	০.০০	০.০০	থোক		০.৮৩	০.৮৩	০.০০	০.০০	থোক		০.৮৪	০.৮৪	০.০০	
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		২.৬৬	২.৬৬	০.০০	০.০০	থোক		২.৬৭	২.৬৭	০.০০	০.০০	থোক		২.৬৭	২.৬৭	০.০০	
	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	২	১২.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	জন	২	১১.০০	১১.০০	০.০০	০.০০	জন	২	১০.০০	১০.০০	০.০০	
৩২২১১	৩২২১১০৫	টেস্টিং ফি	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	
	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	থোক		১.৪৯	১.৪৯	০.০০	০.০০	থোক		০.৬৬	০.৬৬	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	থোক		০.৩৫	০.৩৫	০.০০	
৩২৩১১	৩২৩১১০১	মিত্রবাহিনীর সদস্য/শহিদ পরিবারের সদস্যদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	
৩২৪৪১	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়ূ	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	
৩২৫৫১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার মালামাল	থোক		০.৭৪	০.৭৪	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.২৬	০.২৬	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	থোক		২.৩৮	২.৩৮	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৬২	০.৬২	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০২	স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০২	কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৪	স্টেশনারি ও স্ট্যাম্প	থোক		৫.৪৬	৫.৪৬	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬১	৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	থোক		৬.১৫	৬.১৫	০.০০	০.০০	থোক		০.৩৫	০.৩৫	০.০০	০.০০	থোক		১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০
৩২৫৭২	৩২৫৭১০৪	ডিজিটাল সার্ভে	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৭২০৬	সম্মানি/ভাতা	থোক		০.২৯	০.২৯	০.০০	০.০০	থোক		২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	থোক		২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	থোক		১.৭১	১.৭১	০.০০	০.০০
৩২৫৮১	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র((মেরামত/রক্ষা বেক্ষণ)	থোক		০.৯৯	০.৯৯	০.০০	০.০০	থোক		০.৫১	০.৫১	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মালামাল (মেরামত/র	থোক		২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

		ক্ষাবেক্ষণ)																							
	৩২৫৮১০৪	অফিস যন্ত্রপাতি(মেরামত/রক্ষাবেক্ষণ)	থোক		০.৯৯	০.৯৯	০.০০	০.০০	থোক		০.৫১	০.৫১	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়=				৩৯.৩৮	৩৯.৩৮	০.০০	০.০০			৬৪.১৭	৬৪.১৭	০.০০	০.০০			৩৭.৮১	৩৭.৮১	০.০০	০.০০			৩১.৩৯	৩১.৩৯	০.০০	০.০০	
মোট রাজস্ব((আবর্তক ব্যয়)=				৪৭.৩৩	৪৭.৩৩	০.০০	০.০০			৭৫.৮২	৭৫.৮২	০.০০	০.০০			৪৯.৪৭	৪৯.৪৭	০.০০	০.০০			৪৩.১০	৪৩.১০	০.০০	০.০০	
(খ) মূলধন ব্যয়																									
৪১১১৩	৪১১১৩০১	নির্মাণ(স্মৃতি সৌধ)	সংখ্যা	১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা		৫০৮.৬৯	৫০৮.৬৯	০.০০	০.০০	সংখ্যা		১৯৯৬.৫০	১৯৯৬.৫০	০.০০	০.০০	সংখ্যা		৯১৯.৭৪	৯১৯.৭৪	০.০০	০.০০
৪১১২২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৬	৪.৯৫	৪.৯৫	০.০০	০.০০	সংখ্যা	২	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	২	৪.৫১	৪.৫১	০.০০	০.০০	সংখ্যা	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	থোক		১৭৪.১৪	১৭৪.১৪	০.০০	০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩০৪	রাইডস (প্রেকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	থোক		২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র(প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জন্য)	সংখ্যা	৫০	৪.২৪	৪.২৪	০.০০	০.০০	সংখ্যা	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	১৫	১.৯৯	১.৯৯	০.০০	০.০০	সংখ্যা	৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র(স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য)	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩১	৪১১৩১০২	আরবরী কালচার	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক		৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	একর	*৩.৬৯	৫৬০.০০	৫৬০.০০	০.০০	০.০০	একর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	একর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়					৯.১৯	৯.১৯	০.০০	০.০০			১০৭৩.৬৯	১০৭৩.৬৯	০.০০	০.০০			২১৩৮.০০	২১৩৮.০০	০.০০	০.০০			১১৯৮.৮৮	১১৯৮.৮৮	০.০০	০.০০
মোট(রাজস্ব ব্যয়+মূলধন ব্যয়)					২৬.৫২	২৬.৫২	০.০০	০.০০			১১৪৯.৫১	১১৪৯.৫১	০.০০	০.০০			২১৮৭.৪৭	২১৮৭.৪৭	০.০০	০.০০			১২৪১.৯৮	১২৪১.৯৮	০.০০	০.০০
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৪৪.৭৫	৪৪.৭৫	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					৫৬.৫২	৫৬.৫২	০.০০	০.০০			১১০৯.৫১	১১৪৯.৫১	০.০০	০.০০			৪৬৮০.২৩	২১৮৭.৪৭	০.০০	০.০০			১২৮৬.৭৩	১২৮৬.৭৩	০.০০	০.০০

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.১০ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের আওতায় ১২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয় বাবদ ৪০৮.৮৮ লক্ষ টাকা, ৪টি প্যাকেজে কার্য ক্রয় বাবদ ৩৪৬৫.৪৩লক্ষ টাকা ও ২টি প্যাকেজে সেবা ক্রয় বাবদ মোট ৮১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

সংযোজনী-৩ (ক)

সারণী ৭: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (ক)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণণা	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
G০১	কম্পিউটার	সংখ্যা	৩	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	২.৮		ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে	
G০২	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	২.৬৭		ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে	
G০৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫০	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	৪.২৪		ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে	
G০৪	স্ক্যানার	সংখ্যা	২	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	০.৩০	০৫ জানুয়ারি, ২০২১	১ মার্চ, ২০২১	২০ মার্চ, ২০২১
G০৫	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	২	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	৩.০০	০৫ জানুয়ারি, ২০২১	১ মার্চ, ২০২১	২০ মার্চ, ২০২১
G০৬	ফটোকপিয়ান মেশিন	সংখ্যা	১	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	২.০০	০৫ জানুয়ারি, ২০২১	১ মার্চ, ২০২১	২০ মার্চ, ২০২১
G০৭	প্রিন্টার	সংখ্যা	২	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	০.৪০	০৫ জানুয়ারি, ২০২১	১ মার্চ, ২০২১	২০ মার্চ, ২০২১
G০৮	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২০	RFQ	সচিব, মুবিম	জিওবি	৯.০০	০৫ জানুয়ারি, ২০২১	১ মার্চ, ২০২১	২০ মার্চ, ২০২১
মোট মূল্য=							**২৩.৮৮**			
G০৯	সাব-স্টেশন ও জেনারেটর	সংখ্যা	২	OTM (NCT)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১১০.০০	১৫ ডিসেম্বর, ২০২১	১৫ মার্চ,২০২২	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২
G১০	আনুষঙ্গিক পণ্য	সংখ্যা	১২	OTM (NCT)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১২৪.১৪	১১ ফেব্রুয়ারী,২০২২	১১মে,২০২২	১১ নভেম্বর,২০২২
G১১	রাইড সরবরাহ	সংখ্যা	১	OTM (NCT)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	১০০.০০	২৩ জুন,২০২২	৩ সেপ্টেম্বর,২০২২	৩ ডিসেম্বর, ২০২২
G১২	আসবাবপত্র (স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য)	সংখ্যা	১		তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৫০.০০	৩ জুন ,২০২২	৩ সেপ্টেম্বর,২০২২	৩ ডিসেম্বর, ২০২২
মোট মূল্য=							**৩৮৪.১৪**			

সংযোজনী-৩ (খ)

সারণী ৮: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (খ)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
W০১	ভূমি উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মাণ সীমানা প্রাচীর ও মূল ফটক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক	কার্য	২৪টি	OTM (NCT)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৪২৪.৯৩	প্রযোজ্য নয়	০৭ জানুয়ারি, ২০২১	০৭এপ্রিল, ২০২১	০৭এপ্রিল.২০২৩

	পূর্ত কাজ										
W০২	মাটি পরীক্ষা, ডিজিটাল সার্ভে PIT	কার্য	১টি	RFQM/LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী PWD	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫ ডিসেম্বর, ২০২০	১৫ জানুয়ারি, ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
W০৩	পরীক্ষা সরঞ্জাম	কার্য	১টি	DPM (NCT)	নির্বাহী প্রকৌশলী PWD	জিওবি	০.৫০	প্রযোজ্য নয়	০১জুলাই, ২০২১	০১আগস্ট ,২০২১	০১ আগস্ট, ২০২২
W০৪	বনায়ন	কার্য	১টি	OTM (NCT)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী PWD	জিওবি	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১ নভেম্বর, ২০২২	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	২১ মে, ২০২৩
মোট মূল্য=							**৩৪৬৫.৪৩**				

সংযোজনী-৩ (গ)

সারণী ৯: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (গ)

প্যাকেজ নং	**ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা**	**একক**	**পরিমাণ**	**ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন**	**ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ**	**অর্থের উৎস**	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)**	**সম্ভাব্য তারিখ**			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	**দরপত্র আহ্বান**	**চুক্তি স্বাক্ষর**	**চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
GD১	আউটসোর্সিং	জন/মাস	৭৮	OTM	সচিব, মুবিম	জিওবি	৩৩.০০		জুন,২০১৯	নভেম্বর, ২০২০	জুন,২০২৩
GD২	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	সংখ্যা/মাস	১৫	OTM	সচিব, মুবিম	জিওবি	১৪.৫০	সম্পন্ন	ফেব্রুয়ারী, ২০১৮	ফেব্রুয়ারী, ২০১৮	জুন,২০২৯
		সংখ্যা/মাস	৩৩	OTM	সচিব, মুবিম	জিওবি	৩৩.৫০		জানুয়ারী, ২০২২	ফেব্রুয়ারী, ২০২২	জুন,২০২৩
মোট মূল্য=							**৮১.০০**				

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.১১ লগ ফ্রেম

সারণী ১০: লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)*	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুদান (IA)****
লক্ষ্য (Goal) বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারত সরকার এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অবদানকে চির অম্লান এবং চির স্মরণীয় করে তোলাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য	প্রকল্পের প্রকৃত ও সঠিক বাস্তবায়ন	(ক) পরিদর্শন ও প্রতিবেদন, সাধারণ মানুষের মতামত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেকর্ড (খ) মূল্যায়ন জরিপ	
উদ্দেশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব ভারতীয় সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	সাধারণ মানুষের পরিদর্শন	সুষ্ঠু ও ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	(ক) সরকারের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকেবে। (খ) প্রয়োজনীয় তহবিল পর্যাপ্ত পরিমাণ হতে হবে।

<table>
<tr>
<td>আউটপুট (OUTPUT)
মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং মিত্র বাহিনীর শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের বীরত্ব সমূহ তুলে ধরা।</td>
<td colspan="2">প্রকল্পের আওতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘর নির্মাণসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, ফুডকোর্ট, শৌচাগার ও কারপার্ক নির্মাণ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকা বনায়নসহ সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।</td>
<td>১. (PIC) এর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট
২. মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন
৩. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন।
৪. (IMED) এর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট</td>
<td>প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রকল্প সম্পন্নকরণ</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">ইনপুট (INPUT)
১. জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়
২. বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ
৩. নির্মাণ সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি
৪. স্থাপত্য উপকরণ ও সেবা, জনবল ও তহবিল
৫. যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদার
৬. দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি</td>
<td colspan="2">প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ্য টাকায়)</td>
<td rowspan="6">১. বিস্তারিত প্রাক্কলন
২. তহবিল বিতরণের রেকর্ড
৩. নির্মাণ বিল, গৃহীত দরপত্র, পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন
৪. মাসিক ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন</td>
<td rowspan="6">১. সময়মত অর্থ বরাদ্দ,
২. প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং জনশক্তি প্রাক্কলিত মূল্যে এর মাঝে সহজলভ্য হতে হবে।
৩. সময়মত ক্রয় পরিকল্পনা সম্পাদন
৪. যথাসময়ে পর্যাপ্ত জনবল নিযুক্তকরণ এবং
৫. অনুকূল পরিবেশ।</td>
</tr>
<tr><td>১. নির্মাণ</td><td>৩৮৩৯.৫৭</td></tr>
<tr><td>২. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম</td><td>৪০.১৯</td></tr>
<tr><td>৩.আসবাবপত্র</td><td>৫৬.২৩</td></tr>
<tr><td>৪. অন্যান্য</td><td>৭৪৪.২৪</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৬৮০.২৩</td></tr>
</table>

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ও Exit Plan:

ডিপিপি বা আরডিপিপি'তে নির্দিষ্ট কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা ও Exit Plan নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য/কার্যপরিধি (ToR)

- ✓ প্রকল্প এলাকার ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা;
- ✓ প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন ও অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য পর্যালোচনা);
- ✓ প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন ইত্যাদি প্রতিপালন এবং গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ✓ প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান (প্রকল্পের ধরন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অনুযায়ী ToR এর এই অংশটি Sub Item এ বিস্তৃত করা);
- ✓ প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
- ✓ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ;
- ✓ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD), KII (Key Informant Interview), স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- ✓ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;
- ✓ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
- ✓ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার (৪০ প্রস্থ) পাশাপাশি ইংরেজীতে (২০ প্রস্থ) চূড়ান্ত নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল। এবং
- ✓ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন।

২.২ নমুনা এলাকা নির্বাচন (Sample Area Selection)

এই নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রকল্প কার্যক্রমের স্থান নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে এনে নুমনায়নের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

সারণী ১১: নমুনা এলাকা নির্বাচন (Sample Area Selection)

ক্রম নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ

২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

২.৩.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রথমেই অংশী-জন ও প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি পর্যায়ের দলিলাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিটি উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য যথাযথ নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দেশক নির্ধারণ করার পর খানা জরিপের জন্য প্রশ্নমালা, দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কর্মশালা, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে ও এরপর তথ্য নিখুঁতকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ১- কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি

২.৩.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব ভারতীয় সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য । প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা (স্ট্যাডি) গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের লক্ষ্যে গুণগত (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) উভয় ধরনের তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ হয়েছে। সেই অনুযায়ী সমীক্ষার জন্য গুণগত (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative) উভয় তথ্য/উপাত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য Probability Sampling Technique অনুসরণ করা হয়েছে। অপরপক্ষে গুনগত (Qualitative) তথ্য সংগ্রহের জন্য Non-Probability Sampling Technique অনুসরণ করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিমাণগত নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত নমুনা এলাকায় (Selected Sampled Area) উত্তরদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারকে চিহ্নিত করে Observation Checklist ও Guideline ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার পাশাপাশি বাস্তবায়নের সময় যে কোন সমস্যা আছে/সমস্যা ঘটেছে তা সনাক্ত করার জন্য FGD (দলীয় আলোচনা), (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার) KII পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৩.৩ স্ট্যাডি ডিজাইন

এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ সমীক্ষাটিতে Cross-sectional method ব্যবহৃত হয়েছে। Cross-sectional method এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তি, বিভিন্ন শিক্ষামূলক স্তর, বিভিন্ন ধর্ম এবং অন্যান্য নির্ধারক সমূহের একটি বিস্তৃত নমুনা। এসকল নির্ধারকের দ্বারা যে কেউ একটি পরিবারের কাঠামো এবং পরিবারের সদস্যদের পেশাগত অবস্থান সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়েছে।

২.৩.৪ পরিমাণগত নমুনার আকার (Quantitative Sample Size)

পরিমাণগত জরিপের জন্য, নিরীক্ষাটি প্রয়োজনীয় নমুনার আকার গণনার জন্য বহুল ব্যবহৃত পরিসংখ্যান সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নমুনা আকার নির্ধারণের জন্য আত্মবিশ্বাসের স্তর এবং যথার্থ হারের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। Population Size ছাড়াও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাগুলি হল সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় স্তর (আত্মবিশ্বাসের স্তর), প্রয়োজনীয় ডিগ্রির যথার্থতা যাচাই এবং জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার সূত্র অনুসরণ করে পরিমাণগত নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নমুনা আকারের কাজ করা হয়েছে। (বিল গডন, ২০০৪) । সূত্র অনুসারে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = z^2 p\,(1-p)/e^2$$

উপরোক্ত মানসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হল:

(১.৭০)২× ০.৫ (১-০.৫)
(০.০৫)২

সুতরাং n= ২৮৭.৪৪

যেখানে,
n=size of sample
Z-score- Confidence level 91.00% = 1.70
P= Proportion to be estimated = 0.50
e= Margin of error = 0.05

উপরের সূত্রটি ব্যবহার করে নমুনার আকার হয় ২৮৭.৪৪, এখন সংখ্যাকে সমান ভাবে ভাগ করার জন্য ৩০০ নমুনা পরিবারসমূহ প্রকল্প এলাকা থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবার/খানা থেকে ১-প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতার (নমুনাভুক্ত পরিবারের প্রধান) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ৩০০ পরিবারকে সাধারণভাবে দৈবচয়ন নমুনা কৌশল ব্যবহার করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

২.৩.৫ নমুনা কৌশল (Sampling Technique)

প্রস্তাবিত স্যাম্পলিং কৌশলটি হল "Multi-Stage Random Sampling" কৌশল। যেখানে নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়া একাধিক পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়। Multi-Stage Random Sampling এ প্রাথমিক নমুনা ইউনিট (PSU) সাধারণত একটি কমপ্যাক্ট ভৌগলিক অঞ্চল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইউনিট (SSU) স্থানীয় একক হতে পারে। তারপরে চূড়ান্ত স্যাম্পলিং ইউনিট (USU) ধরা হয়েছে।

পূর্বোক্ত সূত্রটি ব্যবহার করে সমীক্ষাটির উত্তরদাতা হিসাবে ৩০০ প্রকল্প উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

সারণী ১২: নমুনা কৌশল (Sampling Technique)

ধাপ ১	:	এই নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্প এলাকা হচ্ছে Primary Sampling Unit (PSU)
ধাপ ২	:	তারপরে নমুনা পরিবারগুলি Secondary Sampling Unit (SSU) হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
ধাপ ৩	:	অবশেষে সুবিধাভোগী পরিবারের প্রধান এই নিবিড় পরিবীক্ষণের আল্টিমেট স্যাম্পলিং ইউনিট (USU) হিসেবে ধরা হয়েছে এবং Quantitative survey পরিচালনা করে সুবিধাভোগীদের তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ/ করা হয়েছে ।

২.৩.৬ নমুনা নকশা (Sample Design)

নমুনা নকশা হল একটি কাঠামো, যা জরিপের নমুনা নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং জরিপের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিককেও প্রভাবিত করে। এখানে একটি সারণী/চিত্রের মাধ্যমে নমুনা এলাকা ও নমুনাকৃত জনসংখ্যার বিস্তারিত ধারনা কে স্পষ্ট করা হলঃ

সারণী ১৩: নমুনা নকশা (Sample Design)

ক্রম নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	নমুনাভূক্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা
১	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	৩০০

২.৩.৭ নমুনা বিভাজন

সারণী ১৪: নমুনা বিভাজন

ক্রম নং	উত্তরদাতার ধরণ	নমুনা সংখ্যা
১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা / তাদের পরিবারের সদস্য	৬০
২.	শিক্ষক	৪০
৩.	কমিউনিটি নেতা	৪০
৪.	যুবক (যাদের বয়স ১৮-৩০ বছর)	৪০
৫.	ছাত্র (যাদের বয়স ১৮-২০ বছর)	৪০
৬.	ব্যবসায়ী	৪০
৭.	কৃষক	৪০
মোট		**৩০০**

২.৩.৮ উত্তরদাতাদের ধরন

পরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের সুবিধা অনুসারে পরিকল্পিত উত্তরদাতা নিম্নরূপ:

- ✓ প্রকল্পের সুবিধাভোগী (প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী এবং প্রকল্পের কার্যক্রমে উপকার পেতে পারেন এমন জনগণ)
- ✓ প্রকল্প পরিচালক (PD)
- ✓ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
- ✓ পি ডব্লিউ ডি প্রতিনিধি
- ✓ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা
- ✓ উপজেলা প্রশাসন
- ✓ নমুনা এলাকার মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
- ✓ ইমাম/পুরোহিত
- ✓ স্থানীয় ব্যবসায়ী
- ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধা
- ✓ স্কুল/কলেজ শিক্ষক
- ✓ কৃষক
- ✓ ছাত্র (যাদের বয়স ১৮-২০ বছর)
- ✓ যুবক (যাদের বয়স ১৮-৩০ বছর)
- ✓ সমাজকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মী
- ✓ অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা

২.৪ নির্দেশক তালিকা এবং এর যথার্থতা

পারফরম্যান্স নির্দেশকগুলি হল প্রকল্পের প্রভাব, ফলাফল, উৎপাদন এবং উপকরণগুলির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ। যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নিরীক্ষণ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি প্রকল্পের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। নির্দেশকগুলি এমনভাবে তথ্য সংগঠিত করে যা কোন প্রকল্পের প্রভাব, ফলাফল, উৎপাদন এবং উপকরণ গুলির মধ্যে সম্পর্ককে স্পষ্ট করে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনকে কার্যকর করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন বিষয়কে সনাক্ত করতে সহায়তা করে। ইএসিআর সার্ভিসেস নির্দেশকগুলোর একটি সমন্বিত সেট তৈরি করেছে, যা নীচের পাঁচটি স্তরের পরিমাপকে সম্বোধন করা হয়েছে । পরিমাপের এই বিভিন্ন স্তর সর্বাধিক অর্থবহ হয়, স্তরগুলি নিম্নরূপ:

বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টটি বাস্তবায়নের জন্য ইএসিআর সার্ভিসেস প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কর্মকাণ্ডের আওতাধীন কার্যক্রম নিরীক্ষণের জন্য কয়েকটি নির্দেশক নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরূপ;

সারণী ১৫: নির্দেশক তালিকা এবং এর যথার্থতা

ক্রমিক নং	বিভাগ	নির্দেশক	যথার্থতা
১.	জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	বয়স, লিঙ্গ, পরিবারের আকার ইত্যাদি	উত্তরদাতাদের চিহ্নিত করার জন্য পরিমাণগত ‘ জরিপের উপযুক্ততা। এই জরিপে উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং আর্থসামাজিক চিত্রকে - গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভৌত এবং আর্থিক সুবিধাগুলি বোঝার জন্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিষয়াদি, আয়ব্যয়-, উত্তরদাতাদের জমির মালিকানা, ল্যাট্রিন, পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ জলের সরবরাহ বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, বনায়ন, প্রকল্প নকশা বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা যাচাই বাচাই করে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে।
২.	আর্থ-সামাজিক চিত্র (profile)	খানা/পরিবারগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র, শিক্ষা, বিদ্যমান উৎপাদনশীল সম্পদ	
৩.	জীবনধারা নির্দেশক	বাড়ির কাঠামো, ঘরের সুবিধা সূমহ, ল্যাট্রিন, পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা, খাবারের ধরণ ইত্যাদি	
৪.	আয় এবং ব্যয়	আর্থিক অবস্থা, আয়ের স্তর, আয় এবং ব্যয়ের ধরণ	
৫.	ভূমির মালিকানা	সুবিধাভোগীদের মালিকানাধীন জমির আকার	
৬.	স্যানিটেশন সিস্টেম	ল্যাট্রিন, পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা	
৭.	ভূমির মালিকানা	সুবিধাভোগীদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ	
৮.	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	স্মৃতিস্তম্ভ, যাদুঘর, আগত দর্শনার্থীদের বসার স্থান, নামাজের রুম, শপিং কিয়োস্কি ইত্যাদি ও শিশুদের খেলার রাইড ও কারপার্ক সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা ইত্যাদির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি।	
৯.	বনায়ন	প্রকল্প এলাকায় বনায়ন	
১০.	প্রকল্প নকশা বিশ্লেষণ	নির্মাণ কাজের মান, বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্পের হস্তক্ষেপের কারণে উপকারিতা যাচাই।	
১১.	Target Problems	টেকসই, নির্মাণের বর্তমান অবস্থা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, যেখানে প্রকল্পের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেখানে ঘাটতি বা ত্রুটি থাকলে তা পর্যালোচনা করা ও পরামর্শ প্রদান।	

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৫.১ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রকল্প উদ্দেশ্য অনুসরণপূর্বক উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৫.২ গুণগত তথ্য

গুণগত তথ্য হল বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত তথ্য, যা পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে গণনা করা যায় না।

২.৫.৩ পরিমাণগত তথ্য

অন্যদিকে, পরিমাণগত (Quantative) তথ্য এমন একটি বিষয় যা সংখ্যা এবং গাণিতিক গণনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ তথ্য গণনা করা যেতে পারে। গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় তথ্য একত্রে ব্যবহার করা হয় যাতে সংগৃহীত তথ্য ত্রুটি মুক্ত থাকে। সমীক্ষার জন্য আমাদের তথ্যউপাত্ত/ সংগ্রহের কৌশলটি নিম্নরূপ:

২.৫.৪ মিশ্র পদ্ধতি কৌশল (Mixed Method)

মিশ্র পদ্ধতি কৌশল হল গবেষণা/মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি যেখানে কোনও গবেষক/মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের উপাদানগুলিকে (গুণগত এবং পরিমাণগত দৃষ্টিকোণ, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অনুমান কৌশল) সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তের যথাযথ নিরূপণ ও প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় করার লক্ষ্যে একত্রিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৫.৫ পরিমাণগত তথ্য পরিবীক্ষণঃ

সারণী ১৬: পরিমাণ গত তথ্য পরিবীক্ষণঃ

গবেষণা পদ্ধতি	নির্বাচিত জনসংখ্যা/উৎস	নমুনা বিভাজন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
পদ্ধতি ১: খানা জরিপ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী/ অংশীদারদের উপর জরিপ পরিচালনা করা এবং তাদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে)	প্রকল্প থেকে সুবিধা পেতে পারেন প্রকল্প এলাকার এমন পরিবার। বীর মুক্তিযোদ্ধা, উপজেলা প্রশাসন, স্কুল/কলেজ শিক্ষক, ছাত্র, যুবক স্থানীয় ব্যবসায়ী, ইমাম/ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এমন পরিবার লোকদের মতামত নেওয়া হয়েছে।	প্রকল্প এলাকার ৩০০ পরিবার প্রধান	কাঠামোগত এবং আদর্শ প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও ব্যবহার করা হয়েছে (ভাল ভাবে প্রাক-পরীক্ষিত)

নিচের সারণীতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত জনসংখ্যা, নমুনা আকার এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো বর্ণিত হয়েছে:

২.৫.৬ গুনগত তথ্য পরিবীক্ষণঃ

সারণী ১৭: গুনগত তথ্য পরিবীক্ষণঃ

গবেষণা পদ্ধতি	নির্বাচিত জনসংখ্যা/উৎস	নমুনা বিভাজন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
পদ্ধতি: ১ নথি পর্যালোচনা	প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত নথি যেমন ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্প নিরীক্ষণ এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন (যদি থাকে) এবং প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য অনুমোদিত প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।	সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা সমস্ত প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা।	নথি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ নিরীক্ষণ তালিকা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
পদ্ধতি: ২ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে- ✓ প্রকল্প পরিচালক ✓ পি ডব্লিউ ডি প্রতিনিধি ✓ আই এম ই ডি প্রতিনিধি, ✓ উপজেলা প্রতিনিধি ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধা ✓ মেয়র/ চেয়ারম্যান/ ইমাম/ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ✓ শিক্ষক ✓ সমাজকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মী ✓ তরুণ গবেষক	জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে মোট ৯ জনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে।	উন্মুক্ত সমাপ্ত প্রশ্নাবলী ডিজাইন এবং ব্যবহার করা হয়েছে। (ভালভাবে প্রাক-পরীক্ষিত)
পদ্ধতিঃ ৩ বিশেষ দলগত আলোচনা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ও অন্যান্য অংশীজন সাথে প্রকল্প সম্পর্কিত জ্ঞান	প্রকল্প এলাকায় এবং এলাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সর্বমোট ৫টি FGD পরিচালনা করা	আদর্শ FGD গাইডলাইনটি ডিজাইন এবং ব্যবহার করা

গবেষণা পদ্ধতি	নির্বাচিত জনসংখ্যা/উৎস	নমুনা বিভাজন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
(FGD)	(সচেতনতা) এবং প্রকল্পের বাস্তব উপলব্ধি মূল্যায়ন করতে FGD করা হয়েছে। ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধা ✓ উপজেলা প্রশাসন ✓ উপজেলা স্থানীয় সরকার ✓ প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ✓ জনপ্রতিনিধি ✓ স্কুল/কলেজ শিক্ষক ✓ স্থানীয় ব্যবসায়ী ✓ ইমাম/ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ	হয়েছে । প্রতিটি FGD-তে কমপক্ষে ৪-৬ জন মহিলা অংশগ্রহণকারী সহ ৮ থেকে ১২ জন অংশগ্রহণকারী রাখা হয়েছে । মোট অংশগ্রহণ সংখ্যা ৬০ জন। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন অংশীজন থেকে বাছাই করা হয়েছে।	হয়েছে।
পদ্ধতিঃ ৪ কেস স্টাডি	প্রকল্প এলাকায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় যারা ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তাদের সাথে কেস স্টাডি করা হয়েছে।	প্রকল্প এলাকার ৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কেস স্টাডিস করা হয়েছে।	উন্মুক্ত সমাপ্ত প্রশ্নাবলী ডিজাইন এবং ব্যবহার করা হয়েছে (ভালভাবে প্রাক-পরীক্ষিত)
পদ্ধতিঃ ৫ নির্মাণ ও পূর্ত কাজের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনা	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।	নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিস্তারিত চেকলিস্ট প্রণয়ন ও ব্যবহার করা হয়েছে।
পদ্ধতিঃ ৬ ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং যাচাই করণ	প্রকল্প সম্পর্কিত কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং প্রাসঙ্গিক কর্মীরা	স্পেসিফিকেশন/ বিওকিউ/ টিওআর পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা, দরপত্র নথিতে উল্লেখ করা গুণমান এবং পরিমাণ, প্রকল্পের আওতায় পণ্য/কর্ম/পরিষেবা সংগ্রহের জন্য এবং অনুমোদিত আরডিপিপি'র আলোকে লক্ষ্যগুলি এবং প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য দরপত্র দলিলগুলি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষা করা হয়েছে। অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য HQ (প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়) বা নমুনা স্পট থেকে পরীক্ষা করা ও যাচাই করা হয়েছে।	পিপিএ-২০০৬/ পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি বিশদ চেকলিস্ট নকশা এবং ব্যবহার করা হয়েছে।
পদ্ধতিঃ ৭ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থানে স্থানীয় স্তরের স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শমূলক কর্মশালা	কর্মশালার অংশগ্রহণকারী সদস্যরা সুবিধাভোগী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রকল্পের অন্যান্য অংশীজন।	প্রকল্পের এলাকায় আশুগঞ্জ উপজেলার মিলয়ানতনে একটি অর্ধ দিনের কর্মশালা অংশগ্রহণকারীরা: ৪০ (পুরুষ এবং মহিলা উভয়)	কর্মশালা অনুষ্ঠানের সময়সূচী এবং গাইডলাইন গাইডলাইনটির নকশা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে

গবেষণা পদ্ধতি	নির্বাচিত জনসংখ্যা/উৎস	নমুনা বিভাজন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
			পরামর্শ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৫.৭ সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ

- ✓ সেকেন্ডারি নথি পর্যালোচনা, প্রকল্প মূল্যায়ন করার জন্য প্রকল্পের প্রস্তাব এবং নকশার সাথে সম্পর্কিত সেকেন্ডারি নথিসমূহের পর্যালোচনা করা। যেমন: বাস্তবায়ন, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন সেগুলো পর্যালোচনা। সেকেন্ডারি দলিলসমূহের পর্যালোচনাতে সকল সম্ভাব্য সেকেন্ডারি তথ্যের উৎসের গ্রন্থপঞ্জি তালিকা অনুসারে বিস্তৃত তথ্য অনুসন্ধান জড়িত থাকে।
- ✓ পরামর্শকরা বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা নেবেন এবং প্রকল্পের সকল আর্থিক ও বাস্তব তথ্য পর্যবেক্ষণ করেন।
- ✓ পরামর্শকরা বাস্তব ও আর্থিক সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং মাইলফলকের সাথে তুলনা করেন।
- ✓ পরামর্শকরা টেকসই পরিষেবাগুলি বিকাশে প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপের অপারেটিং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করবেন।
- ✓ পরামর্শকরা পণ্য ও পরিষেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তৈরি সেরা পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন।
- ✓ পরামর্শকরা নির্বাচনের মানদণ্ড, অনুপ্রেরণা সামাজিক, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করতে নির্মাণসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনা করেন।
- ✓ পরামর্শকরা প্রকল্পের মূল কর্মী এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন।

২.৫.৮ তথ্য প্রক্রিয়াকরণঃ

তথ্য এন্ট্রি ও ক্লিনিং করার পর কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। তারপরে STATA প্রোগ্রাম ব্যবহার করে তথ্যসমূহকে একত্রে নিরীক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনে Ms Office এর মাধ্যমে কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্যসমূহকে প্রি কোডে বা পোষ্ট-কোডে (আধা-সীমিত তথ্য গঠন/ স্ব-বিস্তারিত প্রশ্নসমূহ/সীমিত পরিসরে যৌক্তিক কাঠামো) করা হয়েছে।

২.৫.৯ তথ্য বিশ্লেষণ

উপাত্তের পরিমাণগত বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্তের পরিমাণগত মান যাচাই করা হয়েছে যেমন- frequency distribution, percentage, average, diagrams ইত্যাদি।

২.৫.১০ উপাত্তের গুণগত বিশ্লেষণঃ

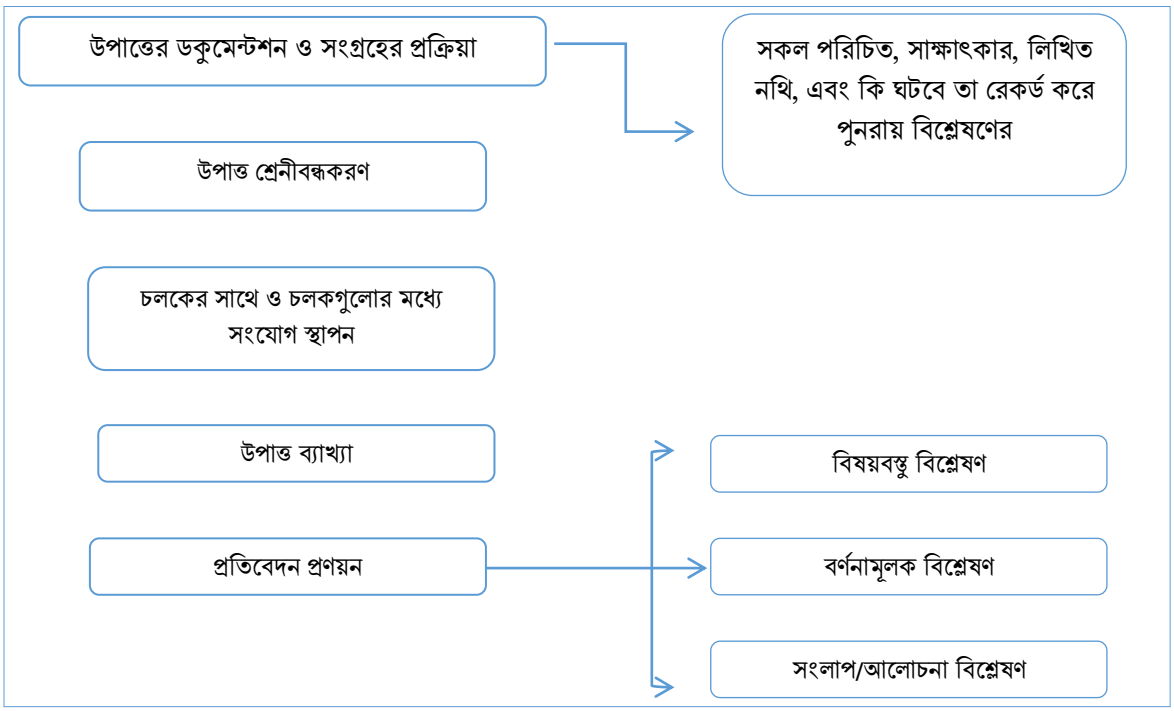

নিবিড় পরিবীক্ষণে সেকেন্ডারি ও প্রাথমিক উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (উদা: প্রকল্প সম্পর্কিত দলিলাদি)। কনসালটেন্ট টিম সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার উপর প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ও প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য OECD ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। OECD ফ্রেমওয়ার্কের প্রতিটি মানদণ্ডের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা প্রকল্পের বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । অতএব গুণগত ও পরিমাণগত উভয় তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রতিটি উপাদানের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রশ্নমালা ভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য (যেমন, সুবিধাভোগীদের উপর জরিপ) STATA ও MS Excel সফটওয়ারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । বিশেষ করে, এই নিবিড় পরিবীক্ষণে বিভিন্ন বর্ণনামূলক ও ক্রস-ট্যাবুলার বিশ্লেষণের জন্য STATA ব্যবহার করা হয়েছে। উচ্চতর বিশ্লেষণাত্মক নির্ভুলতার কারণে এই সফটওয়ার টি নির্বাচিত করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের পৃথক প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে । বিশ্লেষণাত্মক সুবিধার জন্য, প্রশ্নমালা গুলো Close-Ended ভাবে তৈরি করা হয়, যেখানে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া গুলো সংখ্যা নির্দেশক অভিব্যক্তিতে রেকর্ড করা হয়। প্রণীত ক্রস-সারণী গুলো পরে গ্রাফ তৈরির জন্য MS Excel এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

গুণগত বিভিন্ন তথ্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন দলীয় আলোচনা, KII ও স্থানীয় কর্মশালা। এছাড়া গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ চার ধাপে সংগঠিত হয়েছে।

২.৫.১১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সহকারি ও গবেষক সহযোগীর সঙ্গে নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রাথমিক বিশ্লেষণ;

বিষয়বস্তু ও নির্দিষ্ট বিভাগ অনুযায়ী তথ্যের Thematic Coding;

পদ্ধতিগত ভাবে গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য বিষয়বস্তুর দ্বারা তথ্য সঙ্কলন করা; এবং

বিষয়বস্তু ও গুণগত পর্যবেক্ষণ সঙ্কলন ও উপযুক্ত উদ্ধৃতি নির্বাচন।

২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২.৬.১ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণঃ পর্যায়ক্রমে বিশদ কার্যক্রম

প্রতিবেদনে তথ্য উপস্থাপন এবং প্রতিবেদন লেখার জন্য আদর্শ বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যাতে ফলাফলগুলি সহজেই ভবিষ্যতে একই ধরনের মূল্যায়নের জন্য বর্তমান উপাত্তের সাথে তুলনা করা যায়। "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)" প্রকল্প এর নিবিড় পরিবীক্ষণের নিবিড় পরিবীক্ষণে ToR এর উপর ভিত্তি করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক প্রতিবেদন, প্রথম খসড়া প্রতিবেদন, ২য় খসড়া প্রতিবেদন, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন, ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন আইএমইডি' র পরিপত্রের নির্দেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করেছে। পরামর্শকগন সমীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা সভা করেছেন এবং ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত আউটপুট সরবরাহ করার পাশাপাশি কাজের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

সারণী ১৮: সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

রিপোর্টের ধরন	প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু	সময়সূচী	সংখ্যা
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা/অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সহ)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে (ইনসেপশন রিপোর্ট) সমীক্ষা ডিজাইন এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো (ডিসিআই) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট জনবল বরাদ্দ এবং গৃহীত পদক্ষেপ এবং এই কার্যক্রমগুলিতে অগ্রগতির পাশাপাশি কাজের পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা, পরিবহন, অফিসে থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও উল্লেখ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করার আগে প্রযুক্তিগত কমিটি (টিসি) এবং স্টিয়ারিং কমিটি (এসসি) এর সামনে নিবিড় পরিবীক্ষণের নকশা এবং	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিন পরে	১৫ কপি

	প্রশ্নাবলী উপস্থাপন করা হয় এবং কাছ থেকে অনুমোদিত হয়।		
১ ম খসড়া রিপোর্ট	পরামর্শক টিওআর (ToR) অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে কারিগরি ও পরিচালনা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রথম খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেছে। টিম লিডার এর নেতৃত্বে সকল বিশেষজ্ঞরা (Team Member) জরিপের জন্য খসড়া প্রতিবেদন তৈরিতে জড়িত থাকেন। খসড়া প্রতিবেদনে তথ্য বিশ্লেষণ এবং ফলাফল সম্পর্কিত খসড়া তথ্য রাখা হয়েছে। এটিতে সারণী, চার্ট এবং বিশদ বিশ্লেষণমূলক কাঠামো, অনুসন্ধান এবং সুপারিশগুলিও করা হয়।	৬০ দিন	৩০ কপি
২য় খসড়া প্রতিবেদন	১ম খসড়া প্রতিবেদনে আইএমইডির কারিগরি ও পরিচালনা কমিটির মন্তব্য এবং পরামর্শের ভিত্তিতে একটি বিস্তৃত দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে অধ্যয়নের বিশদ উদ্দেশ্য, প্রয়োগ পদ্ধতি, সমস্ত সারণী, চার্ট, চিত্রসমূহ এবং সারণীগুলির বিশ্লেষণ, ফলাফল এবং সুপারিশগুলি করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে জাতীয় পর্যায়ের প্রচার কর্মশালায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।	৯০ দিন	১৩০ কপি
চূড়ান্ত রিপোর্ট	জাতীয় স্তরের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে একটি বিস্তৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে জরিপ নিবিড় পরিবীক্ষণের বিশদ উদ্দেশ্য প্রয়োগগত পদ্ধতি, সমস্ত চূড়ান্ত সারণী, চার্ট, সারণীগুলির বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ, ফলাফল, শক্তি এবং দুর্বলতা এবং প্রশংসনীয় সুপারিশ করা হয়।	১২০ দিন	বাংলায় চল্লিশ (৪০) কপি এবং ইংরেজীতে বিশ (২০) কপি

২.৬.২ কর্ম পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক রেখা চিত্র

নিরীক্ষাটি ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪ মাসে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নিরীক্ষাটি পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা ও স্টাফিং সময়সূচী প্রস্তাব করা হল।

সারণী ১৯: কর্ম পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক রেখা চিত্র

ক্রম	কার্যক্রম	ফেব্রুয়ারী/ ২০২২				মার্চ/ ২০২২				এপ্রিল/ ২০২২				মে/ ২০২২			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কার্যক্রম গ্রুপ -১: সংশ্লিষ্ট আইএমইডি কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক অভিযোজন বৈঠক																

ক্রম	কার্যক্রম	ফেব্রুয়ারী/ ২০২২				মার্চ/ ২০২২				এপ্রিল/ ২০২২				মে/ ২০২২			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২	প্রাথমিক অনুসন্ধান																
৩	নিবিড় পরিবীক্ষণের নকশা																
৪	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ঠিক করা																
৫	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ প্রাক-পরীক্ষা																
৬	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ চূড়ান্তকরণ																
৭	নমুনা পরিকল্পনাসহ জরিপ পরিকল্পনা প্রস্তুতি																
৮	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা																
৯	নিবিড় পরিবীক্ষণ ডিজাইন ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ অনুমোদন																
১০	কার্যক্রম গ্রুপ -২: নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য সংগ্রাহক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ																
১১	মাঠ জরিপ																
ক)	তথ্য সংগ্রহ তত্ত্বাবধান																
খ)	দলীয় আলোচনা পরিচালনা																
গ)	নিবিড় সাক্ষাৎকার																
ঘ)	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা সঞ্চালন																
ঙ)	সরেজমিনে পর্যালোচনা																
চ)	সংগৃহীত তথ্য নিখুঁতকরণ																
১২	কার্যকলাপ গ্রুপ -৩: আউটপুট সারণী পরিকল্পনা প্রস্তুতি																
১৩	তথ্য সম্পাদনা																
১৪	তথ্য নিখুঁতকরণ																
১৫	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ																
১৬	তথ্য বিশ্লেষণ																
১৭	প্রতিবেদন লিখন																
১৮	১ম খসড়া প্রতিবেদন জমা																
১৯	কার্যকলাপ গ্রুপ -৪: কারিগরি কমিটির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																
২০	কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত																

ক্রম	কার্যক্রম	ফেব্রুয়ারী/ ২০২২				মার্চ/ ২০২২				এপ্রিল/ ২০২২				মে/ ২০২২			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন																
২১	পরিচালনা কমিটির বৈঠকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																
২২	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন এর উপর মন্তব্য																
২৩	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতি																
২৪	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য																
২৫	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের চূড়ান্ত করণ																
২৬	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জমা																

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

৩.১.১ প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পটির এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৭.০২ লক্ষ টাকা যা আরডিপিপ'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.১১%এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.৯৭%। প্রকল্পের আওতায় ৩.৬৯ একর জমির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও শিশুদের রাইডস, শপিংমল, নামাজের রুমসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৫৮.০১ লক্ষ টাকায় ৩.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভ ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের জন্য ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে। যা প্রকল্প ব্যয়ের ৭৩%। প্রকল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে প্রশাসনিক খাতে ব্যয় ৫৯.০৯ লক্ষ টাকা, মুদ্রণ ও মনিহারি খাতে ব্যয় ১১.৫৪ লক্ষ টাকা, পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয় ৯.২৭ লক্ষ টাকা ও ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় খাতে ব্যয় ৪৫৮.০১ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাজনক। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ পযন্ত ৬ (ছয়) বৎসরের জন্য নির্ধারিত ছিল। অথচ অদ্যাবধি ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও শুধুমাত্র কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ১ বৎসরে পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

প্রকল্পটির স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণ কাজ যথাসময় শুরু করতে পারেনি। তবে ২২ মে ২০২২ তারিখে FI-Nirman (JV) সাথে চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করা হয়। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু করবে বলে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে অবহিত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

৩.১.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বাস্তবায়ন অবস্থা বিশ্লেষণ:

৩.১.২.১ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ: মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান চিরজাগরুক ও চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার প্রতিকৃতি হিসাবে কাজ করবে। আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে একটি যাদুঘর নির্মাণসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, প্রেয়ার রুম, শপিং কিয়োস্ক, ফুডকোর্ট, শৌচাগার, এপ্রোচ রোড ও কারপার্ক নির্মাণ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বনায়নসহ সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্প প্রস্তাবের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০৮.৭৯ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৯৬.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হলেও নির্মাণ কাজের দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী স্মৃতিসৌধ ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ কাজের জন্য ০৩ নভেম্বর ২০২১ সালে দরপত্র আহ্বান করা হয়। যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শেষ করে ০৮ মে ২০২২ তারিখে ৩৪২০.০৭৪ লক্ষ টাকার দরপত্র অনুমোদন করে Notification of Award প্রদান করা হয়। আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও দীর্ঘ এক বছর পর ২২ মে ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ভাবে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক আশুগঞ্জ উপজেলার চৌরাস্তার মোড়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি চার লেনে রূপান্তরের বিষয়টি ২০১৮ জুলাই মাসে অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের নির্বাচিত স্থানটিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। বিকল্প স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে অনেকটা সময় ক্ষেপণ হয়। অবশেষে ১২ আগস্ট ২০২১ সালে প্রকল্পের জমি হস্তান্তর হয়। স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় নির্মাণ কাজের দরপত্র চুড়ান্ত করণে বিলম্ব হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.১.২.২ রাইডার (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম): মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সরকার ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের সাথে শিশু-কিশোররাও আসতে উৎসাহী হয় এজন্য স্মৃতিস্তম্ভের পিছনে খেলার রাইডসহ আনুষঙ্গিক খেলার সামগ্রী উপকরণ বাবদ আরডিপিপিতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তাবের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাইডার বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা[১] হলেও নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় রাইডসসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়নি ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

৩.১.২.৩ আসবাবপত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জন্য আসবাবপত্র বাবদ ৪.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র বাবদ ৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি।

৩.১.২.৪ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়: প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক নির্বাচিত স্থানটি ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জ উপজেলার চৌরাস্তার মোড়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি চার লেনে রূপান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের নির্বাচিত/চিহ্নিত স্থানটিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জন্য বিকল্প জমি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আশুগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পার্শ্বে বাহাদুরপুর ও বাসুতারা মৌজায় ৩.৬৯৯ একর জমি নির্বাচন করেন। অবশেষে ১২ আগস্ট ২০২১ সালে ৩.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।[২]

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক):

(লক্ষ টাকায়)

সারণী ২০: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক):

ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জনু ২০২১ পর্যন্ত)		চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে সর্বশেষ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	একক	পরিমাণ	সংস্থান		ব্যয়					
			মোট	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১৯	১০	১১
ক) রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়)										
নগদ মজুরী ও বেতন										
মূল বেতন (অফিসার)	জন	১	১২.৩১	১২.৩১	০.০০	০.০০%	৪.১০	৩৩.৩০%	০.০০	০.০০%
মূল বেতন (কর্মচারী)	জন	১	৭.০৮	৭.০৮	২.২৫	৩১.৭৮%	১.১৬	১৬.৩৮%	০.০০	০.০০%
যাতায়াত ভাতা	জন	১	০.২২	০.২২	০.০০	০.০০%	০.০৭	৩১.৮১%	০.০০	০.০০%
শিক্ষা ভাতা	জন	২	০.৯৬	০.৯৬	০.৩৫	৩৬.৪৬%	০.২০	২০.৮৩%	০.০০	০.০০%
বাড়ি ভাড়া	জন	২	১০.৬৩	১০.৬৩	৩.১৫	২৯.৬৮%	২.৪৯	২৩.৪২%	০.০০	০.০০%
চিকিৎসা ভাতা	জন	২	১.৪৪	১.৪৪	০.৬০	৪১.৬৮%	০.২৮	১৯.৪৪%	০.০০	০.০০%
মোবাইল ভাতা	জন	১	০.৯০	০.৯০	০.০০	০.০০%	০.৩০	৩৩.৩৩%	০.০০	০.০০%
টিফিন ভাতা	জন	১	০.১৪	০.১৪	০.০০	০.০০%	০.০৫	৩৫.৭১%	০.০০	০.০০%
উৎসব ভাতা	জন	২	৪.০০	৪.০০	১.৩০	৩২.৫০%	০.৯০	২২.০৫%	০.০০	০.০০%
ওভার টাইম	জন	১	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০%	১.৩৩	৩৩.২৫%	০.০০	০.০০%
শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	জন	২	০.৯০	০.৯০	০.৩০	৩৩.৩৫%	০.২০	২২.২২%	০.০০	০.০০%
নববর্ষ ভাতা	জন	২	০.৩৯	০.৩৯	০.০০	০.০০%	০.১৩	৩৩.৩৩%	০.০০	০.০০%
উপমোট-নগদ মজুরী ও বেতন			৪২.৯৭	৪২.৯৭	৭.৯৫	১৮.৫০%	১১.২১	২৬.০৮%	০.০০	০.০০%
প্রশাসনিক ব্যয়										
আপ্যায়ন ব্যয়	থোক		৩.০০	৩.০০	১.৬৪	৫৬.৬৭%	০.৫০	১৬.৬৮%	০.১৫	৩০.০০%
যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	থোক		৪৮.০০	৪৮.০০	১৫.৮৫	৩৩.০২%	১৫.০০	৩১.২৫%	২০.১২	১৩৪.১৩%
সাকুল্য বেতনভুক্ত	থোক		২.০০	২.০০	১.৯৯	৯৯.৫০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%

[১] ২০২১, আরডিপিপি, "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প।
[২] প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়।

ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জনু ২০২১ পর্যন্ত)		চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে সর্বশেষ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	একক	পরিমাণ	সংস্থান		ব্যয়					
			মোট	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১৯	১০	১১
কর্মচারী (শ্রমিক মজুরী)										
পানি	থোক		০.২৫	০.২৫	০.১০	৪০.০০%	০.০৫	২০.০০%	০.০০	০.০০%
ফ্যাক্স/ টেলেক্স/ ইন্টারনেট	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.১৭	৩৪.০০%	০.০০	০.০০%
ডাকমাশুল	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.১৭	৩৪.০০%	০.০০	০.০০%
টেলিফোন/মোবাইল	থোক		১.০০	১.০০	০.১৫	১৫.০০%	০.২৬	২৬.০০%	০.০০	০.০০%
বিজ্ঞাপন	থোক		২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০%	০.৮৩	৩৩.২০%	০.০০	০.০০%
বইপত্র ও সাময়িকী	থোক		৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০%	২.৬৭	৩৩.৩৭%	০.০০	০.০০%
আউটসোর্সিং	জন	২	৩৩.০০	৩৩.০০	১০.৭৬	৩২.৬১%	১১.০০	৩৩.৩৩%	৬.২৮	৫৭.০৯%
টেস্টিং ফি	থোক		০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
অনুলিপি ব্যয়	থোক		৩.০০	৩.০০	২.০৫	৬৮.৩৫%	০.৫০	১৬.৬৬%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয়			১০২.২৫	১০২.২৫	৩২.৫৪	৩২.৪৯%	৩১.১৫	৩০.৪৬%	২৬.৫৫	৪০.৪৩%
মিত্রবাহিনীর সদস্য/শহিদ পরিবারের সদস্যদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	জন		১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট প্রশিক্ষণ			১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
ভ্রমণ ব্যয়	থোক		২.০০	২.০০	০.৪৬	২৩.০০%	১.০০	৫০%	০.১৬	১৬.০০%
উপ-মোট ভ্রমণ ও বদলি =			২.০০	২.০০	০.৪৬	২৩.০০%	১.০০	৫০%	০.১৬	১৬.০০%
কম্পিউটার মালামাল	থোক		৩.০০	৩.০০	০.৭৪	২৪.৬৭%	১.০০	৩৩.৩৩%	০.২৫	২৫.০০%
প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	থোক		৩.০০	৩.০০	২.৩৮	৭৯.৩৫%	০.৬২	২০.৬৬%	০.০০	০.০০%
স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন	থোক	০	৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন	থোক	০	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
ষ্টেশনারি ও স্ট্যাম্প	থোক		৫.৫০	৫.৫০	৫.২১	৯৪.৭২%	০.০৪	০.৭২%	০.২৫	৬২৫.০০%
অন্যান্য মনিহারি	থোক		৩.০০	৩.০০	১.৯৭	৬৫.৬৭%	১.০০	৩৩.৩৩%	০.৭৪	৭৪.০০%
উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারি			২৪.৫০	২৪.৫০	১০.৩০	৪২.০৪%	২.৬৬	১০.৮৫%	১.২৪	২৮.৩১%
সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী										
সাধারণ সরবরাহ	থোক		৮.০০	৮.০০	৬.১৫	৭৬.৮৮%	১.০০	১২.৫০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী			৮.০০	৮.০০	৬.১৫	৭৬.৮৮%	১.০০	১২.৫০%	০.০০	০.০০%
ডিজিটাল সার্ভে	থোক		১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৭.৫০	৭৫০.০০%
সম্মানী/ভাতা	থোক		৬.০০	৬.০০	১.২৯	২১.৫০%	২.০০	৩৩.৩৩%	০.৪৮	২৪.০০%
উপ-মোট পেশাগত সেবা ,সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়			১৬.০০	১৬.০০	১.২৯	৮.০৬%	২.০০	১২.৫০%	৭.৯৮	৩৯৯.০০%
মেরামত ও সংরক্ষণ										
আসবাবপত্র (মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ)	থোক		১.৫০	১.৫০	১.৪৯	৯৯.৩৫%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
কম্পিউটার (মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ)	থোক		২.০০	২.০০	২.০০	১০০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
অফিস (যন্ত্রপাতি মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ)	থোক		১.৫০	১.৫০	১.৭১	১১৪.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ			৫.০০	৫.০০	৫.২০	১০৪.০০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

ইকোনোমিক সাব কোড বিস্তারিত	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জনু ২০২১ পর্যন্ত)		চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে সর্বশেষ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
	একক	পরিমাণ	সংস্থান		ব্যয়					
			মোট	জিওবি	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১৯	১০	১১
মোট রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়)			২১৫.৭২	২১৫.৭২	৬৩.৪৩	২৯.৪০%	৪৯.৪৭	২২.৯৩%	৩৫.৯৩	৭২.৬৩%
(খ) মূলধন ব্যয়										
ভবন ও স্থাপনা										
নির্মাণ (স্মৃতিসৌধ)	সংখ্যা	১	৩৪২৪.৯৩	৩৪২৪.৯৩	০.০০	০.০০%	১৯৯৬.৫০	৫৮.২৯%	০.০০	০.০০%
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১০	১৪.৪৬	১৪.৪৬	৪.৯৫	৩৪.২৩%	৪.৫১	৩১.১৮%	০.০০	০.০০%
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক		২৩৪.১৪	২৩৪.১৪	০.০০	০.০০%	৬০.০০	২৫.৬২%	০.০০	০.০০%
রাইডস (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	থোক		১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০%	৭৫.০০	৭৫%	০.০০	০.০০%
আসবাবপত্র (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের জন্য)	সংখ্যা	৭০	৬.২৩	৬.২৩	৪.২৪	৬৮.০৫%	১.৯৯	৩১.৯৪%	০.০০	০.০০%
আসবাবপত্র (স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য)	থোক		৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
আরবরী কালচার	থোক		৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট ভবন ও স্থাপনা			৩৮৫৯.৭৬	৩৮৫৯.৭৬	৯.১৯	০.২৫%	২১৩৮.০০	৫৫.৩৯%	০.০০	০.০০%
ভূমি										
ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	একর	৩.৬৯	৫৬০.০০	৫৬০.০০	৪৫৮.০৫	৮১.৭৮%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট ভূমি			৫৬০.০০	৫৬০.০০	৪৫৮.০০	৮১.৭৮%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
মোট মূলধন ব্যয়			৪৪১৯.৭৬	৪৪১৯.৭৬	৪৬৭.২৪	১০.৫৮%	২১৩৮.০০	৪৮.৩৭%	০০.০০	০০%
মোট (রাজস্ব ব্যয়+মূলধন ব্যয়)			৪৬৩৫.৪৮	৪৬৩৫.৪৮	৫৩০.৬২	১২.২৩%	২১৮৭.৪৭	৪৭.১৮%	৩৫.৯৩	১.৬৪%
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০০.০০	০০%
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			৪৪.৭৫	৪৪.৭৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০০.০০	০০%
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			**৪৬৮০.২৩**	**৪৬৮০.২৩**	**৫৩০.৬২**	**১২.১১%**	**২১৮৭.৪৭**	**৪৬.৭৩%**	**৩৫.৯৩**	**১.৬৪%**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

৩.২.১ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা:

এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১২.১১%।

উপরের সারণী থেকে প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটির প্রধান উপাদান হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ ও ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়। এই দুইটি উপাদানের অনুকূলে প্রায় ৩৯৮৪.৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৮৫%। তন্মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৭৮% (আরডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৫৬০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীত ৪৫৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়ছে)।

স্মৃতিস্তম্ভসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ ক্ষেত্রে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নেই। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২১ সালে দরপত্র আহ্বান করে যথাযথ ক্রয় পরিকল্পনার বিধিমালা অনুসরণ করে ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকায় নির্মাণ কাজের জন্য

৮ মে ২০২২ সালে Notification of Award প্রদান করে। ক্রয় পরিকল্পনা বিধি মোতাবেক ২২ মে ২০২২ সালে FI-Nirman (JV) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

প্রকল্পের পূর্ত কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ ও সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার আলোকে কাজ করতে পারেনি। সে কারনে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও দ্রুততম সময়ের মধ্যে দরপত্রের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় নির্মাণ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

নিম্মে খাতভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরা হলো।

৩.২.২ রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়)

রাজস্ব (আবর্তক ব্যয়) বাবদ ২১৫.৭২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৮২ লক্ষ টাকা।

নগদ মজুরী ও বেতন

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে নগদ মজুরী ও বেতন খাতের ৪২.৯৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩১১১২ ইকোনোমিক কোড ৩১১১২০১ উপ-মোট ইকোনোমিক কোডের অধীনে এক (১) জন কর্মচারীর বেতন (কর্মচারী) ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্প অফিসের তথ্যমতে ৩১১১২ ইকোনোমিক কোডের অধীন কোন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়নি বলে জানা যায়। অথচ ৩১১১২ ইকোনোমিক কোডের অর্থ উত্তোলন করে ৩২১১১৩১ কোডের অধীন দুইজন আউটসোর্সিং জনবলের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এ ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্প অফিস হতে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

নগদ মজুরী ও বেতনের জন্য সংস্থানকৃত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে যদি পূর্ণ মেয়াদের প্রকল্প পরিচালক ও একজন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয় তবুও এ খাতের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না।

প্রশাসনিক ব্যয়

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ১০২.২৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৫৯.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এর মধ্যে আপ্যায়ন বাবদ ১.৭৯ লক্ষ টাকা, যানবাহন ৩৫.৯৭ লক্ষ টাকা, শ্রমিক মজুরী ১.৯৯ লক্ষ টাকা, পানি ০.১০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন ও মোবাইল ০.১৫, আউটসোর্সিং জনবল ১৭.০৪ লক্ষ ও অনুলিপিতে ২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য সংস্থানকৃত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এ খাতের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব।

প্রশিক্ষণ ব্যয়

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে প্রশিক্ষণ ব্যয় ১৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ভ্রমণ ও বদলি খাতে ব্যয় বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সংস্থানের বিপরীতে ০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ব্যয়ের জন্য সংস্থানকৃত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় বলা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদের বাকি সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়।

মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয় বাবদ ২৪.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১১.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার মধ্যে কম্পিউটার ০.৯ লক্ষ টাকা, প্রিন্টিং ২.৩৮ লক্ষ টাকা, ষ্টেশনারি ও স্ট্যাম্প ৫.৪৬ লক্ষ টাকা, অন্যান্য মনিহারী ২.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়ের জন্য সংস্থানকৃত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় বলা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এসকল কাজের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। কারণ প্রকল্পের প্রয়োজনে যেসব মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়ের যে সংস্থান ছিলো তা অর্জনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এসকল ক্রয় প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিকল্পনা মাফিক কাজ না করায় এসকল মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়ের জন্য বরাদ্দকৃত কোন অর্থ ব্যয় করতে পারেনি।

সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী বাবদ ৮.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৬.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয় বাবদ ১৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার মধ্যে ডিজিটাল সার্ভে বাবদ ৭.৫০, সম্মানি বাবদ ১.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫.২০ লক্ষ ব্যয় করা হয়েছে।

৩.২.৩ মূলধন ব্যয়

মূলধন ব্যয় বাবদ **৪৪১৯.৭৬** লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে **৪৬৭.২০** লক্ষ টাকা যা সংস্থানকৃত ব্যয়ের ১০.৫৮%। মূলধন ব্যয় বাবদ আরডিপিপি'তে ৩৮৫৯.৭৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯.১৯ লক্ষ ব্যয় হয়েছে। যার মধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক বাবদ ৪.৯৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের আসবাবপত্রের জন্য ৪.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় বাবদ ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৫৮.০১ লক্ষ টাকা ৩.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ বা ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভ ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের জন্য ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে।

নির্মাণ খাতের জন্য মূলধন ব্যয় যে পরিমাণ সংস্থান করা হয়েছিল তার ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় বলা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এসকল কাজের অর্থ ব্যয় ও ভৌত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ সংশোধিত প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য প্রায় দুই বছর সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার কথা রয়েছে ৩০ জুন ২০২৩খ্রিঃ, প্রকল্পের মেয়াদের অবশিষ্ট ১ বছর সময়ে দুই বছরের একটি ভৌত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। পর্যালোচনা অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্মাণ কাজের যথাযথ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তবে অবশিষ্ট যে সময় আছে তার মধ্যে নির্মাণ কাজ ৫০% এর বেশি সম্পন্ন করা সম্ভব। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কৃর্তপক্ষের এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভৌত কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি তরান্বিত হবে।

৩.২.৪ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও ব্যয়:

চলতি অর্থবছর ২০২১-২০২২ সাল প্রকল্পের আরডিপিপি সংস্থান ছিল ২১৮৭.৪৭ লক্ষ টাকা আর এডিপি বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৫.৯৩ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

সারণী ২১: প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও ব্যয়:

আর্থিক বছর	ডিপিপি/ আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়	ব্যয়	সমর্পণ
২০১৭-১৮	২২.৩৭	-	-	-	২২.৩৭	-
২০১৮-১৯	৩০.৫৭	-	-	-	৩০.৫৭	-
২০১৯-২০২০	৩.৫৮	১,৫৭২.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৫৮	১.১৫
২০২০-২০২১	১১৪৯.৫১	১৫৭.০০	৫০৮.০০	৫০৮.০০	৪৭৪.৫৭	৩৩.৪৩
২০২১-২০২২	২১৮৭.৪৭	১,৫০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	৩৫.৯৩	-
২০২২-২০২৩	১২৮৬.৭৩	১,৯৪২.০০	-	-	-	-
মোট	**৪৬৮০.২৩**	৫,১৭১.০০	১,৫১৩.০০	১,৫১৩.০০	৫৬৭.০২	**-**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় ও ADP/RADP Management System (www.adp.plancomm.gov.bd)

পর্যালোচনা: প্রকল্পটি বছরভিত্তিক বরাদ্দ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০২২ এপ্রিল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৭.০২ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.১১%, এডিপি বরাদ্দের ১০.৯৬% এবং আরএডিপি বরাদ্দের ৩৭.৪৮%।

৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্যাকেজ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮টি ক্রয় প্যাকেজ রয়েছে। যেখানে ১২টি পণ্য, ৪টি পূর্ত কাজ (কার্য) এবং ২টি সেবা প্যাকেজের বিস্তারিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত ৩টি পণ্য, ১টি পূর্ত কাজ (কার্য) এবং ২টি সেবা প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান, দরপত্র প্রকাশ, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন এবং কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি বিষয়াদি পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সারণী ২২-২৫ এ প্রদত্ত হলো।

সারণী ২২: ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

ক্রমিক নং	ইন্ডিকেটর ক্যাটাগরি	ইন্ডিকেটর প্রসেস	সম্পাদিত ডাটা		ফলাফল	মতামত
১.	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র প্রত্রিকার প্রকাশ	১	শতকরা কত শতাংশ দরপত্র প্রত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে	৭৫%	পিপিআর-২০০৮ বিধি অনুযায়ী ২টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু দরপত্রটি ২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
		দরপত্র CPTU/ গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট	২	শতকরা কত শতাংশ দরপত্র CPTU/ গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট	১০০%	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
২.	দরপত্র দাখিল	দরপত্র প্রস্তুতের জন্য দেওয়া সময়সীমা	৩	দরপত্র প্রত্রিকায় প্রকাশ এবং দরপত্র দাখিলের মধ্যে গড় দিনের সংখ্যা	১ মাস ৩ দিন	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
		দরপত্র সময়সীমা প্রতিপালন	৪	শতকরা কত শতাংশ দরপত্র দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত ছিল	হ্যাঁ	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
		দরদাতা অংশগ্রহণ সূচক	৫	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা এবং দাখিলকৃত দরপত্রের সংখ্যার অনুপাত	৭:৫	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
৩.	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন	৬	শতকরা কত শতাংশ দরপত্রের উন্মুক্তকরণ কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন	১০০%	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
		দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভুত সদস্য অন্তুর্ভুক্ত ছিলেন	৭	শতকরা কত শতাংশ দরপত্রের মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভুত সদস্য অন্তুর্ভুক্ত ছিল	১০০%	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।
৪.	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়নের সময়		দরপত্র খোলা এবং মূল্যায়নের মধ্যে গড় দিনের সংখ্যা	৩মাস ১৬ দিন	
		দরপত্র গ্রহণ	৯	গড় রেসপেনসিভ দরদাতার সংখ্যা	০২টি	

সারণী ২৩: পূর্ত কার্য প্যাকেজ W০১ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	পরিমাণ	দরপত্র আহ্বান		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)
			নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ		
(১)	(২)	(৪)	৫	(৯)			(১১)			
W০১	ভূমি উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মাণ সীমানা প্রাচীর ও মূল ফটক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ	০১	৭ জানুয়ারী ২০২১	০৩ নভেম্বর ২০২১	৭ এপ্রিল ২০২১	২২ মে ২০২২	৭ এপ্রিল ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	৩৪২৪.৯৩	৩৪২০.০৭

পূর্ত কার্য প্যাকেজ W০১ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় স্মৃতিস্তম্ভ ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা যথা কালের কণ্ঠ ও আজকের পত্রিকা এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা দ্য ডেইলি অবজারভার এ দরপত্র প্রকাশিত হয়। যা পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা অনসুরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও দরপত্রটি সিপিটিইউ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ ছিল ৬ই ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মোট ০৫টি দরপত্র জমা পড়ে যেখানে বিক্রিত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ০৭টি। বিধি মোতাবেক মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়, ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সভা আহ্বানের মাধ্যমে দরপত্র সমূহকে যাচাই বাচাই করে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে। এতে নন-রেসপন্সসিভ ০৩ টি এবং রেসপন্সসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ২টি। অতপর, ৮ মে ২০২২ তারিখে ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকা দরপত্র অনুমোদন করে FI-Nirman (JV) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Notification of Award প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২২ মে ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়।

সারণী ২৪: পণ্য ক্রয় প্যাকেজ G০১, G০২ ও G০৩ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাণ	দরপত্র আহ্বান		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)
			নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ		
(১)	(২)	(৪)	৫	(৯)			(১১)			
G০১	কম্পিউটার	৩	২০ জানুয়ারী ২০১৮	২২ মে ২০১৮	২০ মার্চ ২০১৮	৬ জুন ২০১৮		২০ জুন ২০১৮	২.৮	২.৮
G০২	ল্যাপটপ	৩	২০ জানুয়ারী ২০১৮	২২ মে ২০১৮	২০ মার্চ ২০১৮	৬ জুন ২০১৮		২০ জুন ২০১৮	২.৬৭	২.৬৭
G০৩	আসবাবপত্র	৫০	২০ জানুয়ারী ২০১৮	২২ মে ২০১৮	২০ মার্চ ২০১৮	৬ জুন ২০১৮		২০ জুন ২০১৮	৪.২৪	৪.২৪

পণ্য ক্রয় প্যাকেজ G০১, G০২ ও G০৩ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

বিধি মোতাবেক মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র সমূহকে যাচাই বাচাই করে G০১, G০২ ও G০৩ প্যাকেজ সমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প অফিসের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প কার্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাকী ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৫টি প্যাকেজ যথা: স্ক্যানার, ফটোকপিয়ান মেশিন, প্রিন্টার ও এয়ার কন্ডিশনার প্রয়োজন থাকলেও পণ্যগুলো ক্রয় করা হয়নি। এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের প্রয়োজনের আলোকে দরপত্র আহ্বান করে প্যাকেজগুলোর ক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

আরও ৪টি প্যাকেজ G০৯-সাব-স্টেশন ও জেনারেটর, G১০-আনুষঙ্গিক পণ্য , G১১-রাইড সরবরাহ, G১২-আসবাবপত্র (স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের কক্ষের জন্য) এগুলো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় নির্মাণ শুরু না হওয়ায় প্যাকেজগুলোর দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।

সারণী ২৫: সেবা প্যাকেজ GD১ও GD২ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	পরিমাণ	দরপত্র আহ্বান		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)
			নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ		
(১)	(২)	(৪)	৫	(৯)			(১১)			
GD১	আউটসোর্সিং (১ম মেয়াদে)	৭৮		২৬ জুন ২০১৮		১৯ আগস্ট ২০১৮	জুন,২০২৩	জুন,২০২৩	৩৩.০০	৩৩.০০
GD২	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক) (১ম মেয়াদে)	১৫		০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮		২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮	জুন,২০১৯	জুন,২০১৯	১৪.৫০	১৪.৫০
	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক) (২য় মেয়াদে)	৩৩	জানুয়ারী/ ২০২২		ফেব্রুয়ারী/ ২০২২		জুন,২০২৩	জুন,২০২৩	৩৩.৫০	৩৩.৫০

সেবা প্যাকেজ GD১ও GD২ দরপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের GD১ প্যাকেজ সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে ১ জুন ২০১৮ তারিখে দৈনিক আজকের পত্রিকা, দৈনিক সমকাল ও ডেইলি নিউ এজ ও অবজারভার পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশিত হয়। দরপত্র দুইটি দৈনিক বাংলা এবং দুইটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় আহ্বান করা হয়, যা পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা অনসুরণ করে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ ছিল ২৬ জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত। মোট ৬টি দরপত্র জমা পড়ে। ০৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে দরপত্র সমূহকে যাচাই বাচাই করে এই প্রকল্পের সেবা কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৯ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়।

প্রকল্পের GD২ প্যাকেজ সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে দরপত্র আহ্বান করে বিধি মোতাবেক দরপত্রগুলো যাচাই বাছাই করে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যানবাহন (চুক্তিভিত্তিক) প্যাকেজে ১টি গাড়ী ভাড়ায় নেওয়া হয় ।

৩.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা

সারণী ২৬: প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনা

অনুমোদনের পর্যায়ে	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ সংস্থার অর্থ	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (হ্রাস / বৃদ্ধি (%)	
				ব্যয়	মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	১৬৩০.২৫	৩০/০৯/২০১৭	-	-
১ম- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১৬৩০.২৫	২২/০১/১৯	-	১ বছর (৫০.০০%)
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৪৫২০.২৩	২৪/০২/২০২১	২৮৮৯.৯৮ (১৭৭.৩০%)	৩ বছর (১০০.০০%)
বিশেষ সংশোধন	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৪৬৮০.২৩	০২/০৭/২০২১	১৬০.০০ (৩.৫৪%)	-

তথ্যসূত্র: ২০২১, আরডিপিপি,"মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)"

- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নে দেখা যায়, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানটি সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে মালিকানাধীন। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি সরকারিভাবে চার লেনে রূপান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত/চিহ্নিত স্থানটিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল কয়েকবার আশুগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন। সর্বশেষ ১৫ জুন ২০২০ সালে প্রতিনিধি দল ঢাকা সিলেট মহাসড়কে-পাশে কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে জমির পরিমাণ, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদিসহ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক সংলগ্ন বাহাদুরপুর ও বাসুতারা মৌজায় ৩.৬৯৯ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্বাচন করে। উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য সংস্থান রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত "মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত । ডিপিপি প্রণয়নকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৪ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুসরণ করে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারন করে ১৬৩০.২৫ লক্ষ টাকা এবং স্মৃতিস্তম্ভের জন্য প্রত্যাশিত সংস্থার চাহিদা ও স্থাপত্য নকশাসহ (Architectural Drawing) আনুষঙ্গিক স্থাপনার জন্য খসড়া প্রাক্কলন (Rough Estimate) প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ২০১৮ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুসারে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে ৪৫২০.২৩ লক্ষ টাকা করা হয়।

  প্রকল্পের ১ম সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় উভয় বৃদ্ধি পায়, যা অনুমোদিত ডিপিপি তুলনায় বাস্তবায়নকাল ১০০% ও ব্যয় ১৭৭.৩০%।
- ✓ ১ম সংশোধনীতে নির্বাচিত জমি অধিগ্রহণের জন্য হালনাগাদ প্রাক্কলনের মাধ্যমে জমির মূল্য বৃদ্ধি করে ৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। তবে জমি অধিগ্রহণকালে মামলা হওয়ায় আরবিট্রেটর ও আপিল আরবিট্রেটর মূল্য বর্ধনের আদেশ প্রদান করায় জমি অধিগ্রহণের মূল্য ১০ %বৃদ্ধি পায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম যথাযথ ও সময়ানুগভাবে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রাক্কলন, আরবিট্রেটর ও আপিল আরবিট্রেটর কর্তৃক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত যোগ করে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রেখে প্রকল্পটি বিশেষ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৪৬৮০.২৩ লক্ষ টাকা। এ সংশোধন প্রস্তাব সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি শীর্ষক পরিপত্রের ১৬.৯ ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অনুমোদন যোগ্য। প্রকল্পের বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত আরডিপিপি তুলনায় ৩.৫৪% এবং মূল ডিপিপির তুলনায় ১৮৭.০৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৫ উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

সারণী ২৭: উদ্দেশ্য অর্জন

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)*	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুদান (IA)****
লক্ষ্য (Goal) বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারত সরকার এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অবদানকে চির অম্লান এবং চির স্মরণীয় করে তোলাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য	প্রকল্পের প্রকৃত ও সঠিক বাস্তবায়ন	(ক) পরিদর্শন ও প্রতিবেদন, সাধারণ মানুষের মতামত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেকর্ড (খ) মূল্যায়ন জরিপ	
প্রকল্পের অর্জন: মিত্র বাহিনীর অবদানকে চির অম্লান এবং চিরস্মরণীয় করে তোলাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য, তবে স্থাপনা			

<table>
<tr><td colspan="4">নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ায় পরে লক্ষ্য অর্জনে এ প্রকল্প কতটুকু কার্যকর তা যাচাই করা সম্ভব হবে।</td></tr>
<tr><td>উদ্দেশ্য
বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব ভারতীয় সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>সাধারণ মানুষের পরিদর্শন</td><td>সুষ্ঠু ও ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।</td><td>(ক) সরকারের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকেবে।
(খ) প্রয়োজনীয় তহবিল পর্যাপ্ত পরিমাণ হতে হবে।</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও সংস্থানকৃত ৩ জন কর্মচারীর মধ্যে ২ জন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ কাজে দরপত্র সম্পন্ন হয়েছে তবে উদ্দেশ্য অর্জন থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে কারণ যথাসময় কাজ শেষ করা সম্ভব নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে প্রকল্প স্থাপনা পরিদর্শনের মাধ্যমে।</td></tr>
<tr><td>আউটপুট (OUTPUT)
মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং মিত্র বাহিনীর শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের বীরত্ব সমূহ তুলে ধরা।</td><td>প্রকল্পের আওতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘর নির্মাণসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, ফুডকোর্ট, শৌচাগার ও কারপার্ক নির্মাণ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকা বনায়নসহ সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।</td><td>১. (PIC) এর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট
২. মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন
৩. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন।
৪. (IMED) এর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট</td><td>প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রকল্প সম্পন্নকরণ</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পের কোন দৃশ্যমান আউটপুট এখনো পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। প্রকল্পের আওতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘর নির্মাণসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, ফুডকোর্ট, শৌচাগার ও কারপার্ক ইত্যাদি নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন না হলে উদ্দেশ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটবে।</td></tr>
<tr><td>ইনপুট (INPUT)
১. জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়
২. বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ
৩. নির্মাণ সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি
৪. স্থাপত্য উপকরণ ও সেবা, জনবল ও তহবিল
৫. যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদার
৬. দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি</td><td colspan="2">প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ্য টাকায়)
১. নির্মাণ — ৩৮৩৯.৫৭
২. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম — ৪০.১৯
৩.আসবাবপত্র — ৫৬.২৩
৪. অন্যান্য — ৭৪৪.২৪
মোট — ৪৬৮০.২৩</td><td>১. বিস্তারিত প্রাক্কলন
২. তহবিল বিতরণের রেকর্ড
৩. নির্মাণ বিল, গৃহীত দরপত্র, পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন।
৪. মাসিক ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।</td><td>১. সময়মত অর্থ বরাদ্দ,
২. প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং জনশক্তি প্রাক্কলিত মূল্যে এর মাঝে সহজলভ্য হতে হবে।
৩. সময়মত ক্রয় পরিকল্পনা সম্পাদন
৪. যথাসময়ে পর্যাপ্ত জনবল নিযুক্তকরণ এবং
৫. অনুকূল পরিবেশ।</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রকল্পের অর্জন: এই প্রকল্পের ইনপুট (INPUT) সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া। এর পাশাপাশি প্রকল্প অফিসের কিছু আসবাবপত্র ক্রয় এবং প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় বাবদ ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৫৮.০১ লক্ষ টাকায় ৩.৩৬ একর জমি ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি আরডিপিপির সংস্থানকৃত সময় ও অর্থ যথাসময়ে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি, ফলে এই প্রকল্পের ইনপুট এর অবস্থা ধীরগতি সম্পন্ন, সে কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন যথাসময়ে সম্ভব নয়।</td></tr>
</table>

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় ও সরেজমিনের প্রাপ্ত তথ্য বিশেষণ

লগ ফ্রেম আলোকে প্রকল্পের অর্জনের অবস্থা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা:

এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারত সরকার এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অবদানকে চির জাগরুক, চিরঅম্লান এবং চিরস্মরণীয় করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব ভারতীয় সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবদানের স্বীকৃতি ও তাদের মর্যাদা সমুন্নত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পের যে সকল ইনপুট (INPUT) যেমন: জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ, নির্মাণ সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি, স্থাপত্য উপকরণ ও সেবা, জনবল ও তহবিল, যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদার এবং দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি এ প্রকল্পে সংস্থান করা হয়েছে। উক্ত ইনপুটগুলো প্রয়োগ করলে প্রকল্পের আউটপুট তথা একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘর নির্মাণসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার স্থান, ফুডকোর্ট,

শৌচাগার ও কারপার্ক নির্মাণ ও প্রকল্প এলাকায় বনায়নসহ সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি অর্জন করা সম্ভব হবে। তবে সারণী ২৩ এ দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অদ্যাবধি অর্জিত হয়নি কারণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, পরবর্তীতে জমি অধিগ্রহণ শেষ হবার পরেও নির্মাণ কাজ শুরু করতে না পারায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বিলম্ব হয়।

৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৬.১ প্রকল্পের সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত

সারণী ২৮: প্রকল্পের সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	পদের সংখ্যা	নিয়োগের ধরন	নিয়োগকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রকল্প পরিচালক (৫ম গ্রেড)	১	প্রেষণে	১	০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২.	হিসাবরক্ষক (১৩ম গ্রেড)	১	আউটসোর্সিং	১	০	-
৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (১৪ম গ্রেড)	১	সরাসরি	০	১	-
৪.	অফিস সহায়ক (২০ম গ্রেড)	১	আউটসোর্সিং	১	০	-
মোট		৪		৩	১	-

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের ডিপিপি, "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন) প্রকল্প"

৩.৬.২ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত

সারণী ২৯: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি	কার্যকাল	দায়িত্ব এর ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	অন্য দায়িত্ব ও ধরন
মো: মুমিনুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	শুর-২৩/১০/২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব	পরিকল্পনা শাখা (পূর্ণকালীন)
মো: হারুন-অর রশিদ	প্রকল্প পরিচালক	২৩/১০/২০১৯-২১/০১/২০২০	অতিরিক্ত দায়িত্ব	পরিকল্পনা শাখা (পূর্ণকালীন)
ডা: দুলাল কৃষ্ণ রায়	প্রকল্প পরিচালক	২১/০১/২০২০-৩১/০৩/২০২২	অতিরিক্ত দায়িত্ব	সনদ শাখা (পূর্ণকালীন)
মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	৩১/০৩/২০২২-বর্তমান	অতিরিক্ত দায়িত্ব	প্রশিক্ষণ বিভাগ (পূর্ণকালীন)

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

পর্যালোচনা:

প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সংস্থান থাকলেও অদ্যাবধি ৪ জন প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এই প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান না করা ও বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার ফলে যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রকল্প কার্যক্রমে গতিশীলতা হারিয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালকগণ যে মেয়াদের জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন উক্ত মেয়াদে নির্মাণ কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্রকল্পের ভৌত কাজে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতো।

৩.৬.৩ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত

সারণী ৩০: জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	ব্যক্তি ও পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োগের ধরন
১.	মো: হোসাইবুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	আউটসোর্সিং
২.	রাজিব কুমার মন্ডল, অফিস সহায়ক	০১	আউটসোর্সিং
মোট		০২	

পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থানকৃত জনবলের সংখ্যা তিন (৩) জন। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মাত্র ২ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। সংস্থানকৃত জনবলের একজন কর্মচারীকে এখনও নিয়োগ প্রদান করা হয়নি যার ফলে প্রকল্প কার্যক্রমে গতিশীলতা হারিয়েছে এবং যথাযথ ফলাফল অর্জিত হয়নি।

৩.৭ পিএসসি ও পিআইসি সভা সংক্রান্ত

প্রকল্পের শুরু জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল প্রায় ৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। পরিপত্র অনুসারে প্রতি তিন (৩) মাস পর পর অথবা যেকোন সময় পিএসসি ও পিআইসির সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাস্তব অবস্থা পরিদৃষ্টে পিআইসি ও পিএসসি মিটিং যথারীতি সম্পন্ন হয়নি। নিম্নোক্ত ছকে প্রকল্প শুরু হতে অদ্যাবধি তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৩১: পিএসসি ও পিআইসি সভা

ক্রমিক নং	সভার ধরণ	টার্গেট	বাস্তবায়ন	মন্তব্য
১.	পিআইসি সভা	২০	০২	প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা তৈরি হলে সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করাই পিআইসি ও পিএসসির কাজ।
২.	পিএসসি সভা	২০	০২	
মোট		৪০	০৪	

নিম্নে পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলো: -

৩.৭.১ পিআইসি সভা:

এই নিবিড় পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রকল্প অফিস থেকে জানা যায় যে, (১৫ মে ২০২২) সময়ে ১১ জুন ২০২০ তারিখে প্রকল্পের ১ম এবং ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের ২য় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সারণী ৩২: পিআইসি সভার বিবরণ

পিআইসি সভা	তারিখ	আলোচ্য বিষয়	সুপারিশ	গৃহীত সুপারিশের বাস্তবায়ন
১ম সভা	১১ জুন, ২০২০	আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর বাসুতারা মৌজার ৩.০০ একর কম-বেশি জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রেখে প্রকল্প সংশোধনকালে প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর, স্মৃতিস্তম্ভের প্রধান ফটক, ল্যান্ডস্কেপি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।	✓ প্রকল্প দলিল সংশোধন করা যেতে পারে। তবে জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতি বিবেচনা করা যেতে পারে; ✓ প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ব্যয় নিরূপণের জন্য প্রশাসকের সর্বশেষ প্রেরিত হিসাব বিবেচনা করা যেতে পারে; ✓ প্রকল্প মেয়াদ তিন বছর	✓ উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদন হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১। ✓ প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫২০.২৩ লক্ষ টাকা ও ✓ মেয়াদকাল তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়।

			বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	
২য় সভা	১৮ অক্টোবর ২০২০	স্মৃতিস্তম্ভ নির্বাচনের জন্য প্রথম যে স্থানে জমি নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারিত স্থানে জমি না পাওয়ার কারণে স্থান পরিবর্তন করতে হবে।বর্তমান জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় ও নকশাসহ প্রয়োজনীয় সংযোজন করে ডিপিপি সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।	✓ জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রকল্প বিশেষ সংশোধন করা যেতে পারে।	✓ উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের বিশেষ সংশোধন অনুমোদন হয়েছে ২ জুলাই ২০২১।

৩.৭.২ পিএসসি সভা:

এই নিবীড় পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রকল্প অফিস থেকে জানা যায় (১৫ মে ২০২২) সময়ে ২৭ মে ২০২১ তারিখে প্রকল্পের ১ম এবং ২০ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকল্পের ২য় স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সারণী ৩৩: পিএসসি সভার বিবরণ

পিএসসি সভা	তারিখ	আলোচ্য বিষয়	সুপারিশ	গৃহীত সুপারিশের বাস্তবায়ন
১ম সভা	২৭ মে ২০২১	আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর বাসুতারা মৌজার ৩.৬৯ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। বাস্তবে অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বিদ্যমান অবকাঠামো, গাছপালা ও ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণে মামলার কারণে আরবিট্রেটরের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ও আনুষঙ্গিক ব্যয় যোগ করে ৫.৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে মর্মে জেলা প্রশাসকের পত্র থেকে প্রতীয়মান হয়েছে। এ অতিরিক্ত ১.৬০ কোটি টাকার সংস্থানের জন্য প্রকল্পের বিশেষ সংশোধন প্রয়োজন মর্মে সভায় জানানো হয়।	✓ অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সংস্থানকৃত ৪.০০ কোটি টাকার পরিবর্তে এ খাতে ৫.৬০ কোটি টাকার সংস্থান রেখে প্রকল্পের বিশেষ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো। ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	✓ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে বিশেষ সংশোধন অনুমোদন হয় ২ জুলাই ২০২১। ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।
২য় সভা	২০ জুন, ২০২১	স্মৃতিসৌধকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক মানের ভ্রমণের স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হবে যাতে শিশুদের জন্য রাইডস, পার্কিং, ওয়াশব্লক, কিয়স্ক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরণের সুবিধা থাকবে। শীঘ্রই জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪.৫৮ কোটি টাকা ছাড় ও জমি বুঝে পাওয়ার পর প্রকল্পের মূল	✓ জমি দ্রুত বুঝে নিয়ে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	✓ স্মারক নং মুবিম/প্রকল্প/মু. শ. মি. স. স্মৃ. স্মৃ, মি / জমি ০১৯/ ২০২০-১৮০, ২১ জুন ২০২১ এর আলোকে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ চার কোটি আটান্ন লক্ষ পাঁচশত ছিয়ানব্বই টাকা বিশ পয়সা

		কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।		(৪,৫৮,০০,৫৯৬.২০) ছাড় করা হয়। ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.৮ পিআইসি এবং পিএসসি সভার অবস্থা পর্যালোচনা:

প্রকল্প কার্যক্রমে বিলম্বের প্রধান সমস্যা ছিল স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণ। সেই সমস্যাটির চিহ্নিত হয় ২০১৮ সালের জুলাই মাসে যখন সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি সরকারিভাবে চার লেনে রূপান্তরের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পিআইসি ও পিএসসি সভা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে বিকল্প স্থান নির্বাচন জরুরী ছিলো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল একাধিক বার জমি নির্বাচনের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করলেও কোন পিআইসি এবং পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়নি। যার ফলে জমি অধিগ্রহণের দিক-নির্দেশনা প্রস্তুত করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। সেই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১৮ সাল থেকে ১৫ জুন ২০২০ সাল এসে প্রতিনিধি দল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পাশে স্থান নির্বাচন করে। নির্বাচিত জমি অধিগ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জমির মালিকগণ বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা দাখিল করে। এক্ষেত্রেও দ্রুত সময়ে মামলা নিষ্পতি করে কিভাবে জমি অধিগ্রহণ করা যায় তার রোডম্যাপ নির্ধারনের জন্য পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়নি। দীর্ঘ ২ বছর সময়ে প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের জন্য শুধু মাত্র পরিদর্শণ কার্যক্রম না করে পরিপত্র অনুযায়ী পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। এই সভার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ পর্যায়ে যে মামলা রুজু হয়েছিল তা নিষ্পতির জন্য রোডম্যাপ নির্ধারন সম্ভবপর হতো। এছাড়াও জমি অধিগ্রহণের সম্পন্ন হওয়ার পরে নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য যে দরপত্র আহবান করা হয়েছিল তা দ্রুত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করণের জন্য সভা আয়োজন প্রয়োজন ছিল, যা এক্ষেত্রে করা হয়নি। এ সভাগুলো আয়োজনে প্রকল্প পরিচালকের উদ্যোগই মূখ্য কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়নি।

৩.৯ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন External এবং Internal অডিট হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত অডিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে বর্তমান প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী আগস্ট ২০২২ এ আমরা অভ্যন্তরীণ (Internal) অডিট করার পরিকল্পনা করেছি।

৩.১০ আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

✓ আইএমইডি'র পক্ষ থেকে এই প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেননি।

৩.১১ Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা:

ডিপিপি বা আরডিপিপিতে নির্দিষ্ট কোন Exit Plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা নেই। ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ সম্পন্ন করে As build drawing, inventory সহ কোন সংস্থার নিকট পরিচালনা ও তদারকির জন্য কোন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করবে তার কোন দিক-নির্দেশনা নেই। এজন্য ভবিষ্যতে এটা সংরক্ষণের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে BNBC কোড অনুযায়ী ভূমিকম্প, বাতাসের গতিবেগ বিবেচনা করে স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু দৃশ্যমান কোন কাজ না হওয়ায় স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত নকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

স্মৃতিস্তম্ভটি টেকসইকরণ পরিকল্পনা জন্য নিম্মোক্ত বিষয়গুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- স্মৃতিস্তম্ভটি ভবিষ্যতে কারা বা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- স্মৃতিস্তম্ভ এলাকার দোকানপাট কিভাবে গড়ে উঠবে তার নির্দিষ্ট রূপরেখা করা প্রয়োজন।
- যাদুঘরে কোন ধরনের তথ্য সংরক্ষিত হবে তার মাস্টারপ্লান করা প্রয়োজন।
- বনায়নের ক্ষেত্রে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন।

- ইহা একটি জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজটি সম্পন্ন করার পর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকেরর নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য নির্বাহ করবে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড / কাউন্সিলের সভাপতিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৩.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আশুগঞ্জ উপজেলা। আইএমইডি'র TOR অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার ১০০% এলাকা পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আওতায় নেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধিসহ মোট ৩০০ জনের পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উত্তরদাতা হিসেবে নমুনাভুক্ত করা হয়। ১১ জনকে Key Informant হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নমুনায়িত উপজেলায় মোট ৫টি এফজিটি পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমেও Qualitative তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১২.১ পরিমাণগত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ:

সারণী ৩৪: পরিমাণগত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ:

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত (%)		সাক্ষাৎকার
		স্বপক্ষে মত	বিপক্ষে মত	
১.	উপযুক্ত স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	৯৭.৮৩%	২.১৭%	উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।
২.	প্রকল্প নির্মাণে কাজের সুযোগ তৈরি	৯৬.৮২%	৩.১৯%	
৩.	জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন	৮৩.৭০%	১৬.৩০%	
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সৃষ্ট সমস্যার সম্মুখীন	২১.৪৭%	৭৮.২৬%	
৫.	স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে	১০০%		
৬.	অত্র এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০০%		
৭.	দৃষ্টি নন্দন নকশা মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগের অবদান ধরে রাখবে	৯৬.৭৪%	১.০৯%	
৮.	পর্যটকদের আকর্ষণ /আকৃষ্ট	৯৮.৯১%	১.০৯%	
৯.	পর্যটন শিল্পের বিকাশ	৯২%	৮%	
১০.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠবে	৯৯%	১%	
১১.	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	৯২%	৮%	

মাঠ পর্যায়ে খানা জরিপ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ/ জাদুঘরটি উপযুক্ত স্থানের নির্মাণ হচ্ছে বলে মনে করেন ৯৭.৮৩% উত্তরদাতা ও তাদের এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ৯২.৩১% উত্তরদাতা। কারণ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যারা শহীদ হয়েছেন তাদের বেশি সংখ্যক শহীদ হয়েছিল আশুগঞ্জ উপজেলায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকায় নানামুখী কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন ৯৬.৮২ % উত্তরদাতা। সৃষ্ট কাজের মধ্যে রয়েছে দৈনিক কর্মের সুযোগ, ব্যবসার বাণিজ্যের প্রসার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে চাকুরী সুযোগ ইত্যাদি। জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে মনে করেন ৮৩.৭০% উত্তরদাতা। দৃষ্টি নন্দন স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটির কারণে পর্যটকদের আকর্ষণ /আকৃষ্ট করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে বলে মনে করেন ৯২.০০% উত্তরদাতা। একই সাথে এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠবে ফলে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে মনে করেন ২১.৭৪% উত্তরদাতা আর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না বলে মনে করেন ৭৮.২৬% উত্তরদাতা। সমস্যার ধরন সম্পর্কে উত্তরদাতারা বলেন, বনভূমি ধ্বংস, জলাভূমি ধ্বংস, কৃষি জমি ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, পানি সরবরাহ বন্ধ, চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ইত্যাদি। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শেষ হলে স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থী আসবে বলে মনে করেন ৯৮.৯১% উত্তরদাতা। দৃষ্টি নন্দন নকশায় নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটি ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার শহীদদের ও মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ, স্মৃতি ও অবদান ধরে রাখা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে বলে মনে করেন ৯৬.৭৪% উত্তরদাতা। (পরিমাণগত তথ্য উপাত্তের বিস্তারিত-সংযুক্তি-ঙ)

৩.১২.২ গুণগত তথ্য উপাত্তর বিশ্লেষণ:

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, দলীয় আলোচনা ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে সংগৃহীত গুণগত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। এছাড়াও যাদুঘরের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে, এতে করে জনসাধারণের মধ্যে দেশ প্রেম সৃষ্টি হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ভারতীয় মিত্র বাহিনী যে আত্মত্যাগ ও অবদান রেখেছিলেন, স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে তাদের অবদান ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবে এলাকার সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। স্মৃতিস্তম্ভের যাদুঘরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী শহীদদের নামের তালিকা এবং উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্ধার নামফলক সংরক্ষণ করা দরকার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসবে ফলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন নতুন ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ, রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং এলাকার মানুষ যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই সময় পার করছেন বা পড়ালেখার সাথে জড়িত আছেন, তাদের মধ্য থেকে অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবে। বেকার যুবক ও সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমনের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করবে এবং সর্বসাধারণ মানুষ বিনোদনের সুযোগ পাবে।

প্রকল্পটি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে না। কেননা প্রকল্পটি অনেক আগেই নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি। তবে এখন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে সে অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করতে পারলেই সমস্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে এবং এ প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি সম্পর্কে তারা বলেন যে, প্রকল্পটি পাঁচ বছর আগে থেকে শুরু হবে বলে শোনা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত লোকচক্ষুর সামনে কোন ধরনের স্থাপনা, প্রদর্শনী বা ভাস্কর্য এবং জাদুঘর কিছুই নির্মাণ হয়নি। শুধুমাত্র একটা ব্যানার দেখা যায় যে ব্যানারে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে। সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করতে পারলে কাজটি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে বলে সবাই মতামত প্রদান করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, আমি চেষ্টা করবো এখন থেকে নিয়মিত কার্যক্রমগুলো যথাসময় সম্পন্ন করে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে। আমি দায়িত্ব পেয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করেছি, মাটি ভরাটের কাজ চলছে, নির্মাণ কাজ দ্রুত কিভাবে শুরু করা যায় সে বিষয়ও আলোচনা করেছি। প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ অডিট আগামী আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্ন করবো। নিয়মতি পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করা হবে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে যথাযথ মনিটরিং করার চেষ্টা করবো,ইনশাল্লাহ।

(গুণগত তথ্য উপাত্তের বিস্তারিত-সংযুক্তি- ক, খ, গ, ঘ)

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

৪.১ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন সমীক্ষার ডকুমেন্টস পর্যালোচনা, খানা জরিপ, কি (key) ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII), এফজিডি, পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পর্যায় কর্মশালা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে এ প্রকল্পের যে সকল সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণী ৩৫: প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

সবল দিকসমূহ (Strengths)	দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)
১. প্রকল্পের ডিপিপি'তে যথেষ্ট পরিমাণ জনবল সংস্থান রাখা; ২. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ; ৩. প্রকল্প কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ; ৪. স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সাথে যাদুঘর নির্মাণ পরিকল্পনা।	১. ফিজিবিলিটি স্টাডি/ বেইজলাইন সার্ভে না হওয়া; ২. প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পিত সময় অনুযায়ী না হওয়া; ৩. অদ্যবধি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্মৃতিস্তম্ভ এবং জাদুঘর নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়া; ৪. নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়া ; ৫. ডিপিপি/আরডিপিপি'তে কোন Exit plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা না থাকা; ৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব; ৭. প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ে অনিয়ম; ৮. পিআইসি ও পিএসসি মিটিং নিয়মিত না হওয়া।
সুযোগসমূহ (Opportunities)	**ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ (Threats)**
১. স্মৃতিস্তম্ভটি স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর অবদানের প্রতিকৃতি রূপে বিদ্ধমান থাকা ২. মিত্র বাহিনীর প্রতি স্থায়ী সম্মান প্রদর্শন; ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রকল্প এলাকার লোকজনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে; ৪. ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে; ৫. দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে; ৬. দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা এ স্মৃতিস্তম্ভটি পরিদর্শনের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অবদানের ইতিহাস সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।	১. কাজ বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি; ২. সমাপ্তি উত্তর প্রকল্পে নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের অর্থের অভাব (যদি হয়); ৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়ের অভাব;

৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) পর্যালোচনা:

- ✓ **প্রকল্পের সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ:** প্রকল্পের ডিপিপি'তে ৪ জন জনবল সংস্থান করা হয়েছে, যা ছোট একটি প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচ্য। কিন্তু অদ্যাবধি প্রকল্পের ৪ জন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বে) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যথাসময়ে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
- ✓ **প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ:** ডিপিপি'তে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির স্থান নির্বাচন ও জমি সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পটি আরডিপিপি'র পরিকল্পনা

মাফিক নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেনি। ফলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকলেও তা সদ্ব্যবহার করা যায়নি।

- ✓ **প্রকল্প কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ:** প্রকল্পের প্রায় সকল কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা হয়েছে, ফলে প্রকল্প গ্রহণের রোডম্যাপ স্পষ্ট। প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য না থাকলেও আরডিপিপি'তে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য আছে। প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা তদারকি করা সম্ভাব হয়নি। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ সবলদিকটির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
- ✓ **যাদুঘর পরিকল্পনা:** প্রকল্পটিতে দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সাথে একটি যাদুঘর ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে যা দর্শনার্থীদের পরিদর্শনে আকৃষ্ট করবে। এ স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটি দৈনিক ২০,০০০-২৫,০০০ জন (প্রকল্পের মোট জায়গা ক্যালকুলেশন অনুমেয়) দর্শনার্থী পরির্দশন করতে পারবে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি দর্শনার্থীদের মনের মনিকোঠায় জাগরুক থাকবে। প্রকল্পের কাজ যথাসময় বাস্তবায়ন করতে না পারায় এই এ সবলদিকটির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়নি।

৪.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) পর্যালোচনা

- ✓ **ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়া:** প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিক সময়মত বাস্তবায়ন, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা প্রয়োজন ছিল। এ প্রকল্পে কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বের অন্যতম কারণ হলো স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া। ফিজিবিলিটি স্টাডি করে সঠিক স্থান নির্বাচন, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, চূড়ান্ত প্ল্যান, ড্রইং ডিজাইন ও প্রাক্কলন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেতে পারতো। ফলে প্রকল্পটি মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো।
- ✓ প্রকল্পে বেইজলাইন সার্ভে ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হয়নি। ফলে পূর্বাবস্থা ও পরের অবস্থায় প্রভাব নিরুপন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
- ✓ **প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পিত সময় অনুযায়ী না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় ১২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয় বাবদ ৪০৮.৮৮ লক্ষ টাকা, ৪টি প্যাকেজে পূর্ত কার্য ক্রয় বাবদ ৩৪৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা এবং ২টি প্যাকেজে সেবা ক্রয় বাবদ মোট ৮১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৫৬৭.০২ লক্ষ টাকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট ক্রয়ের জন্য সংস্থানকৃত অর্থের ১২.১১%। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ভৌত কাঠামোর কাজ দৃশ্যমান হয়নি। আরডিপিপি ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্তকাজসহ সকল প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়া ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ ছিল।
- ✓ **লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্মৃতিস্তম্ভ এবং জাদুঘর এখনও নির্মাণ না হওয়া:** আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ হলো একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা। প্রকল্প আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০৮.৭৯ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৯৬.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্তকাজের দরপত্র প্রক্রিয়া লক্ষ্যমাত্রা

অনুযায়ী নির্মাণ শুরু হত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হত। তবে জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি।

- ✓ **নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়া:** নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যা স্পষ্ট। নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক তার প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যার ফলে প্রকল্প পরিচালকগণ কাজে যথাযথ মনোনিবেশ করতে পারেননি। আউটসোর্সিং এ ২ জন জনবল ব্যতীত সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সংস্থানকৃত জনবল ও নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক যথাযথভাবে নিয়োগ প্রদান করলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেত।
- ✓ **Exit plan ও টেকসইকরণ পরিকল্পনা না থাকা:** ডিপিপি/আরডিপিপি'তে কোন Exit plan নেই। ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ সম্পন্ন করে, As build drawing,inventory সহ কোন সংস্থার নিকট পরিচালনা ও তদারকির জন্য কোন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করবে তার কোন দিক-নির্দেশনা নেই। এজন্য ভবিষ্যতে এটা সংরক্ষণের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। স্মৃতিস্তম্ভ এলাকার দোকানপাট কিভাবে গড়ে উঠবে তার নির্দিষ্ট রূপরেখা, যাদুঘরে কোন ধরনের তথ্য সংরক্ষিত হবে, বনায়নের ক্ষেত্রে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা এবং ভবিষ্যতে কারা বা কিভাবে স্মৃতিসৌধটি রক্ষণাবেক্ষণ করবে তার তার কোন দিক-নির্দেশনা নেই।

  প্রকল্পটি জাতীয় প্রকল্প বিবেচনায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজটি সম্পন্ন করার পর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য নির্বাহ করবে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড / কাউন্সিলের সভাপতিদের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- ✓ **প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ে অনিয়ম:** প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, ইতোমধ্যে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় হয়েছে এবং সংস্থানের অতিরিক্ত ব্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ পর্যন্ত Internal ও External কোন অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি।
- ✓ **পিআইসি ও পিএসসি মিটিং নিয়মিত না হওয়া:** পরিপত্র অনুযায়ী ৫ বছরে ন্যূনতম ২০টি পিআইসি ও ২০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে মাত্র ২ টি করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা তৈরি হলে সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করাই পিআইসি ও পিএসসির কাজ। এই প্রকল্পে ডিপিপিতে নির্বাচিত স্থান স্থানান্তর, জমি অধিগ্রহণ, দরপত্র আহ্বান, নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ আরডিপিপির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়নি যার ফলে প্রকল্পটি ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার এ সমস্যাসমূহ দূরীকরণে পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়নি। সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলে সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যেত এবং কাজ ত্বরান্বিত হতো।

উপরোক্ত দূর্বলদিকসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়ে যে, প্রকল্পের দূর্বলদিকসমূহের মধ্যে কিছু দূর্বলদিক যেমন: ফিজিবিলিটি স্টাডি করা, পিআইসি, পিএসসি সভা, নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকসহ সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে ক্ষেত্রে বিধিমালা অনুসরণ করা, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময় দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করলে এ দূর্বলদিকগুলো সবলদিকে পরিণত করা যেতে পারতো। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ায় দূর্বলদিকগুলোকে সবলদিক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

৪.৪ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ (Opportunities) পর্যালোচনা

- ✓ **মিত্র বাহিনীর প্রতি স্থায়ী সম্মান প্রদর্শন:** মহান মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগকে চির জাগরুক ও চির অম্লান করে রাখা ও তাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সত্যিকারভাবে একটি মহতী উদ্যোগ। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি ও স্থায়ী সম্মান প্রদর্শন, দু-দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।
- ✓ ছাড়া প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় এলাকার লোকজনের কর্মসংস্থান, দৈনিক মজুরীভিত্তিক কাজ ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেনি।

৪.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ পর্যালোচনা

- ✓ **প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয়ের অভাব:** স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার আগেই যদি জেলা প্রশাসক, স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার / কাউন্সিলার এর সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলে ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি প্রশমিত হবে।
- ✓ এ প্রকল্পে অন্যতম ঝুঁকি হচ্ছে বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি। সময়মত পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলে তা অনেকাংশে কমে যাবে।
- ✓ প্রকল্প সমাপ্তির পর নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও এ প্রকল্পের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি যা স্থায়ীত্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সেকেন্ডারী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

৫.১ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটি এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.৯৭% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৭.০২ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.১১%। প্রকল্পের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ৩.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১২ আগস্ট ২০২১ সালে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভ ও আনুষাঙ্গিক নির্মাণ কাজের জন্য ২২ মে ২০২২ সালে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩৪২০.০৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পটির স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণ কাজ যথাসময় শুরু করতে পারেনি। ফলে প্রকল্প মেয়াদকালে নির্মাণ কাজসহ সামগ্রিক কাজ বাস্তবায়ন ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না। কারণ আরডিপিপি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য প্রায় দুই বছর সময় প্রয়োজন কিন্তু ৩০ জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে মাত্র এক (১) বছর, যে সময়ের মধ্যে উক্ত ভৌত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.১.১)***

৫.২ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ:

৩ বছর মেয়াদে মূল ডিপিপি'তে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৪ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৬৩০.২৫ লক্ষ টাকা যা প্রত্যাশিত সংস্থার চাহিদা ও স্থাপত্য নকশা এর আলোকে আনুষঙ্গিক স্থাপনাসমূহের জন্য খসড়া প্রাক্কলনের (Rough Estimate) উপর ভিত্তি করে ডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জমি অধিগ্রহণ জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের শিডিউল অব রেইটস অনুসরণ করায় প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৪৫২০.২৩ লক্ষ টাকা যা ১ম সংশোধনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রাক্কলনে জমির মূল্য বাবদ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। তবে ভূমি অধিগ্রহণকালে মামলার কারণে আরবিট্রেটর ও আপিল আরবিট্রেটর মূল্য বর্ধনের আদেশ প্রদান করলে ১০% করে জমির অধিগ্রহণ মূল্য বৃদ্ধি করে ১৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অতিরিক্ত যোগ হয় এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৫৬০ লক্ষ টাকাসহ প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় সর্বমোট ৪৬৮০.২৩ লক্ষ টাকা যা বিশেষ সংশোধনে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অবস্থা, প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল ও বাস্তবায়নের ধরন পর্যালোচনা করে সমীক্ষা দল মনে করে অবশিষ্ট মেয়াদে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সে কারণে প্রকল্পটি আবার সংশোধন প্রয়োজন। ***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.৪)***

৫.৩ প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ৪ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও বার বার পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের কাজে তারা মনোনিবেশ করতে পারেনি। ফলে বাস্তবায়নে ধীরগতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি জাতীয় একটি আবেগঘন ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় প্রকল্পের কাজের সুবিধার্থে একজন নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা প্রয়োজন (এক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা কম প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করা হলে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নেতৃত্বে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আইএমইডি, অর্থবিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/উপদেষ্টার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে)।[৩]

এছাড়া প্রকল্পের ২ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.৬.২ এবং ৩.৬.৩)**

[৩] পরিকল্পনা বিভাগ, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ৮ নভেম্বর,২০০৯, এর পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং স্মারক

৫.৪ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটি বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি। প্রাথমিক নির্বাচিত স্থানটি সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন ছিল। ইতোমধ্যে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি চার লেনে রূপান্তরের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। এ জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের নির্বাচিত স্থানটিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের জন্য বিকল্প জমি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আশুগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পার্শ্বে বাহাদুরপুর ও বাসুতারা মৌজায় ৩.৬৯৯ একর জমি নির্বাচন করেন। ১ম সংশোধনের আরডিপিপি'তে জমির মূল্য বাবদ ৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মামলার কারণে আরবিট্রেটর ও আপিল আরবিট্রেটর কর্তৃক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মোট ১৬০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত যোগ করে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় যা বিশেষ সংশোধনে অনুমোদিত হয়। অবশেষে ১২ আগস্ট ২০২১ সালে জমি হস্তান্তরকরণের মাধ্যমে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক জমির কাগজপত্র বুঝে নেন। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কালক্ষেপণ করে জমি অধিগ্রহণের দশ মাস পরে নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই সময়ক্ষেপণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.১.২ .৪ এবং ৩.৪)***

৫.৫ ক্রয় কার্য সম্পাদন:

এ প্রকল্পে আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। জমি অধিগ্রহণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে ১২ আগস্ট ২০২১ অথচ পূর্তকাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৩ নভেম্বর/২০২১। দরপত্র অনুমোদন করে নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয় ২২ মে ২০২২। জমি অধিগ্রহণের সাথে সাথে বা তার পূর্বে দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করলে সময়ক্ষেপণ হতো না। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ কাজে যথাযথ মনোনিবেশ করেননি।***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.৩)***

৫.৬ পিআইসি ও পিএসসি সভা পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা তৈরি হলে সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করাই পিআইসি ও পিএসসির কাজ। পরিপত্র অনুযায়ী ন্যূনতম ২০টি পিআইসি ও ২০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে মাত্র ২ টি করে। তাছাড়া প্রকল্প পর্যায়েও প্রকল্পটির কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয়নি। এই প্রকল্পে ডিপিপি'তে নির্বাচিত স্থান স্থানান্তর, জমি অধিগ্রহণ, দরপত্র আহ্বান, নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ আরডিপিপির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় তার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়নি। ***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.৮)***

৫.৭ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ও অডিট সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, ইতোমধ্যে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় হয়েছে এবং একটি খাতে ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা সমীচীন নয়। অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। অথচ এ প্রকল্পটি ৫ বছর অতিবাহিত হলেও Internal এবং External কোন অডিট করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, এখন পর্যন্ত কোন অডিট কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আর্থিক ব্যয়ে যে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে এ আর্থিক অনিয়মগুলো দূর করা প্রয়োজন। ***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং- ৩.২.২, ৩.৯)***

৫.৮ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা :

ডিপিপি বা আরডিপিপি'তে নির্দিষ্ট কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা নেই। স্মৃতিস্তম্ভটি ভবিষ্যতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজটি সম্পন্ন করার পর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য নির্বাহ করবে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড / কাউন্সিলের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।***(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.১১)***

৫.৯ প্রকল্পের Exit Plan:

ডিপিপি বা আরডিপিপি'তে নির্দিষ্ট কোন Exit Plan নেই। ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ সম্পন্ন করে, As build drawing, inventory সহ কোন সংস্থার নিকট পরিচালনা ও তদারকির জন্য কোন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করবে তার কোন দিক-নির্দেশনা নেই। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.১১)**

৬ষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার:

৬.১ চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমীক্ষা দলের সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

৬.১.১. প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং অচিরেই কাজ শুরু হবে। সে কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাসিক সভায় নিয়মিত প্রকল্পটি নিবিড় মনিটরিং করতে হবে।

৬.১.২. প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের সাথে সাথে নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, চুক্তি সম্পাদন ও কাজ শুরু করতে কেন বিলম্ব হয়েছে তার কারণ জানতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৪, ৫.৫)**

৬.১.৩. প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৪ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে তারা সবাই নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পটি জাতীয় একটি আবেগঘন ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়া অবধি একজন নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৩)**

৬.১.৪. প্রকল্প পরিচালকগণের অতিরিক্ত দায়িত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিলেও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তারা যথাসময়ে উদ্যোগ নিলে ভৌত কাজের গতি সঞ্চার করা যেত। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৩)**

৬.১.৫. পরিপত্র অনুযায়ী ৩ মাস পরপর পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে যথাযথ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি ফলে প্রকল্প কাজে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়। পরিপত্র অনুযায়ী নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা করতে হবে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৬)**

৬.১.৬. সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকল্পটির অবশিষ্ট মেয়াদকাল জুন ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সে কারণে প্রকল্পটি আবারও সংশোধন প্রয়োজন। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.২)**

৬.১.৭. প্রকল্পের ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধিমালা অনুসরণ করা ও নিয়মিত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৭)**

৬.১.৮. প্রকল্পের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল-২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৩.৩ এবং৫.৫)**

৬.২ প্রকল্পের সুফল যথাযথ ভাবে প্রাপ্তিতে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো

৬.২.১. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি'তে একটি টেকসইকরণ পরিকল্পনা ও Exit Plan থাকা আবশ্যক। প্রকল্পটি জাতীয় প্রকল্প বিবেচনায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজটি সম্পন্ন করার পর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য নির্বাহ করবে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড/কাউন্সিলের সভাপতিদের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৮ ও ৫.৯)**

৬.২.২. প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং সময় ক্ষেপণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পরিহার করার লক্ষ্যে এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অগ্রিম কার্যক্রম (unfront action) হিসাবে একটি ছোট কলেবরে প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি / বেইজলাইন সার্ভে এবং জমি অধিগ্রহণ (land acquisition), চূড়ান্ত প্ল্যান, ড্রইং ডিজাইন ও প্রাক্কলন কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো। নচেৎ সময় ও ব্যয় উভয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। **(প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং-৫.৪)**

৬.২.৩. বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় এ প্রকল্পের মেয়াদকাল তথা জুন ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে Rough estimate নয় বরং বাস্তবভিত্তিক সময় নির্ধারণ করে আরডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অবদানকে চির জাগরুক ও চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে “মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হলে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারবে, শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে এবং তাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতির বহি:প্রকাশ ঘটবে। প্রকল্প এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে ও মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক/গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে প্রকল্প মেয়াদ ৬ বছরের মধ্যে ৫ বছর অতিবাহিত হলেও ভৌত কাজ দৃশমান হয়নি। নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে মাত্র। জাতীয় একটি আবেগঘন ও জনস্পর্শকাতর প্রকল্প বিবেচনায় সমুদয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র (References):

১. ২০১৭, ডিপিপি, “মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (১ম সংশোধন)” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

২. ২০২১, আরডিপিপি, “মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (১ম সংশোধন)” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

৩. ২০১৬, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪. “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬”

৫. “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮”

সংযুক্তি (ক)

গুণগত (Qualitative) তথ্য

স্থানীয় পর্যায়ের ওয়ার্কশপ

আশুগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ০৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে স্থানীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক , প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি আলোচনা হয়।

কর্মশালার উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়:

১. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন হবে, নতুন দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি লাভ করবে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে অনেক বেকার বা সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমনের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করবে এবং সর্বসাধারণ মানুষ বিনোদনের সুযোগ পাবে।

৩. স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। এছাড়াও স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে, এতে করে জনসাধারণের মধ্যে দেশ প্রেম সৃষ্টি হবে।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য একজন নির্দিষ্ট প্রকল্প পরিচালক থাকা প্রয়োজন। নির্মাণ কাজটি দ্রুত শুরু করা দরকার।

৫. মিত্রবাহিনীর স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ জন্য প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন যেন সঠিক ড্রয়িং ডিজাইন ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা তদারকি করা প্রয়োজন।

৬. মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ ও বিজয় দিবস ইত্যাদি দিবসগুলোর আলোচনা সভা স্মৃতিস্তম্ভে আয়োজন করা।

৭. স্মৃতিস্তম্ভের যাদুঘরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী শহীদদের নামের তালিকা এবং উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্ধার নামফলক সংরক্ষণ করা দরকার।

৮. বর্তমান উপজেলায় জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ গুলোকে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করে তা যাদুঘরে সংরক্ষণ করা এবং পাঠাগার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রাখার ব্যবস্থা করা ।

১. প্রকল্পটি থেকে আরও সুবিধা বাড়ানোর জন্য করণীয়সমূহ:

- ✓ দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য সৌন্দর্য বর্ধন গাছপালা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ✓ প্রকল্পটিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপরে উঠা নামার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা এবং বৃদ্ধরাও যেন এই সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ✓ প্রকল্পটিতে একটি মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র থাকা উচিৎ।

- ✓ শিশু পার্ক ও বাচ্চাদের খেলার জায়গা রাখা।
- ✓ স্থানীয় লোকজনের কর্মসংস্থান করা।
- ✓ সর্ব শ্রেণীর লোকদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা।
- ✓ ভারত থেকে যে সকল দর্শনার্থী আসবেন তাদের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- ✓ পর্যটকদের অবস্থান করা সহ খাবারের জন্য ভালো মানের হোটেল তৈরি করা যেতে পারে।
- ✓ বিদেশী পর্যটকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণসমূহ:

- ✓ মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত বিভাগের সাথে সময়মত সমন্বয় না হওয়া।
- ✓ প্রকল্প পরিচালক বারবার পরিবর্তন হওয়া ।
- ✓ ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা।
- ✓ ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়া ।

১০. প্রকল্পের নির্ধারিত স্থানটি অনেক নিচু, নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে বারবার প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

১১. জমি বিক্রয় করে জমি মালিকগণ তাদের জমি ন্যায্য টাকা পাচ্ছে না যার পরিপ্রেক্ষিতে জমি দিতে রাজি হচ্ছে না।

১২. জনগণকে মিত্রবাহিনীর অবদানের ব্যাপারে অবগত করতে এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ জরুরী, এ দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে এ স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে জনগণ তাদেরকে অবদান চিরস্মরণী করে রাখবে।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন কেউ বিকৃত করতে না পারে সেই জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ আবশ্যক।

এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা ও বিভিন্ন বিষয় যাচাই করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নমুনায়িত উপজেলার উপকারভোগীদের নিয়ে আশুগঞ্জ উপজেলায় মোট ৫টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) পরিচালিত হয়। দলীয় আলোচনা পরিচালনা করেন মো: মনিরুল ইসলাম, সুপারভাইজার, তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম। প্রতিটি এফজিডিতে ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সাথে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হয়।

দলীয় আলোচনার (FGD) বিষয়বস্তু ও মতামত নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

১. দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অনেক দিন আগে থেকেই এলাকায় জনশ্রুতি হয়েছে যে এ ধরণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। একটি সাইনবোর্ড এর মাধ্যমে প্রকল্পের বিবরণ দেওয়া আছে কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন কারা করছে সে বিষয়ে এলাকাবাসীর জানা নেই।

২. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন হবে বলে তারা সকলে মতামত প্রদান করেন। তাদের দেওয়া তথ্য মতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দোকানপাট গড়ে উঠবে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হবে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটবে।

৩. এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস ও তাদের অবদান সর্ম্পকে জানতে বলে সকলে মতামত প্রদান করেন।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে স্মৃতিস্তম্ভটি দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পরিচিতি লাভ করবে, এলাকার বিভিন্ন বেকার মানুষ সেখানে কর্মচারী হিসেবে কর্মমুখী হবে, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে।

৫. দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মিত্র বাহিনী যে অবদান রেখেছিলেন স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে তাদের অবদান ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবে এলাকার সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

৬. এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্মাণ কাজের পাশাপাশি এলাকার মানুষের ব্যবসা বানিজ্যেরও উন্নতি ঘটবে। শ্রমিকের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে, অত্র এলাকায় ভাল মানের হোটেল তৈরি হতে পারে।

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি সম্পর্কে বলেন, প্রকল্পটি পাঁচ বছর আগে থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন হবে বলে শোনা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত লোকচক্ষুর সামনে কোন ধরনের স্থাপনা, প্রদর্শনী বা ভাস্কর্য এবং জাদুঘর কিছুই নির্মাণ হয়নি। শুধু একটা ব্যানার দেখা যায় যে ব্যানারে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে। সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করতে পারলে কাজটি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে বলে মনে করেন।

৮. এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আদলে মিত্র বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র, সরঞ্জামাদি, পোশাক ইত্যাদি যাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সবাই মতামত প্রদান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে প্রধান তথ্যদাতা নির্বাচন করে নির্দিষ্ট চেকলিস্ট দ্বারা তাদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা, গণমাধ্যমকর্মী, তরুণ লেখক/ গবেষত, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মোট ১১ জনকে নির্বাচন করে প্রধান তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

১. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আশুগঞ্জ উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের এই এলাকাটিতে মিত্রবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যরা নিহত হয়েছিল। তাদের অবদানকে চিরস্মরণী করে রাখার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য স্থানটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২. এলাকার মানুষ তথা বাংলার সাধারণ মানুষ জানতে পারে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সঠিক ইতিহাস এবং পরবর্তী প্রজন্ম মিত্রবাহিনীর সদস্যদের অবদান চিরজাগরুক ও চির স্মরণী করে রাখাতে পারবে।

৩. এই স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ অবশ্যই সচেতন হবে। তারা সচেতন হলেই আমার বিশ্বাস মিত্রবাহিনীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানেন এবং যারা জানেন না সবাই এই স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে সচেতন হবেন। স্মৃতিস্তম্ভটি মুক্তিযোদ্ধাদের তথা মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণ, সম্মান এবং দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা বর্তমান প্রজন্মকে জাগ্রত করবে। ভারতীয় মিত্রবাহিনীদের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং মানুষের মনে প্রাণে ধারণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মিত্রবাহিনীর সদস্যদের প্রতি মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৪. এ প্রকল্প নির্মাণের ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য এ এলাকায় সফর করবেন। যার ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং মিত্রবাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগের ইতিহাস অবশ্যই জানতে পারবেন এবং দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

৫. প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান তেমন কিছুই অর্জিত হয়নি। প্রকল্প নির্মাণ কাজ শুরু হলেই উদ্দেশ্যসমূহ ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হবে।

৬. এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। এ প্রকল্প নির্মাণের ফলে এলাকাতে বিভিন্ন কর্মহীন, বেকার মানুষ আছেন তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এই জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভ ঘিরে বিভিন্ন ধরনের দোকান-পাট, হোটেল রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি গড়ে উঠবে যার ফলে ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হবে। এই কর্মযজ্ঞে সুযোগ গ্রহণ করবে অত্র এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাই বলা যেতে পারে যে মানুষের আয় রোজগারের ব্যবস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৭. এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। রাস্তাঘাট নির্মাণ হবে, নতুন নতুন ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ হবে, রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, এগুলো নির্মাণের ফলে এলাকার মানুষ নির্মাণ কাজ করার সুযোগ পাবে এবং এলাকার মানুষ যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই সময় পার করছেন বা পড়ালেখার সাথে জড়িত আছেন, তাদের মধ্য থেকে অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৮. এ প্রকল্পের exit plan আছে কি-না জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ তথ্যদাতা জানায় exit plan নেই।

৯. এ প্রকল্প টেকসই করার জন্য তথ্যদাতারা যেসকল মতামত প্রদান করেছে তা হলো: যদি বলা যায় যে প্রকল্পটি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে তবে সেটি ভুল হবে। কেননা প্রকল্পটি কিন্তু অনেক আগেই নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। যদিও এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। তবে এখন থেকে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে সে অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারলেই সমস্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে এবং এ প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে ।

১০. প্রকল্প পরিচালক বলেন, আমি চেষ্টা করবো এখন থেকে নিয়মিত কার্যক্রমগুলো যথাসময় সম্পন্ন করে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে। আমি দায়িত্ব পেয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করেছি, মাটি ভরাটের কাজ চলছে, নির্মাণ কাজ দ্রুত কিভাবে শুরু করা যায় সে বিষয়ও আলোচনা করেছি। প্রকল্পের অভ্যন্তরিণ অডিট আগামী আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে করবে। নিয়মতি পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করা হবে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে যথাযথ মনিটরিং করার চেষ্টা করবো,ইনশাল্লাহ।

কেস স্ট্যাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

কেস স্ট্যাডি: ১

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ আব্দুল করিম, বয়স ৬৭ বছর, ইউনিয়ন কমান্ডার। আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ইউনিয়ন কমান্ডার হিসেবে ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি বলেন, আমরা সর্বপ্রথম লালপুর থেকে কাঠের নৌকায় সুতুরা চাঁনপুর ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় রাজাকারেরা আমাদের দেখে ফেলে। তখন আমরা আমাদের নৌকায় ৭০ জনকে নিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা সর্বপ্রথম ভারতের হাঙ্গানিয়া ক্যাম্পে যায়, সেখান থেকে লেবু ছড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যায়। লেবু ছড়া ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিলেন এ কে এম শফিউল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা দেশে ফিরে আশুগঞ্জ থেকে সরাইল পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। আশুগঞ্জ মুক্ত হওয়ার ৭ দিন পর আমরা সবাই আত্মগোপন করি। তারপর ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সেনা সদস্যরা বর্ডার অবরোধ করে হেলিকপ্টারে নেমে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে। প্রথমে সোহাগপুরের উত্তরদিকে যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় ভারতীয় একদল সেনা সদস্যরা তাদের না জানিয়ে গোরস্থানের উত্তর দিকে চলে যায় সেখানে তারা সবাই শহীদ হয়। এই যুদ্ধে ৫০০০/ ৬০০০ ভারতীয় সেনা ছিল, যার মধ্যে ভারতীয় সেনা নিহত হয় ৩৫০ জন আর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় ২৫ জন। সরকার সময় উপযোগী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে,বহু বছর পর হলেও মিত্র বাহিনীর প্রতি আমার দেশের সরকার ও জনগণ তাদের আত্মত্যাগের কথা স্বীকার করেছে। মিত্রবাহিনীর জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হলে এলাকার বেকার ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সন্তাদির চাকরির সুযোগ পাবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হবে।

কেস স্ট্যাডি ২:

মো: মোজাম্মেল হক গোলাম, বয়স ৬৮ বছর, আশুগঞ্জ। তিনি বলেন, তাদের সাথে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা কেউ শহীদ হয়নি, শুধুমাত্র মিত্রবাহিনীর সদস্য শহীদ হয়। তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে কয়েকজন শহীদ হয়েছিল। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা আমরা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন ছিলাম, কিন্তু কেউ মারা যায়নি। তবে সম্মুখ যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন তাহের মিয়া। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। তাহের মিয়ার বাড়ির পাশে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ হচ্ছে। তিনি আমার গ্রুপে ছিলেন না। তিনি অন্য গ্রুপের ছিলেন। আশুগঞ্জে তিনটি সম্মুখ যুদ্ধ হয়।

স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। তারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে । এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য লাইব্রেরী তৈরি করা, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের বই-পুস্তক থাকবে ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ব্যবস্থা হবে।

কেস স্ট্যাডি ৩:

শাহজাহান মিয়া, বয়স ৭২ বছর, আশুগঞ্জ উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা, মুজিব বাহিনী সহকারী কমান্ডার ছিলেন। তিনি বলেন, ভাদ্র মাসে লালপুর থেকে আগরতলা যায়, আগরতলার হাফলং ট্রেনিং কেন্দ্রে আমরা ট্রেনিং নিয়েছিলাম, ট্রেনিং চলছিল প্রায় তিন মাস। ট্রেনিং শেষে আমরা আশুগঞ্জে আসি এবং সর্বপ্রথম সরাইলের মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ করি। আশুগঞ্জের তিন দিক থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ছিল প্রায় ৫০০/৫৫০ জনের মত। তবে আমাদের মধ্যে তাহের নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ভুলে আমাদের গুলিতে নিহত হয়। আর অন্য যারা শহীদ হয়েছিল তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আমার জানা নাই। যুদ্ধে আহত হয়েছিল প্রায় ২০ জনের মত। মিত্রবাহিনীর কোন সদস্যের নাম আমার মনে নেই। আমরা যুদ্ধের দিনে দেখলাম জমির উপর দিয়ে ১১ টি ট্যাংক আসছে। আমি জীবনে কোন দিনও জমির উপরে ট্যাংক দেখি নাই। আমরা প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম এরা বুঝি পাঞ্জাবি বাহিনী। কিন্তু কিছুক্ষণ পর জানলাম যে এগুলো ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ট্যাংক। তিনটি ট্যাংক যুদ্ধে নষ্ট হয় । মিত্রবাহিনী জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হলে এলাকার বেকার ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সন্তাদির চাকরির সুযোগ পাবে।

কেস স্ট্যাডি ৪:

আমি নায়েক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফুল মিয়া, বয়স ৭০ বছর, গ্রাম: খরিয়াল ,উপজেলা: আশুগঞ্জ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ৩রা মে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। আমি দুইটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় খন্ড খন্ড যুদ্ধে প্রায় ৫ থেকে ৭ জায়গায় উপস্থিত ছিলাম এবং এই তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমার দুইটি পা গুলিবিদ্ধ হয়।

আমি ভারতের মিত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলাম এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে ভারতে একমাস ১৭ দিন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। আমরা ভারতে সেই সময় ১৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা মূলত কালভার্ট ব্রিজ ধ্বংস, রেল লাইন ধ্বংস ,কিভাবে বোমা বিস্ফোরণ করতে হয় এই বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ১০/১২/১৯৭১ তারিখে রামপুরে মিত্র বাহিনীর সাথে পাকিস্তানিদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় মিত্রবাহিনী ১৪০

জনের মতো শহীদ হন। সর্বমোট ১৬৬১ জন মিত্র বাহিনীর সদস্য শাহাদত বরণ করেন। আমার জানামতে মিত্রবাহিনীর ২৫০০ উর্ধ্বে সৈনিক ছিল, বাঙালি ছিল প্রায় ১২০০। আমাদের বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সাতজন শহীদ হয় ।

আমার সাথে এই মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ করার সময় আমাদের সহযোদ্ধা ভাইয়েরা শহীদ হওয়ার পূর্বে বলেন এদেশ স্বাধীন না করে তোরা ঘরে ফিরবি না। আমার শহীদ হওয়ার পর আমার পরিবার পরিজনকে সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব নিবি যদি তোরা বেঁচে থাকিস। তোদের জিম্মা হিসেবে রেখে গেলাম এ ধরনের কথা অনেকেই বলে গিয়েছিলেন।

তুমুল যুদ্ধের সময় যখন আমার দুইটি পা গুলিবিদ্ধ হয় তখন সেখান থেকে পার্শ্বে একটা জঙ্গলে আমি পালিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করি। এরপরে আমি ওই স্পট থেকে লেবুচরা বর্ডার হয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে একটা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করি। বাংলাদেশের যুদ্ধের স্পট থেকে আমাকে চিকিৎসার জন্য গাড়িতে করে ভারতের আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয়, ১৭ দিন সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলাম। এরপরে আমরা বাংলাদেশ আখাউড়া এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

আর্থসামাজিক বিষয়ের তথ্যাবলী-

উত্তর দাতার লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা ও শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

নমুনায়িত ৩০০ উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষ ৯৫% এবং নারী ৫%। বিবাহিত এবং অবিবাহিত ব্যক্তি যথাক্রমে ২৫% এবং ৭৫%। শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে ১.৯৮ % তার মধ্যে পঙ্গুত্ব ১.৩২ % আর শ্রবণ প্রতিবন্ধী ০.৬৬%

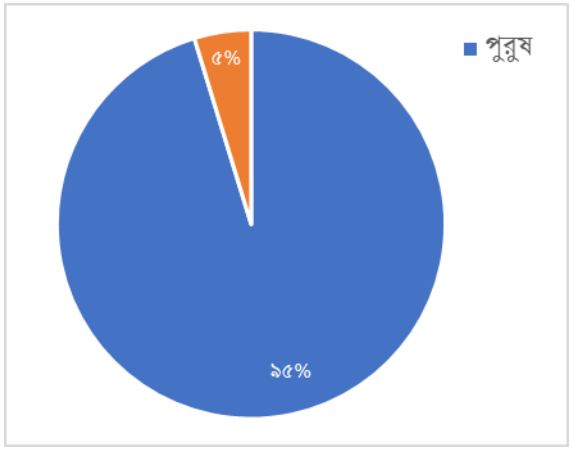

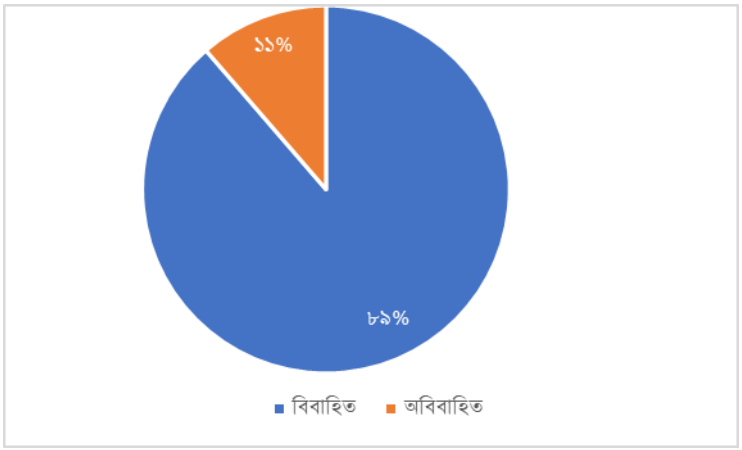

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

নমুনায়িত ৩০০ উত্তরদাতার মধ্যে ২য়, ৩য় , ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ , ৭ম , ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১ , ১২ শ্রেণি উত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা যথাক্রমে ০.৫৯%, ১.১৮%, ২.৯৬%, ৬.৫১%, ৪.১৪%, ৪.৭৩%, ১১.২৪%, ২.৯৬%, ১০.৬৫%, ৯.৪৭%, ২১.৮৯%। স্নাতক ২.৩৭%, স্নাতকোত্তর ১.৭৮%,মাদ্রাসা (নূরানী) ১.৭৮% এবং স্বাক্ষর করতে পারেন ১৬.৫৭% শতাংশ উত্তরদাতা।

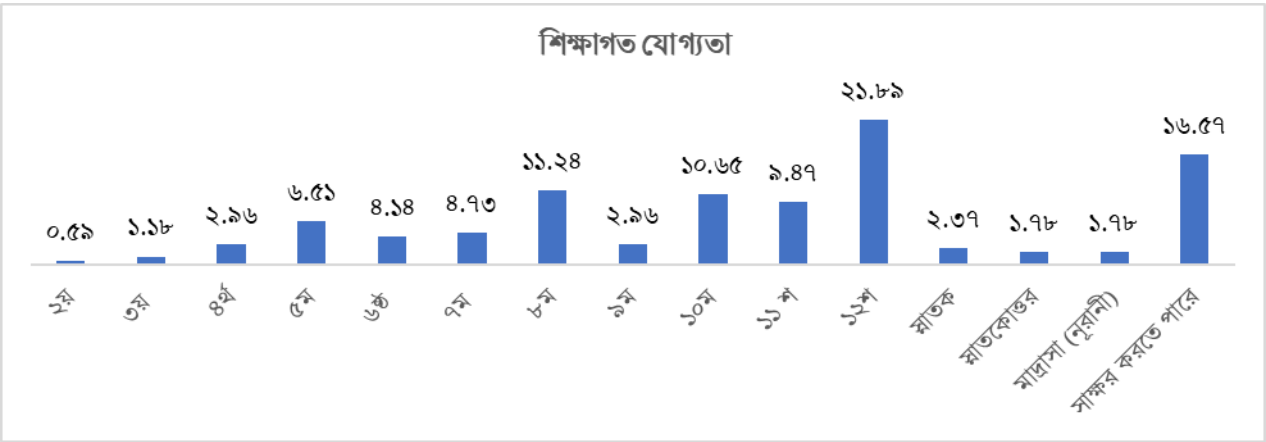

উত্তরদাতাদের পেশা:

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার
১.	অন্যান্য	১০.০৬
২.	অশিক্ষিত শ্রমিক	১.১৮
৩.	বিক্রয়কর্মী	১.৭৮
৪.	বেকার	৬.৫১
৫.	বেসরকারি সেবা	২.৯৬
৬.	বড় ব্যবসায়ী	১৪.৭৯
৭.	এসএমই ব্যবসায়ী	১০.৬৫

৮.	ভ্যান রিকশা চালক /	০.৫৯
৯.	মিল কারখানা কর্মী /	৪.১৪
১০.	শ্রমিক	০.৫৯
১১.	সরকারি সেবা	১১.২৪
১২.	হকার	১.৭৮
১৩.	কর্মচারি	৫.৯২
১৪.	ছাত্র	১৭.৭৫
১৫.	চালক	৩.৫৫
১৬.	দক্ষ শ্রম	৪.১৪
১৭.	নির্ভরশীল	২.৩৭

উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার দেওয়া তথ্য মতে একটি পরিবারের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৯ জন এবং সর্বনিম্ন ১ জন এবং পরিবাবের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.১৫ জন।

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার
১.	সর্বোচ্চ	৯
২.	সর্বনিম্ন	১
৩.	গড়	৫.১৫

উত্তরদাতার মাসিক গড় আয় ও ব্যয়

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে তাদের পরিবারের মাসিক সর্বোচ্চ আয় ৮০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন আয় ২,৫০০ টাকা এবং পরিবারের গড় মাসিক আয় ৫১,২৩৪.৩৯ টাকা। অন্যদিকে মাসিক সর্বোচ্চ ব্যয় ৫৫,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় ১,০০০ টাকা এবং গড় মাসিক ব্যয় ১৯,৩২৫ টাকা।

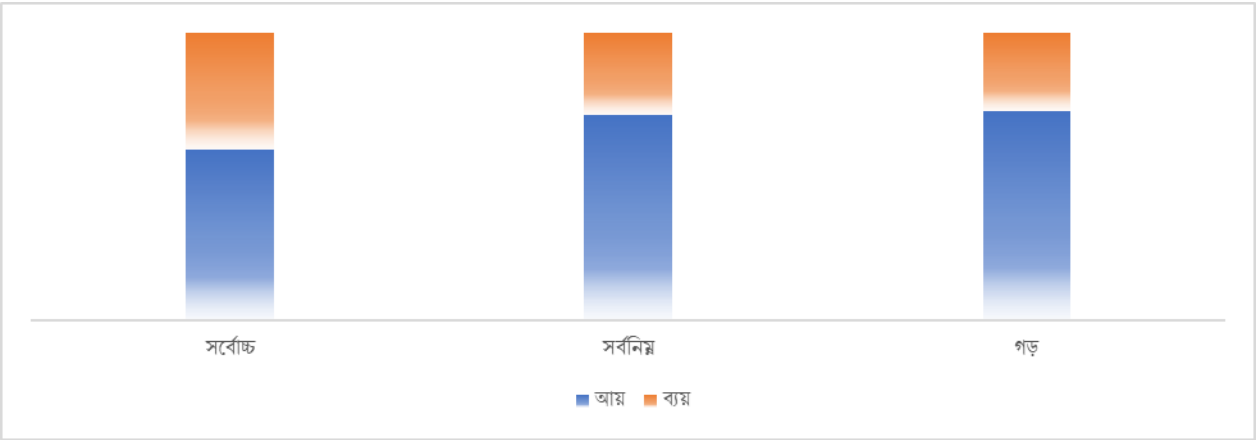

উত্তরদাতার আবাসন ধরন

নমুনায়িত ৩০০ উত্তরদাতার মধ্যে কাঁচা বাড়ি আছে ৮.৫৮% উত্তরদাতার, পাকা বাড়ি রয়েছে ৪৫.১০% উত্তরদাতার এবং সেমি পাকা বাড়ি রয়েছে ৫০.৩৩% উত্তরদাতার।

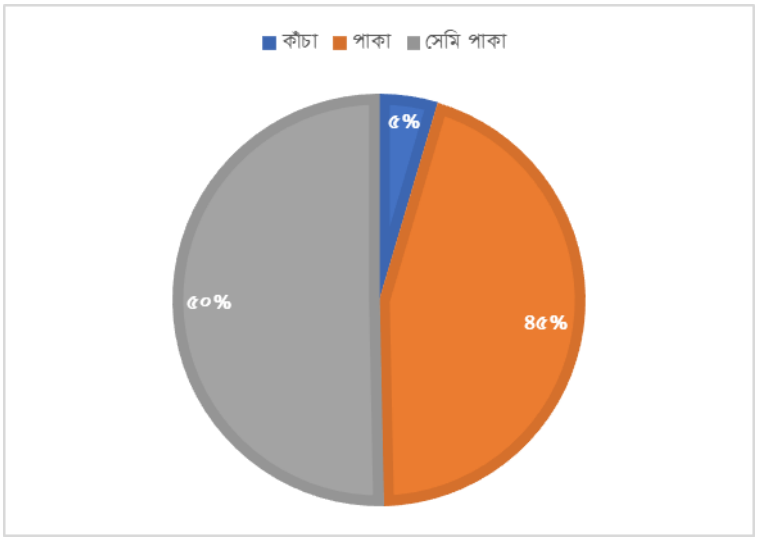

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পর্কিত প্রশ্ন

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ নির্মাণ সম্পর্কে অবগতির তথ্যাদি

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্পটি এ এলাকায় বাস্তবায়ন হচ্ছে এ সম্পর্কে অবগত আছেন বা জানেন ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮৯.৮০% উত্তরদাতা এবং অবগত নন অর্থাৎ জানেন না ১০.২০% উত্তরদাতা।

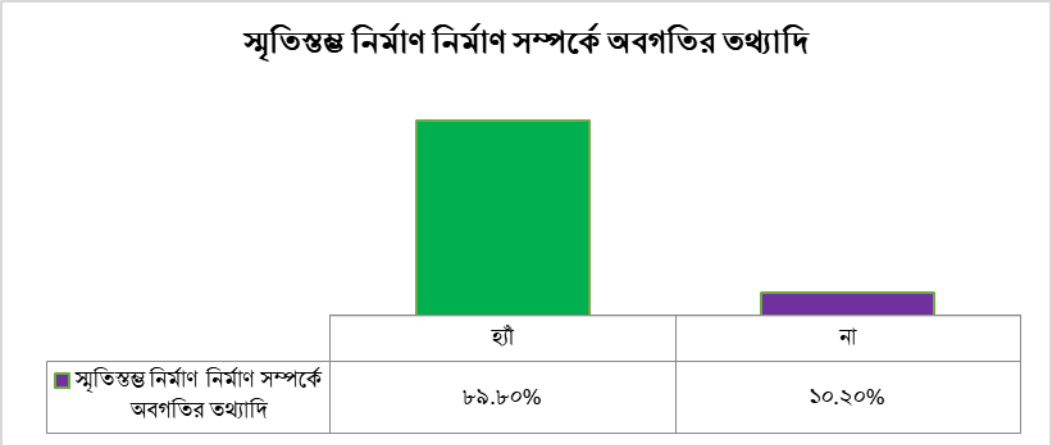

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কাজের সুযোগ তৈরি বিষয়ক তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৬.৮২% উত্তরদাতা মনে করেন মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কাজের সুযোগ হবে এবং ৩.১৯% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের কোন কাজের সুযোগ তৈরি হবে না।

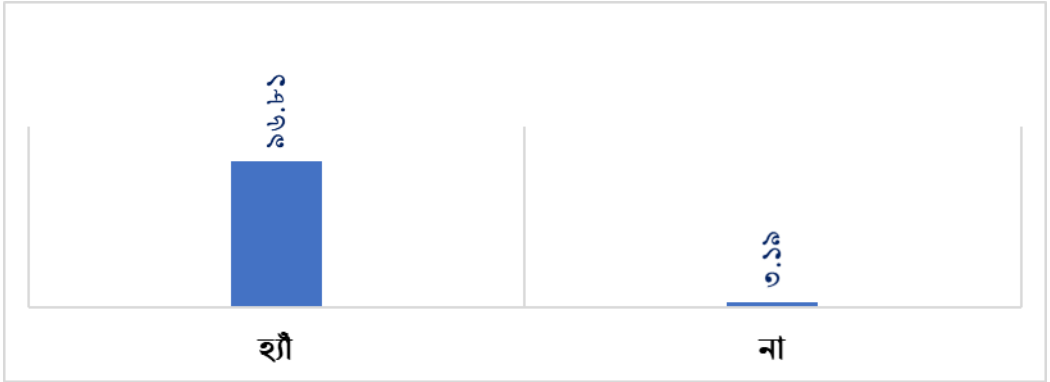

প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সৃষ্ট কাজের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে সকল কাজের সুযোগ তৈরি হবে তা উত্তরদাতাদের তথ্য মতে কাজের ধরণ অফিসার ২.২০%, কর্মচারী ২৪.১৮%, শ্রমিক ৬০.৪৪% এবং ব্যবসা বলেছেন ১৩.১৯%।

সারণী ১: প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সৃষ্ট কাজের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার
১.	অফিসার	২.২০
২.	কর্মচারী	২৪.১৮
৩.	শ্রমিক	৬০.৪৪
৪.	ব্যবসা	১৩.১৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নে সন্তুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯২.৩১% উত্তরদাতা মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ/ জাদুঘরটি তাদের এলাকায় নির্মাণ হচ্ছে এ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ৭.৬৯% উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি।

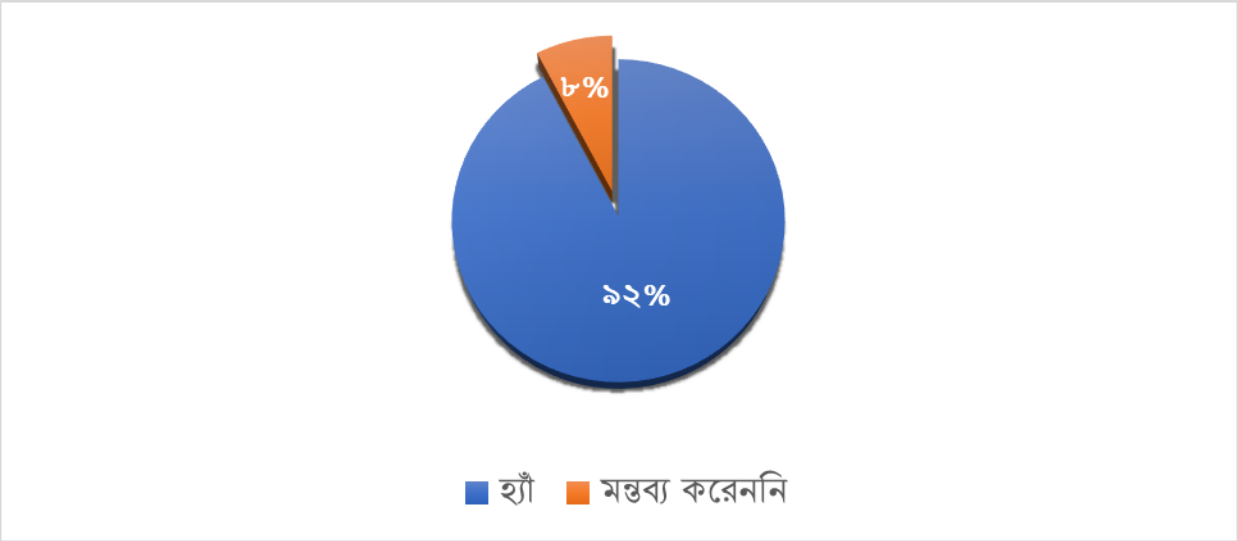

বাস্তবায়িত কাজ নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণ

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ/ জাদুঘর নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্পটির কাজের মান অসন্তুষ্টির কারণ ধীর গতিতে কাজ হচ্ছে বলে মনের করেন ৭০.০০% উত্তরদাতা এবং এলাকার মানুষের চাহিদার প্রতিফলন হয়নি বলে মনে করেন ৩০.০০% উত্তরদাতা।

সারণী ২: বাস্তবায়িত কাজ নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণ

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার
১.	ধীর গতি	৭০.০০
২.	এলাকার মানুষের চাহিদার প্রতিফলন হয়নি	৩০.০০

প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানের উপযুক্ততা

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৭.৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন স্মৃতিস্তম্ভ/ জাদুঘরটি উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে না বলে মনে করেন ২.১৭% উত্তরদাতা।

সারণী ৩: প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানের উপযুক্ততা

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার

১.	না	২.১৭
২.	হ্যাঁ	৯৭.৮৩

এই স্মৃতিসৌধজাদুঘর নির্মাণের ফলে আপনাদের/ কর্ম সংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার সকলেই মত দিয়েছেন যে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে তাদের নানামুখী কাজের সুযোগ তৈরি হবে এবং এই কর্মসংস্থানের মধ্যে অন্যতম হল দৈনিক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হবে ২৭.৮৬%, ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হবে ১৯.৬৪%, জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে বলেন মনে করেন ২৭.১৪% উত্তরদাতা। প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আপনার জীবিকা ও জীবনযাত্রার মানে কোন পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন ৮৩.৭০% এবং পরিবর্তন হবে না বলে মনে করেন ১৬.৩০% উত্তরদাতা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমূহ

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কারণে এলাকার মানুষের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে মনে করেন ২১.৭৪% উত্তরদাতা আর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না বলে মনে করেন ৭৮.২৬% উত্তরদাতা। সমস্যার ধরন সম্পর্কে উত্তরদাতারা বলেন: বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে ২৯.৪১%, জলাভূমি ধ্বংস করা হয়েছে ৮.৮২%, কৃষি ধ্বংস হয়েছে ৩৮.২৪%, পরিবেশ দূষণ ৮.৮২%, পানি সরবরাহ বন্ধ হয়েছে ২.৯৪%, চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিলো ৮.৮২% এবং কোন সমস্যা হয়নি বলে মনে করেন ২.৯৪%।

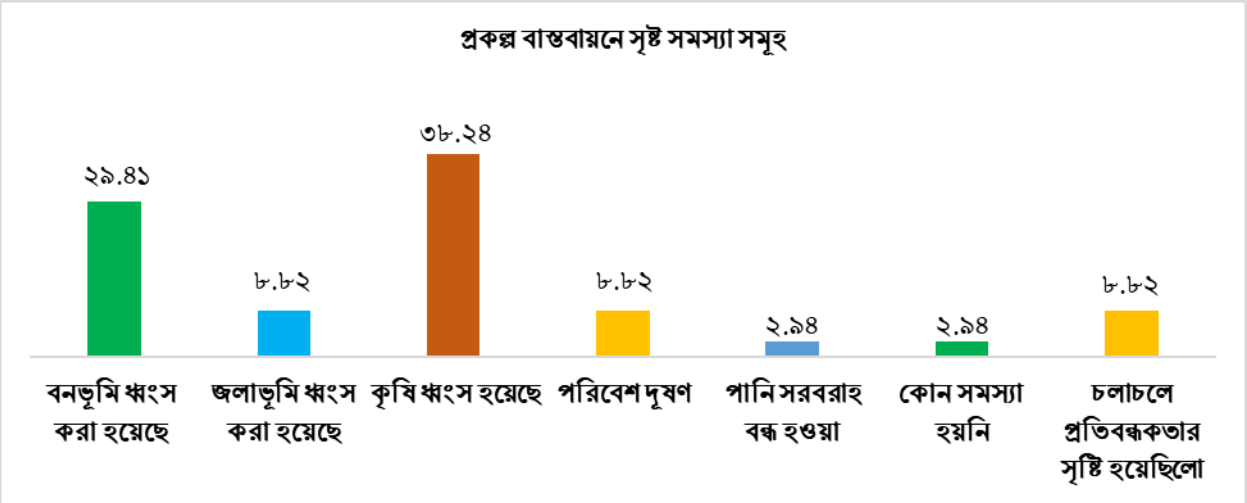

সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কারণে এলাকার মানুষের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে মনে করেন ২১.৭৪% মানুষ আর এই সমস্যার প্রশমনের বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেন ৩১.০৩% উত্তরদাতা আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে মনে করেন ৬৮.৯৭% উত্তরদাতা।

প্রকল্প সম্পর্কে অভিযোগ

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে এলাকার মানুষের যে অভিযোগ আছে তা হলো প্রকল্পের কারণে জমির অধিগ্রহণে ৪২.৮৬% এবং অন্যান্য ২৮.৫৭% আর কোন অভিযোগ নাই বলে মতামত দেন ২৮.৫% উত্তরদাতা। এর মধ্যে প্রকল্প বিষয়ে অভিযোগ দায়ের সুযোগ আছে বলে মনে করেন ১৬.৬৭% এবং অভিযোগ দায়ের সুযোগ নাই বলে মনে করেন ৮৩.৩৩% উত্তরদাতা।

সারণী ৪: প্রকল্প সম্পর্কে অভিযোগ

ক্রমিক নং	বিষয়	শতকরা হার

১.	প্রকল্পের কারণে জমির অধিগ্রহণ হয়েছে	৪২.৮৬
২.	কোন অভিযোগ নেই	২৮.৫৭
৩.	অন্যান্য	২৮.৫৭

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে দর্শনার্থী আকর্ষণ বিষয়ক তথ্যাদি

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে দর্শনার্থী আকর্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শেষ হলে স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থী আসবে বলে মনে করেন ৯৮.৯১% উত্তরদাতা এবং আসবে না বলে মনে করেন ১.০৯% উত্তরদাতা। স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলে মনে করেন ৯৬.৭৪ উত্তরদাতা, ১.০৯% উত্তরদাতা মনে করে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ হবে না এবং ২.১৭% উত্তরদাতার এ বিষয়ে জানেন না। এই স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটি ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার শহীদদের ও মিত্রবাহিনীর স্মৃতি/অবদান ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করেন ৯৬.৭৪% উত্তরদাতা এবং ১.০৯% উত্তরদাতা বলেন না আর ২.১৭% উত্তরদাতা এ বিষয়ে জানেন না।

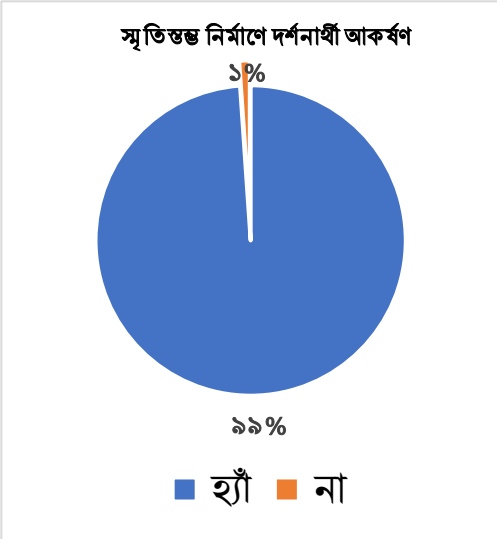

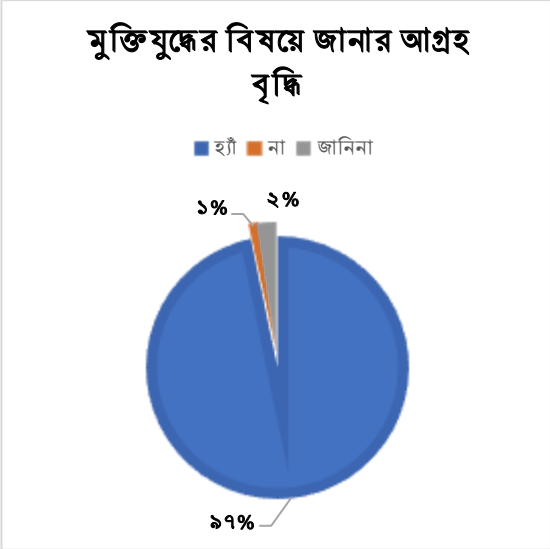

নতুন দোকানপাট বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা সম্পর্কিত তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতা সকলেই মনে করেন যে, স্মৃতিস্তম্ভটি কেন্দ্র করে নতুন দোকানপাট বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরের নকশা ও ল্যাপস্কেপি সম্পর্কিত তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভটির যাদুঘর এর নকশা ও ল্যান্ডস্কেপি সম্পর্কে ধারণা আছে বলে মতামত দেন ৫৭.১৪% উত্তরদাতা এবং এই দৃষ্টি নন্দন নকশা মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে বলে মনে করেন ৯৭.৮০% উত্তরদাতা।

আত্মসামাজিক অবস্থার নতুন মাত্রা যোগ সংক্রান্ত- তথ্যাদি

নমুনায়িত ৩০০ জন উত্তরদাতা সকলেই একমত যে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ হলে অত্র এলাকার আত্ম-সামাজিক অবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করব এবং স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটির কারণে এ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। প্রকল্প এলাকার সামাজিক মূল্যবোধের উন্নতি হবে।

প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

চিত্র ১: নিবিড় পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

চিত্র ১: নিবিড় পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক প্রাপ্ত প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড

সংযুক্তি (ঙ)

খানা জরিপ প্রশ্নমালা

নিবিড় পরিবীক্ষণ: মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)

সুবিধাভোগীদের প্রশ্নমালা

আসসালামু আলাইকুম/নমস্কার

আমিআমরা/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)" এর জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষে আপনাদের আর্থসামাজিক অবস্থার- (খানা) জরিপ কাজের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করছি যে, আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপ কাজ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। আমরা আশা করবো আপনি সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। আপনার সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের কাজের সফলতা। এই সাক্ষাতে আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আমরা কি শুরু করতে পারি?

সাধারণ প্রশ্নমালা			
ক্রমিক নং:	প্রশ্ন	কোড	
১.	উত্তরদাতার নাম		
২.	পরিবারের সদস্যগণ		
৩.	উত্তরদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক		
৪.	লিঙ্গ:		
৫.	বয়স:		
৬.	বৈবাহিক অবস্থা:		
৭.	শিক্ষা		
৮.	পেশা:		
৯.	গড় মাসিক পারিবারিক আয়:		
১০.	গড় মাসিক পারিবারিক ব্যয়		
১১.	উত্তর দাতার গড় মাসিক আয়:		
১২.	শারীরিক অক্ষমতা?		
১৩.	আবাসন অবস্থা		
প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশ্নমালা			
১৪.	আপনি কি জানেন আপনাদের এলাকায় মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে? (যদি না হয়তথ্য , সংগ্রহকারী প্রকল্প বিবরণ বিষয়ক আলোচনা করবে)		
১৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আপনাদের কি কোন কাজের সুযোগ তৈরি হবে?		
১৬.	যদি হ্যাঁ হয়আপনাদের , কি ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হবে?		
১৭.	প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজের মান নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট?		
১৮.	যদি না হয়, কাজের মান নিয়ে আপনি কেন সন্তুষ্ট নন?		

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রশ্নমালা			
১৯.	প্রকল্প দ্বারা স্মৃতিস্তম্ভ / জাদুঘর কি উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে?		
২০.	এই স্মৃতিস্তম্ভ / জাদুঘর নির্মাণের ফলে আপনাদের কর্মের সুযোগ হবে বলে মনে করেন কি?		
২১.	প্রকল্পের আওতাভুক্ত স্মৃতিসৌধ/ জাদুঘর থেকে আপনাদের কী কী সুবিধা হবে বলে মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
২২.	প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আপনার জীবিকা ও জীবনযাত্রার মানে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা? (একাধিক উত্তর হতে পারে(		
২৩.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আপনারা কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন ? (একাধিক উত্তর হতে পারে(		
২৪.	যদি হ্যাঁ হয়, কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?		
২৫.	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, প্রশমনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?		
২৬.	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কী কোন অভিযোগ আছে?		
২৭.	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কী কী অভিযোগ আছে ? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
২৮.	প্রকল্প সেবা বিষয় অভিযোগ দায়ের করার কোন সুযোগ ছিল কি?		
২৯.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে আপনি কোন অভিযোগ দায়ের করেছেন? উত্তর) হ্যাঁ হলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন(		
৩০.	প্রকল্পের কোন বিষয়ের প্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
৩১.	অভিযোগের পর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কী?		
মুক্তিযুদ্ধ ও স্মৃতিস্তম্ভ বিষয়ক প্রশ্নমালা			
৩২.	স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে লোকজন আসবে কি?		
৩৩.	আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করবে?		
৩৪.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে?		
৩৫.	কাদের মধ্যে?		
৩৬.	এই স্মৃতিস্তম্ভটি ও যাদুঘরটি এই স্থানে ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার আপনার এলাকার সমস্ত শহীদদের ও মিত্রবাহিনীর স্মৃতি/অবদান ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে আপনি মনে করেন?		
৩৭.	এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?		
৩৮.	এই স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে কি এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে?		

৩৯.	এই স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে কি এই এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে?		
৪০.	স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘর এর নকশা ও ল্যান্ডস্কেপি সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা?		
৪১.	দৃষ্টি নন্দন নকশা মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদান শ্রদ্ধার প্রতিকৃতি ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অম্লান রাখবে কি?		
৪২.	স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিব্রাজকদের / পর্যটকদের আকর্ষণ করবে কি?		
৪৩.	আত্ম-সামাজিক অবস্থার নতুন মাত্রা যোগ হবে কি?		
৪৪.	এই স্মৃতিস্তম্ভ ও যাদুঘরটির কারণে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে কি?		
৪৫.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠবে কি?		
৪৬.	এলাকার সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উন্নতি হবে কি?		

সংযুক্তি (চ)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রকল্প পরিচালক (মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ)

আসসালামু আলাইকুম/নমস্কার

আমিআমরা/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন)" এর জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষে আপনাদের আর্থসামাজিক অবস্থার- জরিপ কাজের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করছি যে, আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপ কাজ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। আমরা আশা করবো আপনি সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। আপনার সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের কাজের সফলতা। এই সাক্ষাতে আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আমরা কি শুরু করতে পারি?

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম	
বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

১. প্রকল্প পরিচালক (মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ)

- ✓ অভীষ্ট এলাকাটিকে কেন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কি না?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে কত সংখ্যক মানুষ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের সুবিধা পাবে?
- ✓ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
- ✓ এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে?
- ✓ প্রকল্পটি কিভাবে দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করতে পারে?
- ✓ এই প্রকল্পের মাধ্যমে অভীষ্ট এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?
- ✓ নারীপুরুষ ও সংখ্যালঘু , সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধাসমূহ কি কি?
- ✓ প্রকল্পটি কি এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে?
- ✓ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
- ✓ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রকল্পটি কিভাবে আরও সক্রিয় করা যায়?
- ✓ আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
- ✓ আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
- ✓ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কি?
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, আশঙ্কা ও সুযোগের দিক গুলো কি কি? (SWOT)
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. পি ডব্লিউ ডি এর প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ)

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	

নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ প্রকল্পটি শুরু হওয়ার আগে হওয়ার কারণ কি?
- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. পি ডব্লিউ ডি এর প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ)

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ প্রকল্পটি শুরু হওয়ার আগে অভীষ্ট এলাকার অবস্থা কেমন ছিল?
- ✓ অভিষ্ট এলাকাটিকে কেন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কি না?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে কত সংখ্যক মানুষ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের সুবিধা পাবে?
- ✓ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
- ✓ এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে?
- ✓ প্রকল্পটি কিভাবে দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করতে পারে?
- ✓ এই প্রকল্পের মাধ্যমে অভীষ্ট এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?
- ✓ নারীপুর ,ুষ ও সংখ্যালঘু সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধাসমূহ কি কি?
- ✓ প্রকল্পটি কি এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে?
- ✓ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
- ✓ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রকল্পটি কিভাবে আরো সক্রিয় করা যায়?
- ✓ আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
- ✓ আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
- ✓ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কি?
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, আশঙ্কা ও সুযোগের দিক গুলো কি কি? (SWOT)
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?

- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

৩. পরিচালক, আইএমইডি, সেক্টর-১

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
- ✓ এই প্রকল্প এলাকার অভীষ্ট জনগণ কীভাবে উপকৃত হবে?
- ✓ এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করবে?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর ক্ষমতা, দুর্বলতা, হুমকি ও সুযোগ (SWOT) কি ছিল?
- ✓ প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কি।
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

৪. উপজেলা প্রশাসন (মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ)

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ অভিষ্ট এলাকাটিকে কেন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কি না?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে কত সংখ্যক মানুষ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের সুবিধা পাবে?
- ✓ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
- ✓ এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে?
- ✓ প্রকল্পটি কি এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে?
- ✓ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
- ✓ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রকল্পটি কিভাবে আরো সক্রিয় করা যায়?
- ✓ আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
- ✓ আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, আশঙ্কা ও সুযোগের দিক গুলো কি কি? (SWOT)
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কি।

৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনার এলাকায় এই স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
- ✓ প্রকল্পটি আপনার এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ধরনের সমস্যাগুলো দূর সক্ষম হবে বলে আপনি মনে করেন?
- ✓ আপনার মতে প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি কি করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটিতে কি আপনার এলাকার সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান আছে?
- ✓ প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য আর কী বিষয় নিয়ে কাজ করা উচিত?
- ✓ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন?
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ সুপারিশ

৬. মেয়র/চেয়ারম্যান/ইমাম/স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনার এলাকায় প্রকল্পটির সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে কি এই এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ?
- ✓ এই প্রকল্প মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ প্রকল্পটি আপনার এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ধরনের সমস্যাগুলো দূর সক্ষম হবে বলে আপনি মনে করেন?
- ✓ আপনার মতে প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি কি করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটিতে কি আপনার এলাকার সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান আছে?
- ✓ প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য আর কী বিষয় নিয়ে কাজ করা উচিত?
- ✓ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন?
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর ক্ষমতা, দুর্বলতা, হুমকি ও সুযোগ (SWOT) কি ছিল?
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ সুপারিশ

৭. শিক্ষক

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	

শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনার এলাকায় প্রকল্পটির সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভ / যাদুঘরটি নির্মাণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জানান কতটুকু সুযোগ হবে?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে কি এই এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ?
- ✓ এই প্রকল্প মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে আপনার এলাকার যুব সমাজকে কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে?
- ✓ আপনার মতে প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি কি করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন?
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ সুপারিশ
- ✓ এলাকার অবস্থা কেমন ছিল?
- ✓ অভিষ্ট এলাকাটিকে কেন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কি না?
- ✓ এই প্রকল্পে এর মাধ্যমে কত সংখ্যক মানুষ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের সুবিধা পাবে?
- ✓ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
- ✓ এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে?
- ✓ প্রকল্পটি কিভাবে দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করতে পারে?
- ✓ এই প্রকল্পের মাধ্যমে অভীষ্ট এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?
- ✓ নারীপুরুষ ও সংখ্যালঘু সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ,?
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধাসমূহ কি কি?
- ✓ প্রকল্পটি কি এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে?
- ✓ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
- ✓ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রকল্পটি কিভাবে আরো সক্রিয় করা যায়?
- ✓ আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
- ✓ আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
- ✓ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কি?
- ✓ প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, আশঙ্কা ও সুযোগের দিক গুলো কি কি? (SWOT)
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

৮. গণমাধ্যম কর্মী/সাংবাদিক

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম	

বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনার এলাকায় এই স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
- ✓ প্রকল্পটি আপনার এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ধরনের সমস্যাগুলো দূর সক্ষম হবে বলে আপনি মনে করেন?
- ✓ আপনার মতে প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি কি করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটিতে কি আপনার এলাকার সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান আছে?
- ✓ প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য আর কী বিষয় নিয়ে কাজ করা উচিত?
- ✓ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন?
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ সুপারিশ

৯. তরুণ লেখক/ গবেষক

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনার এলাকায় এই স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
- ✓ প্রকল্পটি আপনার এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ধরনের সমস্যাগুলো দূর সক্ষম হবে বলে আপনি মনে করেন?
- ✓ আপনার মতে প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি কি করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটিতে কি আপনার এলাকার সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান আছে?
- ✓ প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য আর কী বিষয় নিয়ে কাজ করা উচিত?
- ✓ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপনি কিভাবে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন?

- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ সুপারিশ

কেস স্টাডিস

বীর মুক্তিযোদ্ধা (যারা মিত্র বাহিনীর সাথে সশরীরে যুদ্ধ করেছে বা প্রত্যক্ষ দর্শী)

অংশগ্রহণকারীর প্রাথমিক তথ্য	
নাম	
বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদের নাম	
মোবাইল/ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
নোট গ্রহণকারীর নাম	

- ✓ আপনি কিভাবে, কখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
- ✓ আপনি কয়টি যুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
- ✓ আপনি কি ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন?
- ✓ এই যুদ্ধে ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্য কত ছিল এবং কতজন শহীদ হয়েছিল?
- ✓ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা কতজন ছিলেন এবং কতজন শহীদ হয়েছিল?
- ✓ আপনার সাথে কতজন শহীদ হয়েছিল?
- ✓ এই যুদ্ধে কতজন আহত হয়েছিল?
- ✓ তাঁরা (শহীদরা) মৃত্যুবরণের আগে কি কিছু বলেছিল?
- ✓ তাদের অবদানকে আপনি কিভাবে জাগরুক করতে চান।
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
- ✓ এই স্মৃতিস্তম্ভটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে কি?
- ✓ সুপারিশ

দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

অংশগ্রহণকারী:

- বীর মুক্তিযোদ্ধা
- উপজেলা প্রশাসন
- উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী
- জনপ্রতিনিধি
- স্কুলকলেজ শিক্ষক/
- স্থানীয় ব্যবসায়ী
- ইমামস্থানীয় নেতৃবৃন্দ /

ক্রম.	নাম	বয়স	পেশাপদবী /	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ফোন নম্বর	অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর

- ✓ প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জনগণের জীবনযাত্রা
- ✓ আপনি কি এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত আছেন?
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে আপনাদের জীবিকা পরিবর্তন হবে বলে মনে করেন?
- ✓ বর্তমান প্রকল্পের কারণে আপনারা কি কাজের মাধ্যমে উপকৃত হবেন?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ নির্মাণ / প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাজের পাশাপাশি, এই সুবিধাটি কি কমিউনিটির সদস্যদের জন্য আরও বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে?
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভটি রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত আছেন কি?
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
- ✓ প্রকল্পের বাস্তবায়ন/নির্মাণ কাজ সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন?
- ✓ এই প্রকল্পের কারণে কি এই এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?
- ✓ এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
- ✓ এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে কি এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে?
- ✓ সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ

- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে মনে করেন কি?
- ✓ প্রকল্পের সামগ্রিক সুবিধা গুলো কি হতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটি থেকে আরো সুবিধা বাড়ানোর জন্য কী করা যেতে পারে?
- ✓ প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
- ✓ আপনাদের প্রকল্প সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে?
- ✓ SWOT নিয়ে আলোচনা?

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রক্রিয়া	নমুনা এলাকা	সংখ্যা	অংশীদার	আলোচনার বিষয়বস্তু
প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১টি	প্রকল্পের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারগণ আইএমইডি প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ প্রকল্প সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ SWOT

১. প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জনগণের জীবনযাত্রা
২. আপনি কি এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত আছেন?
৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে আপনাদের জীবিকা পরিবর্তন হবে বলে মনে করেন?
৪. বর্তমান প্রকল্পের কারণে আপনারা কি কাজের মাধ্যমে উপকৃত হবেন?
৫. স্মৃতিস্তম্ভটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনীর বাহিনীর অবদান সম্পর্কে সচেতন হবে বলে মনে করেন কি?
৬. নির্মাণ / প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাজের পাশাপাশি, এই সুবিধাটি কি কমিউনিটির সদস্যদের জন্য আরও বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে?
৭. স্মৃতিস্তম্ভটি রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত আছেন কি?
৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন/নির্মাণ কাজ সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন?
১০. এই প্রকল্পের কারণে কি এই এলাকার যোগাযোগ বা যাতায়াত সক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?
১১. এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ?
১২. এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে কি এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে?
১৩. সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ
১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে মনে করেন কি?
১৫. পকল্পের সামগ্রিক সুবিধা গুলো কি হতে পারে?
১৬. প্রকল্পটি থেকে আরো সুবিধা বাড়ানোর জন্য কী করা যেতে পারে?
১৭. প্রকল্পটির কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?
১৮. আপনাদের প্রকল্প সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে?
১৯. SWOT নিয়ে আলোচনা?

সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট চেকলিস্ট

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রকল্প দলিলাদিপত্রের তালিকা	প্রকল্প দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে	পর্যালোচনা করা হয়েছে
১উন্নয়ন . প্রকল্প প্রস্তাব ২বিস্তারিত . বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ৩অগ্রগতি . প্রতিবেদন (আর্থিক, ভৌত) সংশোধিত প্রস্তাব (আরডিপি) ৪বার্ষিক . কর্ম পরিকল্পনা ৫বার্ষিক . ক্রয় পরিকল্পনা ৬ক্রয় . পরিকল্পনা (সামগ্রী, কর্ম, সেবা) ৭ .PPA ২০০৬, PPR ২০০৮ ৮প্রকল্প . অনুমোদন দলিলাদি ৯সমাপ্তি পরিকল্পনা . ১০ক্রয় প্রক্রিয়ার দলিলাদি ./ প্রতিবেদন (দরপত্র আহ্বান, ToR, BOQ, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি) ১৪দরপত্র সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন . ১৫প্রকল্প অনুমোদনের দলিলাদি ., অর্থায়ন ও তহবিল ছাড় দলিলাদি, ১৬. উপাদানের বিস্তারিত নকশা		

২য় টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের টেকনিক্যাল কমিটির ১২-০৫-২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন।

সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন
পরামর্শকের TOR অনুযায়ী প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (পৃ ১৯)
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ হবে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট;	প্রতিপালন করা হয়েছে
কর্মপরিকল্পনা (Time Frame) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
মহান মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগকে চির জাগরুক করে রাখার বিষয়টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে	প্রতিপালন করা হয়েছে (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ)
প্রকল্পটি বিশেষ সংশোধন কেন করা হয়েছে তার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য সমীক্ষা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১.৫(পৃ ৩)
প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে ও প্রতিটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪.১২.১,৪.১২.২,৪.১২.৩,৪.১২.৪ (পৃ ৩১-৩২)
Log Frame এর বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রকল্প দলিলে বর্ণিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ উপস্থাপন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১.১০ (পৃ ৮-৯)
প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বুলেট আকারে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১.৩.১(পৃ ২)
পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ যথাযথ হতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় শব্দের বানান সংশোধণ পূর্বক বাক্য সুসংগঠিত এবং সম্পাদনা জনিত অন্যান্য ত্রুটি পরিহার করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
আলোচনায় যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো দ্রুত সংশোধন করতে হবে; এবং	প্রতিপালন করা হয়েছে
উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণসহ টেকনিক্যাল কমিটির সভায় আলোচিত বিষয়সমূহের প্রতিফলন খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ১৬/০৫/২০২২ তারিখের মধ্যে এ সেক্টরে দাখিল করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে

২য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ

মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (বিশেষ সংশোধন) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের টেকনিক্যাল কমিটির ১৯-০৫-২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন।

সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন
সমীক্ষা পদ্ধতি, নমুনা, ফলাফল পর্যালোচনা, SWOT Analysis, সার্বিক পর্যালোচনা এবং সুপারিশমালা ইত্যাদি। বিষয়ের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলনপূর্বক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপে প্রণয়ন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রকল্পের বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় যথাযথ ছকে উপস্থাপন করাসহ বরাদ্দ ও ব্যয় সঠিকভাবে হয়েছে কিনা এবং ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি ও পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খানু রূপে বিশ্লেষণ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে ৩.২.৪ (পৃ ২৬)
প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়র কারণ এবং প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ হবে কিনা তা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত করতে হবে	প্রতিপালন করা হয়েছে ৩.১.২ (পৃ ২১)
KII-এর ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (গণপূর্ত অধিদপ্তর) ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবে কি পরিমাণ কাজ হয়েছে তা (%) আকারে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রকল্পের এক খাতের অর্থ অন্যখাতে ব্যয় করা হয়েছে এবং একটি খাতে ডিপিপির সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কি না তা যাচাই করে প্রতিদনের প্রতিফলিত করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি তৃতীয় অধ্যায়ের ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, ৪.৫ (পৃ ৩৮-৪১)
ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে পঞ্চম অধ্যায়ের সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে সংখ্যাগত তথ্যসহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে (পৃ ৪২-৪৩)
পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত সার্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়ন কৌশল উল্লেখ করা যেতে পারে;	প্রতিপালন করা হয়েছে (পৃ ৪৪)
প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখসহ তা বিশ্লেষণ করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৩.৯ (পৃ ৩৫)
দাপ্তরিক শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে প্রতিবেদন সংশোধন করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে প্রতিটি অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদসমূহ সুন্দরভাবে Chronologically সাজাতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
আগামী ২৬/০৫/২০২২ তারিখের মধ্যে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে প্রণীত খসড়া নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আইএমইডি-তে দাখিল করতে হবে;	প্রতিপালন করা হয়েছে

জাতীয় কর্মশালা সিদ্ধান্তসমূহ

১৩ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত "মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন প্রতিবেদন।

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	প্রতিপালন
১.	প্রতিবেদনের সংযোজিত Acronym ও Glossary-টি অসম্পূর্ণ উল্লেখ করে তাতে উল্লেখযোগ্য শব্দ বিশেষতঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত শব্দসমূহের (Terms) সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
২.	প্রতিবেদনের নির্বাহী সার সংক্ষেপে ক্রিয়া পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সংমিশ্রণ রয়েছে যা উক্ত পদের বর্তমান কাল হিসেবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া ও নির্বাহী সার সংক্ষেপে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তের যথাযথ রেফারেন্স প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি যা সংযোজন করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে
৩.	প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় 'খরচ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যা প্রতিবেদনে ব্যবহার শ্রুতিকটু মনে হয় বিধায় তার পরিবর্তে 'ব্যয়' শব্দটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।	প্রতিপালন করা হয়েছে
৪.	প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ের পটভূমিতে জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' ও জাতীয় নেতা শহীদ 'তাজউদ্দীন আহমেদ' এর নাম পূর্ণভাবে জ্ঞাপন করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ নং ১.১, পৃষ্ঠা নং-১)
৫.	প্রতিবেদনের ১.২ এ উল্লিখিত এক নজরে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণের টেবিল পুনর্বিন্যাস ও ১.৬ এ উল্লিখিত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ও লক্ষমাত্রার টেবিলে প্রকেল্পের ৬ বছরের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ নং ১.৭, পৃষ্ঠা নং ২-৪)
৬.	প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন সারণীর ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে পরামর্শকের মতামত/পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা যেতে পারে; এছাড়া বিভিন্ন সারণীতে অপ্রয়োজনীয় উপস্থাপিত কলাম বাদ দেয়া যেতে পারে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
৭.	তৃতীয় অধ্যায়ে ৩.১.২ এ উল্লিখিত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বাস্তবায়ন অবস্থা বিশ্লেষণ টেবিলে আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এছাড়াও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে ০৫/০৬/২০২২ তারিখ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। যার বর্তমান অবস্থা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ নং৩.১ পৃষ্ঠা নং-২৩)
৮.	প্রতিবেদনের কোথাও অর্থের পরিমাণ লক্ষ টাকায় আবার কোথাও অর্থের পরিমাণ কোটি টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। যা সংশোধন করে লক্ষ টাকায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে
৯.	SWOT Analysis সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রকল্পের অভ্যন্তরিণ (Internal) বিষয়সমূহকে সবল ও দুর্বল দিক এবং প্রকল্প বহির্ভুত (External) বিষয়সমূহকে সুযোগ ও ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এ অধ্যায়ের বিষয়সমূহ তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত ফলাফল পর্যালোচনার আলোকে উপস্থাপন করা যেতে পারে; এক্ষেত্রে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের দুর্বল দিক ও ঝুঁকিপূর্ন দিকসমূহে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক পরিমার্জন করা যেতে পারে।	প্রতিপালন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ৪০-৪২)

১০.	পঞ্চম অধ্যায়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত ফলাফল পর্যালোচনার আলোকে এবং গুরুত্ব নিম্নক্রমানুসারে উপস্থাপন করা যেতে পারে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
১১.	কেবলমাত্র পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত সামগ্রিক পর্যালোচনার আলোকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ প্রণয়ন করা যেতে পারে; চলমান প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পসহ ভবিষ্যতে গৃহিতব্য বিভিন্ন প্রকল্প বিবেচনায় সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা যেতে পারে;	প্রতিপালন করা হয়েছে
১২.	বেশ কিছু ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিভাষার ব্যত্যয় ও বানান ভুল রয়েছে যা সংশোধন করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে

ইএসিআর সার্ভিসেস
১২০৪, শাহআলী পাজা, মিরপুর-১০, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৯১৩৩৪৬৪১
ইমেইলঃ eacrbd@gmail.com